[illegible]লক্ষ্মী

রাজলক্ষ্মী

(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ
"গণেশ অপেরা পার্টি" কর্ত্তৃক অভিনীত।

প্রথম অভিনয় রজনী—
১৭ই কার্ত্তিক বুধবার, সন ১৩৪৪ সাল।

—ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—
১০৫ নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সন ১৩৬২ সাল।

সপ্তম সংস্করণ।]



স্নেহময় অগ্রজ

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দে, বি-এ, মহাশয়ের

করকমলে

মেজদা !

জীবনে চেয়েছি বহু, পাই নি অধেক তার,
তৃষিত আঁখির আগে শুকায়েছে জলধার।
এমনি পরশে জ্বালা, আশা কভু মিটে নাই,
আঁচলে তুলেছি সোনা, পরশে হয়েছে ছাই।
না চেয়ে পেয়েছি সব শুধুই তোমার কাছে,
শিশুকাল হ'তে মোর চাহিবার যাহা আছে।
আমার বলিতে যাহা আদরে নিয়েছ তুলি,
চিরদিন চিরভোলা যত কিছু দোষ ভুলি।
কালির আখরে গাঁথা বঞ্চিতের দুঃখ-শোক,
অর্পিনু তোমার করে, ধন্য হোক্ ধন্য হোক্।

"ব্রজেন্দ্র"

ভূমিকা

—•—

এদেশে প্রাচীনকালে নারীজাতিকে সমাজ কতখানি অবজ্ঞার চোখে দেখিত, 'রাজলক্ষ্মী" সীতার কাহিনী তাহারই একটী দৃষ্টান্ত। নারীর যে পৃথক্ সত্তা নাই, স্ত্রীর উপর পুরুষের যে মৌরসিপাট্টা আছে, সমাজের তো এ অনুভূতি ছিলই, নারীও বহুদিনের অভ্যাসের ফলে এই অমর্যাদা মাথা পাতিয়া লইত। এই জন্যই দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী, সভাস্থলে তার লাঞ্ছনা, সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও বনবাস। সে যুগের সে আদর্শ আর নাই, আজ কোন যুধিষ্ঠিরের সাধ্য নাই স্ত্রীকে পণ রাখিয়া পাশা খেলেন, কোন রামেরও অধিকার নাই স্ত্রীকে সাধ্বী জানিয়া বনবাস দিতে।

কবিগুরু রামচন্দ্রকে যতই আদর্শচরিত্র করিয়া সৃষ্টি করুন, সীতা-নির্ব্বাসন তাঁহার অপরিসীম দুর্ব্বলতারই পরিচয়, রাজত্বের মোহ তাঁহার পত্নীপ্রেমকে পদদলিত করিয়াছে। অপর পক্ষে স্বামীর অন্যায় আদেশ মাথা পাতিয়া লইয়া সীতা স্বামীকে রক্ষা করিয়াছেন বটে, কিন্তু নারীজাতির মর্য্যাদা ধূলিসাৎ করিয়াছেন। অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তাহারা উভয়েই অপরাধী। আমার এই ক্ষুদ্র নাটকে রামের অনিচ্ছায় সীতা নিজেই গিয়াছেন নির্ব্বাসনে, তাহাতে দুইটি চরিত্রই কলঙ্কের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে, এইটুকু বলিবার জন্যই এই প্রসঙ্গের অবতারণা।

'রাজলক্ষ্মী" পড়িয়া আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের পাতিব্রত্য ধর্ম্মে শাণ পড়িবে, এমন দুরাশা আমি করি না, তবে কামনা এই, নারীজাতির মধ্যে আত্মসম্মানবোধ জাগাইয়া তুলিতে রাজলক্ষ্মী একটু সাহায্য করুক, হাজারের মধ্যে একজনও যেন বুঝিতে পারে—'মানুষ আমরা নহি তো মেষ।"

এই নাটক রচনার সময় শ্রীযুক্ত যোগেশ চৌধুরীর সীতা আমার চোখের সম্মুখে জাগরূক ছিল, তাহার অল্পাধিক ছায়া রাজলক্ষ্মীতে পড়িয়াছে হয় তো। শক্তিমান নাট্যকারের কাছে আমি সবিনয়ে ঋণ স্বীকার করিতেছি।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ গণেশ অপেরা পার্টি সযত্নে ও বহু অর্থব্যয়ে এই নাটকখানিকে ফুলে-ফুলে সাজাইয়া সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি চিরঋণী রহিলাম। ইতি—

গ্রন্থকার

কুশীলবগণ।

—পুরুষ—

বাল্মীকি, রাম, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন।

কুশ ও লব	...	....	রামের পুত্রদ্বয়।
দুর্ম্মুখ	...	....	ঐ গুপ্তচর।
প্রণব	....	....	দুর্ম্মুখের পুত্র।
চক্রধর মিশ্র	....	...	শস্ত্র-শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ।
দীপক	....	..	ঐ পুত্র।
দুর্জ্জয়	...	...	লবণ দানবের পুত্র।
গোবর্দ্ধন	...	..	অশ্বরক্ষক।
ভজহরি	..	...	ঐ আত্মীয়।

সত্যশরণ, কালপুরুষ, দূত, রক্ষী, প্রজাগণ,
প্রতি বাশিগণ, পুরবাসিগণ ইত্যাদি।

—স্ত্রী—

সীতা, উর্ম্মিলা।

রুক্মিণী	...	...	গোবর্দ্ধনের স্ত্রী।
বিজয়া	...	...	বিসর্জ্জনের রূপ।
অর্চ্চনা	...	...	শূদ্রকন্যা।

দেবদাসীগণ, প্রতিবেশিনীগণ, সহচরীগণ,
বনলক্ষ্মীগণ, পুরনারীগণ ইত্যাদি।

রাজলক্ষ্মী

—o:-*-:o—

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বাল্মীকির আশ্রম।

[সিংহাসনে শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ স্থাপিত।]

গীতকণ্ঠে দেবদাসীগণের প্রবেশ।

দেবদাসীগণ।—[আরতি করিতে করিতে]

গীত।

নমো জনগণ-অভিরাম।
নিখিলপাবন, জগজন-পালন, নবদূর্ব্বাদল শ্যাম।
সত্যপালনে বিশ্ব বন্দিত, বীর্য্যে চরাচর মুগ্ধ নন্দিত,
ব্যোমে সমীরণে সিন্ধু কলস্বনে বিধ্বনিত মধুনাম॥
বন্য কুসুমে পূর্ণ ফুলডালি, পুণ্য চরণে এসেছি দিতে ঢালি,
মূক ও মনোবীণা করুণ পরশনে বাজাও গুণধাম॥

বাল্মীকির প্রবেশ।

বাল্মীকি। গাও—গাও,
মধুময় রামনামে মাতাও বসুধা।

রামনামে মৃতদেহে জীবনসঞ্চার,
শুষ্ক তরু হয় মুঞ্জরিত ; দস্যু রত্নাকর
ওই নাম-সুধাপানে কৃতার্থজীবন।
মরি মরি, এত মধু রামনামে !
নবদূর্ব্বাদল শ্যাম, আজানুলম্বিত বাহু,
করযুগে খর শরাসন, বক্ষে প্রেম,
নয়নে করুণা, অধরে মধুর হাসি,
হায়—হায়, বর্ণিবারে ভাষা না জুয়ায় ;
যত লিখি, মনে হয়, রাম-রূপ
আঁকিবারে বাল্মীকির নাহিক শকতি।

দেবদাসী। পিতা ! রামায়ণ হয়েছে কি শেষ ?

বাল্মীকি। শেষ—বাল্মীকির রামায়ণ
এতদিনে শেষ ; তবু মনে হয়,
কত কথা বুঝি হায় রহিল গোপন।
কুয়াশার অন্তরালে
অশ্রুর গোমুখীধারা যেন ব'য়ে যায়।

দেবদাসী। রাম-সীতা-জীবনের গাথা
কি ভাবে করিলে শেষ পিতা ?
জনমদুঃখিনী সীতা
পেয়েছে কি সুখের সন্ধান ?

বাল্মীকি। অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী সীতা
অগ্নিশুদ্ধা ভুবনপাবনী
অনন্ত দুঃখের পরে
পেয়েছে রে অনাবিল শান্তির আশ্রয়।

পার্শ্বে রাম প্রেমের জীবন্ত ছবি,
শক্তিধর সুমিত্রানন্দন ছায়া সম
চির-সহচর, সীতারাম-জয়গানে
মুখরিত অযোধ্যানগরী,
রামরাজ্যে সুখ-শান্তি অনন্ত অক্ষয়;
এইখানে রামায়ণ শেষ।

দেবদাসী। পিতা।—

বাল্মীকি। যাও ~~কন্যাগণ~~ মাতা। কালি প্রাতে
মোরা সবে যাবো অযোধ্যায়,
অযোধ্যার রাজপথ রামনামে
করিব মুখর. বহু দিন
সাধনার ফল রামের জীবনকথা
তাহারি কমল-করে করিব অর্পণ।

[দেবদাসীগণের প্রস্থান।

বাল্মীকি। কি আনন্দ।
প্রাণে মোর ব'য়ে যায় শান্তির নির্ঝর;
বাল্মীকির রামায়ণ এত দিনে শেষ।

বিজয়ার প্রবেশ।

বিজয়া। রামায়ণ শেষ?

বাল্মীকি। কে তুমি? ও নয়নে অনল ঝলসে,
বিচূর্ণ অলকদাম
ফণী সম দুলিছে বাতাসে।
কহ কথা—দেহ পরিচয়,

কিবা নাম, কোথা ধাম,
কার কন্যা, কার জায়া তুমি?

বিজয়া। আমি উল্কা, আমি প্রভঞ্জন,
পারিজাত ফুলবনে আমি দাবানল;
নর-নারী ফলে ফুলে সংসার সাজায়,
আমি প্রলয়ের ঝটিকা বহায়ে
ছিন্নভিন্ন করি মহানন্দে দিই করতালি।

বাল্মীকি। দীন হীন ধূলিকণা সম
বাস এই অতি জীর্ণ পাতার কুটীরে,
বনের কুসুম লতা পুত্র পরিবার;
কি আছে আমার?
ধ্বংসের হোমানলে আহুতি দানিতে
কিছু নাই—কেহ নাই মোর।

বিজয়া। কবি! রামায়ণ কোন্‌খানে
করিয়াছ শেষ?

বাল্মীকি। রাজ্যেশ্বর রাম পত্নী ভ্রাতা
জননীর সহ সুখে করে অযোধ্যায় বাস।

বিজয়া। তারপর?

বাল্মীকি। রামের রাজত্বে প্রজাগণ নিশ্চিন্ত নির্ভয়,
সুখ-শান্তি ধনে-জনে পরিপূর্ণ দেশ,
রামসীতা-জয় গানে মুখরিত অযোধ্যানগরী।

বিজয়া। তারপর?

বাল্মীকি। দিক্‌পাল সম চারি পুত্র নিয়া অযোধ্যার
মহাদেবীগণ পরম শান্তিতে কাটাইছে কাল।

বিজয়া । তারপর ?

বাল্মীকি । আর কিছু নাই ।

বিজয়া । আর কিছু নাই ? তবে কবি !
রামায়ণ মহাকাব্য হয় নাই শেষ ।

বাল্মীকি । হয় নাই শেষ ? কে তুমি গর্বিতা ?
পদ্মযোনি দেছে যারে রামায়ণ
রচনার ভার, মদগর্বে আপনা ভুলিয়া
তারে তুমি দেহ উপদেশ—
রামায়ণ হয় নাই শেষ ?

বিজয়া । না কবি ! আরও আছে অশ্রুর নির্ঝর,
আরও কত আছে হাহাকার ।
বহিবে অনলশ্বাসা ভীম প্রভঞ্জন,
উদ্বেলিবে জলধিসলিল, প্রলয়নর্ত্তনে
মহাকাল নাচিবে অযোধ্যাপুরে ।
ধর কবি লেখনী তোমার,
এখনি বুঝিবে ঋষি !
রামায়ণ হয় নাই শেষ ।

বাল্মীকি । নারি ! সুনিশ্চয় উন্মাদিনী তুমি !

বিজয়া । লেখ—লেখ কবি !
তোমার অশ্রুর গাথা নিয়া
যাবো আমি অযোধ্যানগরে,
অযোধ্যার শান্তিকুঞ্জে জ্বালাবো অনল ।

বাল্মীকি । কি ! অযোধ্যার শান্তিকুঞ্জে
জ্বালাবে অনল ?

নারি! আগে যাবে বাল্মীকির ভাষা,
ঘটনার স্রোত বহিবে পশ্চাতে তার।
রামের জীবনে নিয়তির সাধ্য নাই
আমার একটি বর্ণ করিতে লঙ্ঘন।
বহু ক্লেশ দিয়েছি তাদের, আর দিতে
পারিব না; অযোধ্যার সিংহাসনে
সুখে থাক্ রামসীতা মোর।

বিজয়া। তুচ্ছ সুখে রামসীতা রহিবে মগন,
হেন ক্ষুদ্র সৃষ্টি তোমার বাল্মীকি?
না—না, দুঃখ দাও, অশান্তির দুর্ব্বহ পসরা
তুলে দাও শ্রীরামের শিরে,
অশ্রুর সহস্র ধারা নিয়ে এস
জানকীর নয়নযুগলে।

বাল্মীকি। না—না, চিরদুঃখী জানকী আমার।
আহা, বহুদিন পরে
পেয়েছে সে শান্তির আস্বাদ;
থাক্—থাক্, সুখে তার সাধিও না বাদ।

বিজয়া। তবে ঋষি!
রামায়ণ অসম্পূর্ণ রহিল তোমার।

বাল্মীকি। অসম্পূর্ণ? ঠিক—ঠিক, সীতা মোর
পায় নাই মাতৃত্বের মধুর আস্বাদ,
দিব তারে পুত্র বরদান,
বাল্মীকির রামায়ণ মধুময় রবে চিরদিন।

[পুনঃ রামায়ণ লিখিতে উদ্যত হইলেন।]

বিজয়া ।—

গীত ।

লেখ কবি !
এইখানেতে হয়নি গো শেষ সীতারামের ছবি ॥
তমসার এই বুকের পরে, অশ্রু কত পড়বে ঝ'রে,
বর্ষা-বাদল ডুবিয়ে দেবে আকাশের ওই রবি ॥
সীতারামের বিরহ গান বইয়ে দেবে নদী উজান,
হাহাকারে উঠ্‌বে কেঁদে ভর জগতের সবি ॥

বাল্মীকি । এ কি ! বাল্মীকির ভাষাস্রোত
কোন্ পথে ধায় ।
হেন অসম্ভব কথা
বাল্মীকির কল্পনায় জাগে নাই কভু ।
হায়—হায় ! কি করি উপায় ?
ওগো সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ ।
রামচন্দ্র কল্পনার প্রিয় পুত্র মোর,
তার বক্ষে হানিতে এ শেল
আমি কভু পারিব না দেব ।

বিজয়া । লেখ কবি—লেখ ।

বাল্মীকি । না—না, কবি নামে কাজ নাই মোর,
রামায়ণ অসম্পূর্ণ থাক্ চিরকাল ।

বিজয়া । দুর্ব্বল মানুষ ! কি শক্তি তোমার,
নিয়তির [illegible] বিধান
তিলমাত্র করিতে খণ্ডন ?
যন্ত্র তুমি, যন্ত্রী সেই বিশ্বনিয়ামক ।

বাল্মীকি। বুঝিলাম, আজনম দস্যুতার ফলে
করিয়াছি যে পাপ সঞ্চয়,
তারি বিষময় ফল এতদিনে রাক্ষসের
আকার ধরিয়া আমারে গ্রাসিতে চায়।
কোন্ প্রাণে লিখিব রে আমি,
অযোধ্যার প্রজাগণ কহে জনে জনে
কলঙ্কিনী জনকদুহিতা ?
হায়—হায়। লেখনী আমার
কোনমতে বাধা নাহি মানে !
ভগবান্! ভগবান্। আমারে করিও
ক্ষমা ; প্রাণ চাহে পুষ্পাঞ্জলি দিতে,
ভাষা আনে অনল-উদ্গার।
বাল্মীকির কবি নামে ধিক্,
বাল্মীকির তপস্যা নিষ্ফল।
[উত্তেজিত হইয়া]
দেখ্—দেখ্ রে রাক্ষসি।
জ্বলন্ত অক্ষরে রামায়ণ কলঙ্কিত করি
লিখিয়াছি কলঙ্কিনী জনকদুহিতা।

গীতকণ্ঠে সত্যশরণের প্রবেশ।

সত্যশরণ।—

গীত।

ও কথা মুছে ফেল কবিবর !
ও যে বাজের মত বাজবে বুকে, পাগল হবে রঘুবর।

বাল্মীকি। তুমি আবার কে ?

সত্যশরণ।— পূর্ব্ব গীতাংশ।

সত্যপালনে রাম রঘুমণি, বেঁধেছে আমার চরণ দু'খানি,
সেই দিন হ'তে ফিরি সাথে সাথে ছায়া সম সহচর॥

বাল্মীকি। যাও দেব, বাল্মীকির কথা অন্যথা হবার নয়।

সত্যশরণ।— পূর্ব্ব গীতাংশ।

যার নাম জপি তুমি ঋষি আজ, তার শিরে ওগো হানিও না বাজ,
অশ্রুজলে তার বহিবে তটিনী, কাঁদিবে গো চরাচর॥

বাল্মীকি। নিষ্ফল—নিষ্ফল এ আবেদন।

বিজয়া। ধন্য তুমি ঋষি।
লেখনীর ভাষা তব সফল করিতে
যাই আমি অযোধ্যানগরে।

[প্রস্থান।

বাল্মীকি। হায় রাম—রাম রঘুবর।
জান না—জান না,
কি বেদনা সম্মুখে তোমার।
জগতে কি কেহ নাই হেন শক্তিমান
বাল্মীকির রামায়ণ করিতে খণ্ডন ?
ভগবান্! ভগবান্!
রক্ষা কর সীতারামে মোর।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নগরতোরণ।

দীপক ও চক্রধর।

চক্রধর। বহু দিন পরে আবার অযোধ্যায় ফিরে এলুম। দেখ—দেখ দীপক! এই তোমার মাতৃভূমি; জগতে এর তুলনা নাই। প্রণাম কর তোমার মাতৃভূমিকে; বল—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

দীপক। বাবা! এমন দেশ ছেড়ে কেন তুমি চ'লে গিয়েছিলে?

চক্রধর। কেন? তখন তুমি জন্মাও নি, সে দৃশ্য তুমি দেখ নি দীপক! রাম যখন পিতৃসত্য পালনের জন্য অযোধ্যা অন্ধকার ক'রে বনে চ'লে গেলেন, তখন অযোধ্যার সে শ্মশানের বহ্নিজ্বালা, অযোধ্যা-বাসীর সেই মর্ম্মভেদী হাহাকার সহ্য করতে পারলুম না। সপ্ত পুরুষের আবাসভূমি ত্যাগ ক'রে তোমার মায়ের হাত ধ'রে দেশান্তরে চ'লে গেলুম; সে আজ কত দিন!

দীপক। বাবা! এতদিন পরে দেশের লোক তোমায় চিনতে পার্‌বে?

চক্রধর। পার্‌বে বৈ কি বালক! একদিন এই অযোধ্যায় চক্রধর মিশ্রের এমন প্রতিষ্ঠা ছিল যে, সমাজ তার মুখের কথায় উঠ্‌তো বস্‌তো। এ দেশের জনসাধারণ আমার পাণ্ডিত্যে এমনই বিশ্বাস কর্‌তো যে, আমি যদি বল্‌তুম সূর্য্য পশ্চিমে ওঠে, তাই তারা অসঙ্কোচে মেনে নিত, আজও সে দিন যায় নি বালক!

দীপক। বাবা! কথায় কথায় লোকে বলে রামরাজত্ব; রাম বুঝি ভগবান্?

চক্রধর। হাঁ, কিন্তু আজ আর নেই! যেদিন এই রাম অবলীলাক্রমে

তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করেছিল, যেদিন রাম অভিষেকের পূর্ব্বক্ষণে এত বড় রাজত্ব ধূলিমুষ্টির মত ত্যাগ ক'রে বনবাস বরণ করলে, সেই দিন মনে করেছিলুম দীপক, এমন একটা মহামানব পৃথিবীর মাটিতে জন্মায় নি : কিন্তু আজ দেখছি, সে একটা সাধারণ মানুষ ; তার বালীবধ আমি ক্ষমা করতে পারি, অতর্কিতে ইন্দ্রজিতের হত্যা, তাও ভুলে যেতে পারি, কিন্তু দ্বিচারিণী সীতাকে নিয়ে সিংহাসনে বসা, না—এ অমার্জ্জনীয় অপরাধ।

দীপক। বাবা! আমি একবার রামকে দেখবো।

চক্রধর। দেখবার আর কিছু নাই বালক! সে রাম আর নেই।

দীপক। তবে সবাই রামনামে এমন পাগল কেন বাবা?

চক্রধর। তারা মূর্খ, রাম তাদের যাদু করেছে।

দীপক। তবে বাবা! তুমি এতদিন পরে কেন দেশে ফিরে এলে?

চক্রধর। এসেছি, তোমাকে তোমার মাতৃভূমি দেখাবার জন্য। তোমার পিতা, পিতামহ, তোমার সপ্ত পুরুষ এই মাটিতে জন্মেছে ; দারিদ্র্যের লীলাভূমি হ'লেও এ তোমার স্বর্গ।

দীপক। কৈ বাবা, আমাদের ঘর?

চক্রধর। ঘর কি আর আছে দীপক! ওই যে লতায় পাতায় ঘেরা একটা কুসুমকুঞ্জ দেখছো, ওইখানে ছিল আমার পর্ণকুটির। ওই মাটিতে তোর স্বর্গগতা মায়ের কত মধুর স্পর্শ মাখানো রয়েছে ; ওই মাটিতে সাত পুরুষ ধ'রে অযোধ্যার অধিবাসীরা মাথা নত করেছে।

দীপক। চল বাবা, দেখে আসি!

চক্রধর। তুমি এগিয়ে যাও, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

[দীপকের প্রস্থান।

চক্রধর। রামের নামে দেশটা পাগল হ'য়ে উঠেছে ; নগরের পর নগর অতিক্রম ক'রে এলুম, কোথাও দেখলুম না যে একজন রামনামে

নাসিকা কুঞ্চিত করে। রামচন্দ্র! তুমি যাদুমন্ত্রে এ দেশের মেষপালকে ভুলিয়ে রাখ্‌তে পার, কিন্তু আমাকে ভোলাতে পার্‌বে না। তুমি বীর হ'তে পার, তুমি প্রজাপালক দয়ালু সম্রাট হ'তে পার, তবু আমি তোমায় ঘৃণা করি। তুমি কলঙ্কিনী জানকীকে নিয়ে সূর্য্য-বংশে কালিমা লেপন করেছ, এ তোমার অমার্জ্জনীয় অপরাধ।

দীপকের পুনঃ প্রবেশ।

দীপক। বাবা!—বাবা।

চক্রধর। কি—কি দীপক?

দীপক। আমায় কিসে কামড়ালে বাবা!

চক্রধর। এঁ্যা—সে কি! কৈ—কোথায়?

দীপক। মাথায়; এই যে—এইখানে।

চক্রধর। ভয় কি বাবা! কোন দুষ্ট কীটে দংশন করেছে।

দীপক। কীটদংশনে এত জ্বালা? না বাবা, তুমি যা ভাব্‌ছো, তা নয়। আমার মাথাটা জ্ব'লে গেল, বুকের ভিতর কি যে যন্ত্রণা হ'চ্ছে, তোমায় বোঝাতে পার্‌ছি না! বাবা! বাবা! আমায় কালে দংশন করেছে, আমি বাঁচবো না।

চক্রধর। না দীপক! তা হ'তে পারে না! সূর্য্যবংশের রাজত্বে মানুষ কখনও অকালে মরে নি। রামচন্দ্রের সহস্র অপরাধ থাক্‌লেও সে সূর্য্যবংশধর।

দীপক। উঃ—বড় জ্বালা! বাবা! বাবা! আর আমার রামকে দেখা হ'লো না। তার সঙ্গে দেখা হ'লে ব'লো—উঃ—ব'লো যে, দীপক মনে মনে তোমাকে পূজা কর্‌তো—তোমাকে দেখ্‌বার জন্য সে দূরদেশ থেকে ছুটে এসেছিল; তার কি এই ফল?

চক্রধর। একি! এ যে ক্রমেই হিম হ'য়ে আস্‌ছেন · তবে কি সত্য সত্যই সর্পদংশন! কাকে ডাকি! কোথা যাই আমি! ওগো, কে আছ বৈদ্য, ছুটে এস,—রামরাজ্যে অকালমৃত্যু! ভগবান্! ভগবান্! রক্ষা কর। দীপক! দীপক! আয় বাবা, তোকে বৈদ্যের বাড়ী নিয়ে যাই।

দীপক। না বাবা, আমি উঠ্‌বো না। এই সপ্ত পুরুষের মাটিতে আমায় মর্‌তে দাও। বাবা! ওই যে মা আমায় এগিয়ে নিতে এসেছে: দুঃখ ক'রো না, আমি মার কাছে যাই। বাবা—

চক্রধর। একি! তুষারের মত হিম! ভগবান্! দয়া কর; আমার সব গেছে দুঃখ নেই, শুধু বংশের এই ক্ষীণ প্রদীপটিকে বাঁচিয়ে রাখ। ওরে আমার দুঃখ-সাগর মন্থন করা মাণিক! আমার জীবনের বিনিময়ে তুই আমার নিরাময় হ'য়ে ওঠ্। দীপক! দীপক! একি, নিঃশ্বাস নেই! অসাড়—নিস্পন্দ! রামরাজ্যে অকালমৃত্যু? ~~হা রে নিষ্ঠুর! একটু চিকিৎসার অবকাশ দিলি না? ধর্ম্ম! তুমি আছ? আমার দুখের ছেলে কি পাপ করেছিল যে তাকে অকালে মহাকালে দংশন কর্‌লে?~~ দীপক! মাতৃহারা গোপাল আমার—

দুর্ম্মুখের প্রবেশ।

দুর্ম্মুখ। কে গা তুমি মাটিতে লুটিয়ে কাঁদ্‌ছো?

চক্রধর। পুত্রহারা। ওহে, সর্পদংশনের ঔষধ জান? দীন ব্রাহ্মণের এই দুখের ছেলে বিষের ঘোরে অসাড় হ'য়ে প'ড়ে আছে,—দেখ তো—দেখ তো, শ্বাস বইছে কি না? [দুর্ম্মুখ পরীক্ষা করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।] নিঃশ্বাস ফেল্‌লে যে? নেই—নেই? রামরাজত্বে অকালমৃত্যু

দুর্ম্মুখ। রামরাজত্বে অকালমৃত্যু! ভগবান্! ভগবান্! ফিরিয়ে দাও—ফিরিয়ে দাও, রামনামে কলঙ্কলেপন ক'রো না!

চক্রধর। তুমি কে? তুমি বুঝি অনাচারী রামের সহচর?

দুর্মুখ। আমি তাঁর চরণের রেণু।

চক্রধর। স'রে যাও!

দুর্মুখ। ব্রাহ্মণ!—

চক্রধর। স'রে যাও, স্পর্শ ক'রো না। রামনাম অভিশাপে ভরা; আমার ছেলেকে সর্পে দংশন করে নি, দংশন করেছে রামনামে। রামের একটু সংস্পর্শ যার মধ্যে আছে, আমি তার ছায়াকেও ঘৃণা করি।

দুর্মুখ। ব্রাহ্মণ! তুমি পুত্রশোকে উন্মাদ, তাই ভুলে গেছ রামনামের মহিমা; বোধ হয় জান না, এই রামনাম জপ ক'রে দস্যু রত্নাকর আজ মহর্ষি ব'লে পরিচিত।

চক্রধর। সে দিন চ'লে গেছে উন্মাদ! আজ এই রামনাম জপ ক'রে চক্রধর মিশ্রের পুত্র কালের কবলে।

দুর্মুখ। ঠাকুর! ঠাকুর! তুমি মহাজ্ঞানী; তুমি তো জান, মৃত্যু কারও অধীন নয়। দোহাই ঠাকুর! এর জন্য রামের নিন্দা ক'রো না।

চক্রধর। শুধু নিন্দা! আমি যাচ্ছি রাজসভায়, জিজ্ঞাসা করবো কুলকলঙ্ক রামকে, কেন তার রাজ্যে এই অকালমৃত্যু? যদি সদুত্তর না পাই, পুত্রহারা ব্রাহ্মণের একটা নিঃশ্বাসে রাম তার প্রিয় পরিজন সহ ছাই হ'য়ে ধূলোয় মিশে যাবে।

দুর্মুখ। দোহাই ঠাকুর! রামনামে কলঙ্ক দিও না। যাঁর নামে জলে শিলা ভাসে, পাষাণে জীবন সঞ্চার হয়, যাঁর সুশাসনে পৃথিবী আজ সুখ-শান্তিতে ভরা, স্বপ্নেও তাঁর নিন্দা ক'রো না; তা হ'লে পুত্র তো গেছেই, তুমিও আর থাকবে না।

চক্রধর। আমার থাকায় না থাকায় কিছুই যায় আসে না উন্মাদ! সংসারের একমাত্র অবলম্বন যার এমনি ক'রে মৃত্যুর কুয়াশায় আচ্ছন্ন

হ'য়ে থাকে, তার জীবন মৃত্যুরই নামান্তর। আমি প্রতিশোধ নেবো; এমন প্রতিশোধ, যাতে রামের অন্তরাত্মা আমরণ তুষানলের মত জ্বল্‌বে।

দুর্ম্মুখ। কেন—কেন ঠাকুর! রাজার এতে কি অপরাধ?

চক্রধর। যাও—যাও, গোটা রাজ্যটা একজোট হ'য়ে রাজার পদ-লেহন করগে, কিন্তু আমি তা কর্‌বো না। আমার পায়ের তলায় আমার নিষ্পাপ শিশু নিথর হ'য়ে প'ড়ে আছে; যত দেখ্‌ছি, ততই আমার মনে হ'চ্ছে, এর কারণ রাজার অনাচার।

দুর্ম্মুখ। রাজার অনাচার? চক্রধর মিশ্র! কে বলে তোমায় পণ্ডিত? তুমি উন্মাদ, নইলে অযোধ্যার মাটিতে দাঁড়িয়ে তুমি বল্‌তে পার, রাজা রামচন্দ্র অনাচারী!

চক্রধর। বল্‌বো না? পার্শ্বে যার কলঙ্কিনী সীতা—

দুর্ম্মুখ। কি! কি বল্‌লে ব্রাহ্মণ? না, তুমি পুত্রশোকে উন্মাদ, তাই তোমায় ক্ষমা ক'রে গেলুম, নইলে যে রসনায় ঐ কথা উচ্চারণ করেছ, সে রসনা আমি টেনে ছিঁড়ে ফেল্‌তুম।

চক্রধর। জান না উন্মাদ, কার সম্মুখে—

দুর্ম্মুখ। চুপ্, কথাটি ক'য়ো না; যা বল্‌তে হয়, রাজার কাছে বলগে। কিন্তু সাবধান ব্রাহ্মণ। আমার কাছে যা বলেছ—বলেছ, রাজ-সভায় এ কথা উচ্চারণ ক'রো না; তা হ'লে রাজভ্রাতা লক্ষ্মণ তোমায় জীবন্ত সমাধি দেবে। সুন্দর বিচার করেছে দেবতা! তোমার ছেলে অকালে মর্‌বে না তো মর্‌বে কে? এমনি ক'রে তোমার যে যেখানে আছ, সব মুখে রক্ত উঠে মরুক্।

চক্রধর। যাও—যাও, দেখ্‌ছো ঐ ধূলিশয্যায় আমার মৃতপুত্রের বিবর্ণ দেহ; আমার সর্ব্বাঙ্গে আগুন জ্বল্‌ছে, আমায় বেশী উত্যক্ত কর্‌লে এ আগুনে আগে তোমাকেই পোড়াবো।

দুর্ম্মুখ। তাই কর—তাই কর; তবু দোহাই ব্রাহ্মণ! সীতারামের নিন্দা ক'রো না—আমাদের মহারাণী পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি, তাঁর নামে নিন্দাবাদ ধর্ম্ম সইবে না—পৃথিবী ভূমিকম্পে ধ্বংসে রসাতলে চ'লে যাবে।

[প্রস্থান।

চক্রধর। দীপক! দীপক! ওরে, একটা কথা ক'। না—কিসের কান্না, কিসের অশ্রু? চল্—চল্! আগে তোকে সরযুর জলে ভাসিয়ে দিই, তারপর দেখ্‌বো কেমন সে অনাচারী রাম।

দুর্জ্জয়ের প্রবেশ।

দুর্জ্জয়। তবে তুমিও কি আমার মত *নির্য্যাতিত?*

চক্রধর। কে?

দুর্জ্জয়। মহাবীর লবণের পুত্র। রামের আদেশে শক্রঘ্ন আমার দিক্‌পালের মত পিতাকে সবংশে বধ করেছে, আমি শুধু বেঁচে আছি প্রতিশোধ নেবার জন্য।

চক্রধর। প্রতিশোধ? আমিও চাই প্রতিশোধ। এই দেখ রাম-রাজত্বের মহিমা! আমার নিষ্পাপ শিশুসন্তান, ওঃ—!

দুর্জ্জয়। চুপ্, এখন নয়; আগে রামের বুকের পাঁজরটা ভেঙ্গে দিই এস, তারপর দু'জনের চোখের জলে সাগর বইয়ে দেবো। দু'জনের সমবেত আর্ত্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ ক'রে ফেল্‌বো।

চক্রধর। তবে এস, দু'জনে মিলে গোটা রাজ্যটাকে রামের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলি। সীতাকে নিয়ে বড় সুখে আছে রাম, তার এ সুখের প্রাসাদ ভূমিসাৎ করতে হবে। রামের পার্শ্ব থেকে সীতাকে যদি বিচ্ছিন্ন করতে পার, তার সমস্ত অনাচারের প্রতিশোধ নেওয়া হবে। পথে

প্রান্তরে ঘরে বাইরে যেখানে যার সঙ্গে দেখা হবে, তার কানে এই মন্ত্র ঢেলে দাও, "সীতা কলঙ্কিনী—অযোধ্যাবাসী তার বিসর্জ্জন চায়।"

দুর্জ্জয়। সীতা কলঙ্কিনী। বাঃ—সুন্দর মন্ত্র দিয়েছ ব্রাহ্মণ! এস, এই এক মন্ত্রে রামের সুখের সংসারে হাহাকারের বন্যা আনবো।

[প্রস্থান।

চক্রধর। ওঃ—দীপক! কেন তোকে নিয়ে অযোধ্যায় এসেছিলুম! ফিরিয়ে দে বিধাতা—ফিরিয়ে দে, নইলে এ আগুনে শুধু রাম দগ্ধ হবে না, ভগবানকে শুদ্ধ পুড়িয়ে ছাই ক'রে বিশ্বের বুকে ছড়িয়ে দেবো।

[মৃতদেহস্কন্ধে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদের একাংশ।

সীতা।

সীতা। সেই একদিন আর এই একদিন। দশানন সবংশে পৃথিবীর বুক থেকে বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে, কিন্তু তার অশোকবনের তপ্ত নিঃশ্বাস এখনও মিলিয়ে যায় নি। দিবানিশি শয়নে স্বপনে এখনও সেই বীভৎস স্মৃতি মনের মধ্যে শ্মশানের আগুন জ্বালিয়ে রাখে। অন্তরের মাঝখান থেকে কে যেন আমায় নিয়তই বলছে, "সীতা! এত সুখ তোর জন্য নয়।"

গীতকণ্ঠে বিজয়ার প্রবেশ।

বিজয়া।—

গীত।

সাজ সাজ বধূ নব সাজে।
সুখনিশি পোহায়েছে, নিভিয়া গিয়াছে তারা,

মনোময় প্রেম-গীতি অতীতে হয়েছে হারা,
নিভেছে দেউটী ওগো দেবতা কাঁদিয়া সারা
তোর কনক-মন্দিরমাঝে ॥
খুলে ফেল রাজবেশ কাঞ্চন কঙ্কণ,
পর কাঙালের সাজ কুসুমের আভরণ,
না ফুরাতে উৎসব, হাসি গান কলরব,
বিজয়ার সঙ্গীত বাজে ॥

সীতা। তুমি কে?

বিজয়া। আমি রাহু—আমি বিসর্জ্জন। মানুষ পুত্র পরিবার নিয়ে সুখের স্রোতে গা ঢেলে দেয়, আমি তার মধ্যে হাহাকারের ঝড় বইয়ে দিই: বিধবা তাব একমাত্র অবলম্বন নয়নানন্দ পুত্রের মুখ চেয়ে আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে, আমি তার ঘরে যমের নিমন্ত্রণ নিয়ে আসি।

সীতা। বুঝেছি; কি চাও?

বিজয়া। চাই না কিছু: দিতে এসেছি।

সীতা। দিতে এসেছ? রাজপ্রাসাদে?

বিজয়া। হ্যাঁ গো, দিতে এসেছি। তোমার স্বামীকে ডাকো, আমি তার জন্য নিয়ে এসেছি লঙ্কার লক্ষ বিধবার হাহাকার, তারার অশ্রুজল, লবণ দানবের অন্তিম নিঃশ্বাস।

সীতা। আবার সেই অতীতের বীভৎস ছবি! যাও—যাও তুমি! তোমায় দেখে আমার ভয় হ'চ্ছে।

বিজয়া। ভয় হ'চ্ছে? কেন? রাবণের ভয়াল মূর্ত্তি দেখে যে একটুও কাঁপে নি, আমায় দেখে তার ভয়? আচ্ছা, যাচ্ছি; দু'দিন সুখভোগ ক'রে নাও, আবার আস্‌বো। সীতা! এত সুখ তোমার জন্য নয়।

সীতা। একি অমঙ্গলের অগ্রদূত! জানি না, অদৃষ্টে কি আছে!

বিজয়া।—

গীত।

শুধু হাহাকার অবিরল।
শুধু বুকভাঙ্গা তপ্ত নিঃশ্বাস দু'নয়নে আঁখিজল॥
জীবন তোমার মরু-সাহারায়, শুধু অশ্রুভরা আকূল পাথার,
অভিশাপে ভরা কাননে তোমার ফুটিবে না শতদল॥
ডুবিয়া গিয়াছে সুখের পসরা, উজল অতীত আজি বাসি মরা,
বুক বাঁধ বধূ কাঁদিবার তরে, বেঁধে নে মা বুকে বল॥

[প্রস্থান।

সীতা। আমার বুকটা এমন কেঁপে উঠ্‌ছে কেন? কেন মনটা এমন অকারণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে? ভগবান্! অনেক দুঃখের পর শান্তির আস্বাদ পেয়েছি। রঘুনাথের মত স্বামী, লক্ষ্মণের মত দেবর, উর্ম্মিলার মত বোন; ভগবান্! আমার এ চাঁদের হাট ভেঙ্গে দিও না।

রামের প্রবেশ।

রাম। সীতা! শুনেছ, ভাই শত্রুঘ্ন মহাবল লবণ দানবকে সংহার ক'রে ফিরে এসেছে? উৎসব কর, শঙ্খ ঘণ্টা বাজাও, আলোকমালায় রাজপ্রাসাদ উদ্ভাসিত কর। কি সীতা, কথা বল্‌ছো না যে?

সীতা। শুধু যুদ্ধ—শুধু জয়! রাবণের বিশাল বংশটা ধ্বংস করেছ, তার হাহাকার এখনও মিলিয়ে যায় নি, আবার একটা বংশ নির্ম্মূল করলে? আবার কতকগুলি বিধবার অভিশাপ কুড়িয়ে আন্‌লে প্রভু!

রাম। এ যে রাজধর্ম্ম সীতা!

সীতা। তবে রাজা হ'য়ে কাজ নাই প্রিয়তম! রাজত্বের লৌহ-আবরণে আমার প্রাণটা বড় হাঁপিয়ে উঠেছে। আমি বেশ বুঝ্‌তে পারছি, রাজত্ব আমাদের জন্য নয়। অভিষেকের পূর্ব্বক্ষণে এমন একটা অনর্থ ঘ'টে

সীতা। আজ সিংহাসনে বসেছ, জগতজোড়া তোমার প্রতিষ্ঠা ; সংসারে যা কিছু কাম্য, সব আমরা পেয়েছি, তবু দিবানিশি মনটা হু-হু ক'রে কাঁদছে।

রাম। সে কি সীতা ?

সীতা। না, এ রাজত্বের মোহ ত্যাগ কর প্রভু! ভরতকে সিংহাসনে বসিয়ে, চল আবার আমরা সেই পঞ্চবটীতে চ'লে যাই। লক্ষ্মণ ফল আহরণ করবে, উর্ম্মিলা পরিবেশন করবে। আবার আমি তেমনি ক'রে বনে বনে বন্য হরিণের সঙ্গে ছুটবো, পাখীর সঙ্গে গান গাইবো, গিরি-নির্ঝরিণীর জলে স্নান ক'রে দেহ মন শীতল করবো।

রাম। কি হয়েছে সীতা ? ক'দিন হ'তেই তোমায় উন্মনা দেখ্‌ছি।

সীতা। অনেক চষ্টা করলুম, তবু কিছুতেই মনটা শান্ত হ'চ্ছে না ; তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ না, কিন্তু আমি দেখ্‌ছি চারিদিকেই অমঙ্গলের চিহ্ন! কে যেন কাঁদে, তাকে চিনি না, কে যেন আমায় ডাকে, কোথায় তা জানি না। নিদ্রায়, জাগরণে, সব সময় একটা কথা শুনতে পাই, "সীতা! এত সুখ তোর জন্য নয়।"

রাম। যার নামে জগতের নরনারী সসম্ভ্রমে শির নত করে, তার এ দৌর্ব্বল্য সাজে না সীতা! অতীতের সে দুঃস্বপ্ন ভুলে যাও। আজ তুমি অযোধ্যার রাণী ; পুরাতনের জীর্ণ ইতিহাস পদদলিত ক'রে নূতনের শোভায় মাধুর্য্যে গরিমায় আমার বক্ষে ঝাঁপিয়ে এস।

সীতা। বুঝি সব, কিন্তু মনের চাঞ্চল্য কিছুতেই দমন করতে পারছি না ; যদি তোমার অনুমতি হয়, আমি একবার তপোবন দর্শনে যেতে চাই।

রাম। বেশ, তাই হবে ; লক্ষ্মণ তোমার সঙ্গে যাবে।

লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। দাদা! এক ব্রাহ্মণ তোমার দর্শনপ্রার্থী।

রাম। কি চান তিনি?

লক্ষ্মণ। জানি না; বল্‌লেন, যা বল্‌তে হয়, রাজাকে বল্‌বো। দেখে মনে হয়, ব্রাহ্মণ বড় শোকার্ত্ত।

সীতা। তাঁকে এইখানে নিয়ে এস; আমি চ'লে যাচ্ছি। রাজা! কাল প্রভাতেই আমি তপোবন দর্শনে যাবো। লক্ষ্মণ! তুমি প্রস্তুত থেকো।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। তপোবন দর্শন?

রাম। জানকীর অভিলাষ।

লক্ষ্মণ। দাদা! তপোবন দর্শনের নাম শুনে আমার বুকটা এমন কেঁপে উঠ্‌ছে কেন? কি যেন একটা অমঙ্গল আমাদের গ্রাস কর্‌তে আস্‌ছে। না দাদা, নিবারণ কর, আমার মন এতে কিছুতেই সায় দিচ্ছে না।

রাম। তোমরা কি সবাই পাগল হয়েছ? সীতা দেখ্‌ছে দুর্নিমিত্ত, তুমি দেখ্‌ছো অমঙ্গলের ছায়া, আমিই কি শুধু অন্ধ? ছিঃ লক্ষ্মণ! নারীর দুর্ব্বলতা ক্ষমা করা যায়, কিন্তু তোমার এ চাঞ্চল্য নিতান্ত অশোভন।

চক্রধর মিশ্রের প্রবেশ।

চক্রধর। রাজা কৈ—রাজা?

লক্ষ্মণ। মহারাজ রামচন্দ্র সম্মুখে তোমার।

চক্রধর। তুমি রাম? তুমি দাশরথি রাম?
তুমিই কি পিতৃসত্য পালনের তরে
জটা-চীর করিয়া ধারণ গিয়াছিলে
বনবাসে? তোমারই চরণস্পর্শে
পাষাণেতে হয়েছিল জীবনসঞ্চার?

বনের বানর ল'য়ে অপার অতল সিন্ধু
তুমি রাম করেছ বন্ধন,
অথবা প্রেতাত্মা তুমি তার ?

লক্ষ্মণ। ব্রাহ্মণ!—

রাম। আমি রাম, ব্রাহ্মণের চরণের দাস।
কহ দ্বিজ! কি আদেশ অধীনের প্রতি ?
আছি মোরা চারি সহোদর,
আছে মোর অগণ্য কিঙ্কর;
হে ব্রাহ্মণ! মনে হয়, শোকাচ্ছন্ন তুমি,
তোমার বিষণ্ণ মুখে হাসি ফুটাইতে
প্রাণ দিতে হব না কাতর।

চক্রধর। স্তোকবাক্যে ভুলিব না আমি।
রাম। আজ সপ্তদিন
একমাত্র শিশুপুত্র মোর
তোমার এ অযোধ্যাপুরে
সর্পাঘাতে কাল-কবলিত।
যুগ-যুগ ধরি অযোধ্যানগরে
সূর্য্যবংশ রাজদণ্ড করেছে গ্রহণ,
অকালমরণ কোনদিন ঘটে নাই;
আজ এতদিন পরে, তোমার রাজত্বে
কেন হেন অঘটন ?

রাম। লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণ!
ধিক্—ধিক্ রামনামে,
শত ধিক্ রাজত্বে আমার!

সূর্য্যবংশ শাসিত অযোধ্যাভূমি,
পৃথিবীর ইতিহাসে অকলঙ্ক চিরদিন ;
হায়—হায় ! কুলের কলঙ্ক আমি,
সূর্য্যবংশ আমা হ'তে কলঙ্কিত আজি।
ছিঃ-ছিঃ, কোথায় লুকাবো মুখ ?
রামরাজ্যে অকালমরণ !

লক্ষ্মণ। কে দায়ী ?

চক্রধর। রাজা।

লক্ষ্মণ। কেন দ্বিজ, কেন ?
রাজা তো ঈশ্বর নয় !
ভগবান্ নিয়ামক যার,
তার তরে রাজারে করিছ দায়ী ?
একি অবিচার ! জরা, মৃত্যু নিবারণে
রাজা যদি হ'তো শক্তিমান্,
ঈশ্বরের কিবা প্রয়োজন ?

চক্রধর। রাঘব ! তুমি কি বলিতে চাও ?
তোমারো কি এই সদুত্তর ?
তবে সূর্য্যবংশে জন্ম তব,
মিথ্যা এ কাহিনী।
পদস্পর্শে পাষাণে দিয়েছ প্রাণ,
এও কবি বাল্মীকির অলীক কল্পনা।
যে রাম পিতৃসত্য পালনের তরে
গিয়াছিল বনবাসে, হয় তো সে রাম
মরিয়াছে রাবণের রণে ;

তুমি কোন ছদ্মবেশী, ছল করি বসিয়াছ
অযোধ্যার পূত সিংহাসনে।

লক্ষ্মণ। [উত্তেজিতভাবে] দাদা!—

রাম। রে লক্ষ্মণ! তাই বুঝি হবে;
পুণ্যশ্লোক দশরথ যে রামের পিতা,
সেই রাম মরিয়াছে রাবণের রণে।
হে ব্রাহ্মণ! সত্য আমি প্রেতাত্মা তাহার,
নহে রামরাজ্যে অকালমরণ!
নরোত্তম! জ্ঞানী তুমি, পরিহর শোক,
মনে কর পুত্র আমি তব।
দেহ তুলি মোর শিরে পুত্রের কর্ত্তব্য যত,
আজীবন ছায়া সম রহিব পশ্চাতে।

চক্রধর। রাম! তোমার ও কপট অশ্রুতে
গলিবে না আমার হৃদয়।
অন্তিম নিঃশ্বাস সনে
পুত্র মোর ব'লে গেছে—
রামেরে দিও না অভিশাপ;
নহে এই দণ্ডে চারি ভ্রাতা সহ
মিশে যেতে ভস্মরেখাকারে।
তবু আমি নেবো প্রতিশোধ;
কদাচারী রাম!

লক্ষ্মণ। স্তব্ধ হও নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ!

রাম। রে লক্ষ্মণ! নিঃসন্তান মোরা,
নাহি জানি পুত্রশোকে কি দুঃসহ জ্বালা!

লক্ষ্মণ। তাই দ্বিজে করিলাম ক্ষমা, নহে
যে রসনা রামেরে কহিছে কদাচারী—

চক্রধর। শতবার! সহস্র রসনা মোর
থাকিত যদ্যপি, অযোধ্যার পথে ঘাটে
তারস্বরে কহিতাম আমি—
কদাচারী অযোধ্যার পতি।

লক্ষ্মণ। ওঃ—দাদা!

রাম। রে লক্ষ্মণ! কর ভাই ক্রোধ সম্বরণ,
দেবতা-ব্রাহ্মণপদে
অধম মানব আমি চির অপরাধী।
দ্বিজবর! সবিনয়ে করিনু স্বীকার—
মোর পাপে পুত্রহীন তুমি।
দণ্ড নেবো, অবশ্য করিব প্রতিকার।
যদি জান, কহ মোরে মতিমান্!
কোন্‌খানে রামের জীবনে
হেন পাপ করেছে প্রবেশ?

চক্রধর। কোন্‌খানে পাপ?
পাপ এই প্রাসাদের তলে।

লক্ষ্মণ। প্রাসাদের তলে?

চক্রধর। হাঁ—প্রাসাদের তলে। তুমি কি ভেবেছ,
ছেলেখেলা সিংহাসনে বসা?
ভীরু প্রজাগণ ভয়ে কেহ
করে নাই অঙ্গুলিহেলন,
আমি কিন্তু রবো না নির্ব্বাক;

তুমি তো বসেছ সিংহাসনে,
পার্শ্বে তব কে বসেছে মহারাণীরূপে ?

লক্ষ্মণ। রাজলক্ষ্মী সীতা।

চক্রধর। রাজলক্ষ্মী সীতা ? যত পাপ এইখানে।
রাবণের অশোক কাননে দীর্ঘকাল
কাটিয়াছে যার, কোন মুখে তারে নিয়া
বসিয়াছ রাজসিংহাসনে ?
কে দেখেছে অগ্নিশুদ্ধি তার ?
আমি মুক্তকণ্ঠে করিব প্রচার—
কলঙ্কিনী রামের বনিতা।

রাম। [কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান]

লক্ষ্মণ। কি—কি কহিলে অবোধ ব্রাহ্মণ !
না—নহ তুমি দ্বিজঃ তুমি অস্পৃশ্য চণ্ডাল ;
নাহি জান নারীর মহিমা,
প্রজা হ'য়ে নাহি জান রাজার সম্মান।
পাপ জিহ্বা তব করিয়া ছেদন
রক্তে তব জানকীর ধোয়াবো চরণ।

[অসি নিষ্কাসন]

রাম। [বাধা দিয়া] লক্ষ্মণ !

লক্ষ্মণ। দাদা ! এও কি সহিতে হবে ?

রাম। ভাই ! পুত্রশোকে উন্মাদ ব্রাহ্মণ।

চক্রধর। উন্মাদ ? রাম !

লক্ষ্মণ। যাও—যাও,
কোন কথা শুনিব না আর ;

তুমি হীন চণ্ডাল-অধম,
স্পর্শে তব কলঙ্কিত পুরী।
মা জানকী অগ্নিশুদ্ধা,
জনমে তাহার পবিত্র ধরণীতল;
রামনামে পাপক্ষয় শত জনমের,
রামনামে ঋষি আজ দস্যু রত্নাকর।
হে ব্রাহ্মণ! সীতা-রাম নামে
পুনরায় কর যদি নিন্দাবাদ,
দ্বিজ বলি করিব না ক্ষমা।

চক্রধর। উদ্ধম; অপেক্ষা কর।
ব্রাহ্মণের দীর্ঘশ্বাস
বজ্রাঘাতে আসিছে নামিয়া;
ভেঙ্গে যাবে বক্ষের পঞ্জর,
অশ্রুজলে বহিবে তটিনী,
হাহাকারে পূর্ণ হবে অযোধ্যা-প্রাসাদ।
[প্রস্থান।

দুর্ম্মুখের প্রবেশ।

দুর্ম্মুখ। মহারাজ!

রাম। কে—দুর্ম্মুখ?

লক্ষ্মণ। দুর্ম্মুখ! কেন আজি তোমারে হেরিয়া
বক্ষ মোর কাঁপে থর থর;
সুনিশ্চয় দুঃসংবাদ এনেছ বহিয়া?

দুর্ম্মুখ। প্রভু!

রাম। সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত, দু'নয়নে বহে জলধারা।
কহ রে দুর্ম্মুখ! কি বারতা এনেছ বহিয়া?

দুর্ম্মুখ। মহারাজ! আমারে করিও ক্ষমা;
সেই পাপ কথা উচ্চারণ করিবারে
শক্তি নাই—শক্তি নাই মোর।

লক্ষ্মণ। বল—বল, বিলম্ব ক'রো না আর!

দুর্ম্মুখ। শুনিতে চেয়ো না প্রভু!
বুক ভেঙ্গে যাবে, দু'নয়নে জ্বলিবে অনল,
হয় তো বা থরথরে কাঁপিবে মেদিনী!
হে ধীমান্! হে রাজন্!
ক্ষম মোরে, আমি পারিব না।

রাম। রে অবোধ!
নাগপাশ শক্তিশেল সহিয়াছে যারা,
কিবা আছে দুঃসহ তাদের?
বজ্রাঘাত চেয়ে নিদারুণ
হয় যদি বারতা তোমার,
তথাপি সহিব, করিব না অভিযোগ।

দুর্ম্মুখ। মহারাজ! অযোধ্যার অধিবাসী—

লক্ষ্মণ। অযোধ্যার অধিবাসী?

দুর্ম্মুখ। অযোধ্যার অধিবাসী
সবে চায় জানকীর নির্ব্বাসন।

লক্ষ্মণ। কেন?

দুর্ম্মুখ। আরো কি কহিতে হবে?
আমার দুর্ম্মুখ নাম এই ভাবে করিবে সফল?

তাই হোক্ তবে! মহারাজ!
বহুদিন রাজ্যময় ছদ্মবেশে করেছি ভ্রমণ,
নৃপতির নিন্দাবাদ শুনি নাই কভু,
আজ সপ্তদিন গৃহে গৃহে
পথে ঘাটে কাননে কান্তারে
এক কথা শুনিতেছি শুধু—
কলঙ্কিনী জনকদুহিতা ;

রাম। কলঙ্কিনী ?

লক্ষ্মণ। মিথ্যাবাদী! ভণ্ড! [অসি নিষ্কাসন]

দুর্ম্মুখ। কর—কর শিরশ্ছেদ। মহাপাপী আমি,
পাপ মুখে যে কথা করেছি উচ্চারণ,
তুষানলে হবে না সে পাপের ক্ষালন।

লক্ষ্মণ। না, তোমার কি অপরাধ ?
রে দুর্ম্মুখ! চল—চল মোর সাথে ;
আমারে দেখায়ে দাও
কোন্ নরকের কীট
জানকীর করে নিন্দাবাদ,
আমি তারে সবংশে পাঠাবো যমালয়ে!

রাম। ভাই! প্রজাদের নাহি দোষ ;
কুলের পাংশুল আমি,
আমা হ'তে অযোধ্যায় অকালমরণ।
আমারি কারণে চিরদুঃখী জনকনন্দিনী!
মূর্খ আমি, জানকীর অগ্নিশুদ্ধি
করি নাই সবার গোচরে।

হায়—হায়! ভুবনপাবনী সীতা
রামনামে আত্মহারা,
তেয়াগিয়া সংসারের সুখ
মোর সনে দীর্ঘকাল ফিরিয়াছে বনে।
রে লক্ষ্মণ! ব'লে দে রে ভাই,
কোন্ মুখে কহিব সীতারে
সবে চাহে বিসর্জ্জন তার?

দুর্ম্মুখ। মহারাজ! পায়ে ধরি করি নিবেদন,
হেন নিদারুণ বাণী
জানকীরে কহিও না প্রভু।

লক্ষ্মণ। হে রাজন্! দেহ আজ্ঞা দাসে,
জনহীন করিব অযোধ্যাপুরী।

রাম। না লক্ষ্মণ। প্রজানুরঞ্জনে
সূর্য্যবংশ খ্যাত চিরদিন।
জানকীর নির্ব্বাসনে প্রজাগণ
সুখী হয় যদি, হৃদয়ে পাষাণ বাঁধি,
মমতার কণ্ঠরোধ করি,
তেয়াগিয়া সোনার অযোধ্যাপুর,
জীবনের ধ্রুবতারা জানকীর সহ
চিরতরে আমি যাবো বনে।

লক্ষ্মণ। আমি যাবো সাথে সাথে চিরসহচর।
কাজ নাই সিংহাসনে,
কাজ নাই রাজ ভোগে আর;
বৃক্ষতলে করিব শয়ন,

ফল-মূলে জীবন যাপিব,
বনের পশুরে ডাকি দিব আলিঙ্গন।
ওঃ—কি স্পর্দ্ধা এ দেশের!
রামের রাজত্বে বসি অনায়াসে
চাহে এরা জানকীর নির্ব্বাসন!

সীতার প্রবেশ।

সীতা। জানকীর নির্ব্বাসন?
লক্ষ্মণ। ওঃ—
রাম। সীতা—
দুর্ম্মুখ। ভগবান্!—
সীতা। মহারাজ! মুখ তোল—কথা কও,
বিনা মেঘে এ কি বজ্রপাত?
রে লক্ষ্মণ! তুমিও আনতনেত্রে
করিতেছ অশ্রু বিসর্জ্জন?
শক্তিশেল নির্ব্বিকারে করেছ ধারণ,
চতুর্দ্দশ বর্ষ ধরি অনাহারে অনিদ্রায়
কাটায়েছ কাল, মাতা পত্নী তেয়াগিয়া
জটা-চীর ধরি আমাদের সনে গিয়াছিলে বনে,
ফেল নাই একটী নিঃশ্বাস;
অশ্রুজল তোমার নয়নে?
বুঝিয়াছি, অঘটন ঘটিয়াছে কিছু।
বল—বল কি হয়েছে?
কে হানিল হেন বজ্রাঘাত?

লক্ষ্মণ। ক্ষমা কর—ক্ষমা কর দেবি!
অক্ষম এ দাস
হেন নিদারুণ বাণী কহিতে তোমারে।

সীতা। দুর্ম্মুখ!

দুর্ম্মুখ। মহারাণি! অযোধ্যার অধিবাসী
কহে জনে জনে—

রাম ও লক্ষ্মণ। দুর্ম্মুখ! দুর্ম্মুখ!

সীতা। কি কহে অযোধ্যাবাসী?

দুর্ম্মুখ। কলঙ্কিনী জনকদুহিতা।

সীতা। উঃ—ভগবান্! [মূর্চ্ছিতা হইলেন।]

রাম। সীতা! সীতা!

লক্ষ্মণ। বজ্র হানো—বজ্র হানো বজ্রধারি!
হে করাল! হে ভৈরব!
বাজাও বিষাণ তব,
ভূমিকম্প জলোচ্ছ্বাস মহামারীরূপে
প্রলয়ের ধ্বংসলীলা নাচুক্ অযোধ্যপুরে।
[দুর্ম্মুখের প্রতি] নষ্ঠুর ঘাতক!
মাতা ভগ্নী নাহি কি রে গৃহে তোর?
কর্ত্তব্য কি এমনি কঠোর?
দূর হ—দূর হ রাক্ষস!
নহে আমি তোরে করিব না ক্ষমা।

রাম। রে লক্ষ্মণ! রামনামে একি অভিশাপ?
রামের পরশে জ্ব'লে যায়
বুঝি হায় নন্দন-কানন!

সীতা—সীতা ! জীবনসর্ব্বস্ব মোর !
কেন তুমি মোর সনে গিয়েছিলে বনে,
রক্ষোবংশ ধ্বংস করি
কেন তোমা করিনু উদ্ধার !

সীতা । [মূর্চ্ছাভঙ্গে] আর্য্যপুত্র ! জানকীর
অন্তরের ভাষা তুমি তো করেছ পাঠ ;
তবু যদি প্রজাগণ নির্ব্বাসন
চাহে মোর, দুঃখ নাই তাতে।
রামনামে কলঙ্ক লেপিয়া
রবো না অযোধ্যাপুরে।
সূর্য্য সম অকলঙ্ক রহ তুমি স্বামি !
প্রজাগণ সুখী হোক্,
কুলের কলঙ্ক যত অঞ্চলে বাঁধিয়া
সবার মঙ্গল তরে সীতা যাবে বনে।

রাম । তাই চল, আবার কুটীর বাঁধি
পঞ্চবটী বনে।

লক্ষ্মণ । আমি রবো দ্বারী তার।

দুর্ম্মুখ । আমি রবো বিনিদ্র প্রহরী।

সীতা । না—না, সে যে স্বর্গভোগ, সে তো
নির্ব্বাসন নয় ! রে লক্ষ্মণ ! আমারি
কারণে রক্ষোবংশ অকালে নির্ম্মূল,
অভিশাপে ভরেছে ধরণী।
এই তপ্ত মরুবক্ষে বহুক্ অজস্রধারে
রাম-সীতা বিরহের নির্ঝরিণীধারা,

শীতল হইবে ধরা,
রামনাম বিশ্বমাঝে রহিবে অমর।

[প্রস্থান।

রাম। নিরুপায়—নিরুপায়।

লক্ষ্মণ। নিরুপায়? হে রাঘব! তবে
জানকীর নির্ব্বাসন তোমারো বিধান?

রাম। ভাই! এ বিধান কবি বাল্মীকির।
স্বর্গ হ'তে সূর্য্যবংশ-নরপতিগণ
সীতা-নির্ব্বাসন চাহিতেছে জনে জনে।
রে দুর্ম্মুখ! শ্রেষ্ঠ ভৃত্য তুমি মোর;
এ কঠিন কাজ তোমারে করিতে হবে।
কালি প্রাতে হৃদ্‌পিণ্ড
উপাড়ি ফেলিবে রাম,
সুমন্ত্র চালাবে রথ, তুমি যাবে সাথে;
তমসার তীরে অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী
দিয়ে এস ডালি।

দুর্ম্মুখ। মহারাজ! পায়ে ধরি,
আমারে করিও ক্ষমা:
জগতের রাজত্ব পেলেও
এ আদেশ আমি কভু পালিতে নারিব।

[দ্রুত প্রস্থান।

রাম। লক্ষ্মণ! প্রাণের দোসর ভাই!
তুমি ছাড়া এ আদেশ আর কেহ
পারিবে না করিতে পালন।

লক্ষ্মণ ।　　নিষ্ঠুর রাঘব! আজনম ফুলদলে
পূজিয়াছি তব ওই রাজীব চরণ,
তাই কি হে তুলে দেবে
কলঙ্কপসরা শিরে?
দাও—দাও, কহিব না কথা।
মা জানকী যাবে নির্ব্বাসনে,
তুমি প্রেমময় স্বামী
পতিব্রতা পত্নীরে তোমার
নির্ব্বিকারে দিবে ডালি,
কিসের কলঙ্ক মোর?
নিয়ে এস নির্দ্দয় রাঘব!
সাজাইয়া নিয়ে এস রাজলক্ষ্মী সীতা,
আমি পূজারীর মত সোনার প্রতিমা
বিসর্জ্জন দিয়ে আসি জলে।

রাম ।　　ভাই! ভাই! ক'রো না রে
অশ্রু বরিষণ;
সকলি সহিতে পারি,
তোমার মলিন মুখ বক্ষে মোর
শেল সম বাজে। চল ভাই!
করি গিয়ে বিজয়ার আয়োজন।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

গোবর্দ্ধনের বাটী।

রুক্মিণীর প্রবেশ।

রুক্মিণী। এ্যাঁ, মিন্‌সের হ'লো কি? বাহাত্তুরে বুড়ো আবার বিয়ে কর্‌বে? পেটে একটা ছেলেই না হয় নেই, তা ব'লে এই বয়সে সতীনের ঘর কর্‌বো? হাত্তোর পুরুষের মুখে আগুন! আর কারই বা দোষ দেবো? রাজা রামই যখন সীতাকে বনবাস দিচ্ছে, তখন অন্য পরে কা কথা! না—পুরুষের দাসীত্ব আর কর্‌বো না।

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে প্রতিবেশিনীগণের প্রবেশ।

প্রতিবেশিনীগণ।—

গীত।

দিদি লো! পুরুষের আর হবো না দাসী।
স্বামীরে ঠাঁই দেবো না, বল্‌বো না আর ভালবাসি॥
কাছা এঁটে পুরুষ হবো, যেমন খুসী চল্‌বো,
সোয়ামী কইলে কথা তু'পায়েতে দল্‌বো,
শাঁখা সিঁদুর পর্‌বো না আর, ম'রে যাক্ গুণের ভাতার,
চাই না খেতে মাছের মুড়ো কর্‌বো বরং আটাদশী॥

গোবর্দ্ধনের প্রবেশ।

গোবর্দ্ধন। বেরোও—বেরোও যত সব নষ্ট মেয়েমানুষ! [প্রতিবেশিনীগণের প্রস্থান।] খবরদার! আমি পই-পই ক'রে বারণ ক'রে দিচ্ছি, আমার বাড়ীতে কাক চিল ঢুকতে পাবে না।

রুক্মিণীর পুনঃ প্রবেশ।

রুক্মিণী। মেয়েমানুষও না?

গোবর্দ্ধন। আরে মেয়েমানুষ পুরুষ হ'তে কতক্ষণ? যাও—বেরোও বল্‌ছি! [প্রতিবেশিনীগণের প্রস্থান।] দিনরাত খালি রাসলীলে—খালি রাসলীলে! জান, রাম সীতাকে বনবাস দিচ্ছে?

রুক্মিণী। ভারি কীর্ত্তিই কর্‌ছে! যেমন তোমার মনিব, তেমনি তুমি—

গোবর্দ্ধন। চোপ্‌রাও।

রুক্মিণী। কেন চোপ্‌রাবো? মুখ বুজে ঢের সয়েছি, আর সইব না। কারণ নেই অকারণ নেই, খালি সন্দেহ? কেন, কি করেছি আমি?

গোবর্দ্ধন। মেয়েমানুষকে যে বিশ্বাস করে, সে শালা। বলি, এই সব জানালাগুলো খোলা কেন? হুঁ—কার্ সঙ্গে ফুসুর-ফুসুর হ'চ্ছিল?

রুক্মিণী। খবরদার মুখপোড়া! ফের্ ও কথা বল্‌লে মুখে নুড়ো জ্বেলে দিয়ে চ'লে যাবো।

গোবর্দ্ধন। ভারি দাপট যে আজ—হুঁ! আচ্ছা, ভাত দাও।

রুক্মিণী। ভাত রাঁধি নি।

গোবর্দ্ধন। ভাত রাঁধিস্ নি, খাবো কি তবে?

রুক্মিণী। ছাই খাবে।

গোবর্দ্ধন। তার চেয়ে তোর মাথাটা খাই দাঁড়া।

রুক্মিণী। আমার মাথাটা তো খেতেই বসেছ; বাহাত্তুরে মিন্‌সে, মর্‌বার বাকি আছে তিন দিন, আবার বিয়ে?

গোবর্দ্ধন। কে বল্‌লে? এ্যাঁ! এ সব বাজে কথা। দেখ দেখি, কোথাও কিছু নাই, খামকা-খামকা এ সব কেলেঙ্কারী! ওই হারামজাদা মেয়েমানুষগুলোকে আমি কথ্‌খনো বাড়ীতে ঢুক্‌তে দেবো না।

রুক্মিণী। ওদের ভারি দোষ! কোন্ পোড়ারমুখোই বা এই বাহাত্তুরের হাতে মেয়ে দিচ্ছে? গলায় দড়ি জোটে না গা!

গোবৰ্দ্ধন। আরে, কার কাছে কি শুনেছ?

রুক্মিণী। পোড়া পেটে একটা ছেলেও তো হ'লো না! তা হ'লে কি আর—ওরে আমার কি হ'লো রে! কোন্ পোড়াকপালী আমার এ সর্ব্বনাশ করলে গো—[ক্রন্দন]

গোবৰ্দ্ধন। আরে—আরে, থাম না, কেউ শুনতে পাবে যে! বলি, গিন্নি! ও গিন্নি!

রুক্মিণী। হায়—হায় গো—

গোবৰ্দ্ধন। আরে—আরে, চুপ্ কর্ না মাগি!

রুক্মিণী। [পূর্ব্ববৎ ক্রন্দনের সুরে] আমার যে অমন সোয়ামীকে ঝাঁটাপেটা করতে ইচ্ছা করছে গো!

গোবর্দ্ধন। গেল—গেল, মান-সম্ভ্রম সব গেল! আরে, ভাত রাঁধনাগে!

রুক্মিণী। আমি ভাত রাঁধবো না, বাসন মাজবো না, গোবরছড়া দেবো না, কিছুই করবো না; সেই মাগী এসে রাঁধুক্।

গোবর্দ্ধন। আরে, তুমি কি ক্ষেপেছ? তোমায় ছেড়ে আমি কি আর কাউকে—তুমি হ'লে গিয়ে আমার—[সুরে] রসে ভরা রসগোল্লা, টাটকা জিলাপী। [রুক্মিণীর গলদেশবেষ্টন]

রুক্মিণী। দূর হ' ঘাটের মড়া! [ধাক্কা দিল।]

গোবর্দ্ধন। [পড়িয়া গিয়া] বাবা রে—বাবা রে বাবা! হাড়-গোড় ভেঙ্গে দিয়েছে! উঃ—দূর হ'—দূর হ' সেওড়াগাছের পেত্নি, তোকে—উহু-হু! চুলোমুখি লক্ষ্মীছাড়ি বাহাত্তুরে পিতামহি, আমি আলবৎ বিয়ে করবো, তোকে নাকের জলে চোখের জলে করবো, তবে আমি উহু-হু—

রুক্মিণী। কচুপোড়া করবে আমার; আমি যাই ভাল-মানুষের

বেটী, তাই তোমার ঘর কর্‌ছি, আর কেউ হ'লে উড়িয়ে পুড়িয়ে বিবাগী হ'য়ে চ'লে যেতো। [প্রস্থান।

গোবর্দ্ধন। সবে ঘটক লাগিয়েছি, এরি মধ্যে কোন্ শালা শালী লাগিয়ে গেছে। বাড়ীতে কাউকে ঢুক্‌তে দেবো না ; যে ঢুক্‌বে, তার ঠ্যাং খোঁড়া কর্‌বো। আমি কিছুই বুঝি না ? দিনরাত খালি ওড়্‌বার মতলব।

ভজার প্রবেশ।

ভজা। মেসোমশাই ! পেন্নাম হই গো !

গোবর্দ্ধন। এঃ—তুমি আবার কি কর্‌তে এলে হে ? যাও—যাও, পালাও শীগ্‌গির ; এদিকে ভয়ানক বসন্তের ব্যামো লেগেছে।

ভজা। তা হোক্, আমি এখন দিন কতক এখানে থাক্‌বো।

গোবর্দ্ধন। এ্যা ! থাক্‌বে কি হে ? না—না, তুমি পালাও—এখনই পালাও।

ভজা। ক্ষেপেছ ? বসন্তের ব্যামোকে আমি থোড়াই ভয় করি।

গোবর্দ্ধন। তা হ'লে নিশ্চয়ই তুমি বাড়ী থেকে রাগ ক'রে এসেছ ?

ভজা। না, রাগ ক'রে কেন ? মাসীমা যে আমায় খবর পাঠিয়েছে।

গোবর্দ্ধন। তাই না কি ? [স্বগত] এ সব তো ভয়ানক খারাপ দেখ্‌ছি। [প্রকাশ্যে] তা হোক্ বাপু। দিন কাল বড় খারাপ তুমি স'রে পড়।

ভজা। আচ্ছা, মাসীমার সঙ্গে একবার দেখা করি।

গোবর্দ্ধন। হা রে কপাল ! তোর মাসীমা কি আর আছে ? আজ তিন দিন হ'লো বসন্তের ব্যামোয়—

ভজা। ম'রে গেছে ? এ্যা ! আমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে ম'লো না ? [বসিয়া পড়িল।]

গোবর্দ্ধন। [স্বগত] আবার বল্‌লো যে! [প্রকাশ্যে] ও ভজহরি! ওঠ্‌ না বাবা!

ভজা। [ক্রন্দনের সুরে] ওগো আমার মাসি গো—

গোবর্দ্ধন। আরে—আরে, গোলমাল ক'রো না।

ভজা। [পূর্ব্ববৎ] আমার যে বড় ক্ষিদে পেয়েছে মাসি গো—

গোবর্দ্ধন। চুপ—চুপ!

ভজা। [পূর্ব্ববৎ] ও আমার মায়ের বোন মাসি গো—

গোবর্দ্ধন। দূর বেটার ছেলে! একশোবার বারণ কর্‌ছি, তবু কেবল মাসি গো—মাসি গো! বেরো শূয়ার গাধা উল্লুক কোথাকার! আমি তোকে এ বাড়ীতে—[রুক্মিণীকে আসিতে দেখিয়া] যাঃ হারামজাদী সব মাটি কর্‌লে!

রুক্মিণীর প্রবেশ।

রুক্মিণী। [সস্নেহে] কে রে, ভজা এলি?

গোবর্দ্ধন। আ-হা-হা! এবার বড় মিহি সুর বেরিয়েছে যে? নষ্ট মেয়েমানুষ কোথাকার! সোহাগের বোনপোকে খবর দিয়ে আনানো হয়েছে! বিদেয় কর বল্‌ছি, এখনই বিদেয় কর।

রুক্মিণী। খবরদার পোড়ারমুখো! হাতে এই ঝাঁটা দেখ্‌ছিস?

গোবর্দ্ধন। আমার হাতেই কোন ক্ষীরের নাড়ু!

ভজা। হ্যাঁ মাসি, তবে না কি তুমি মরেছ?

রুক্মিণী। এই পোড়ারমুখো বলেছে বুঝি? তা বল্‌বে না? আমি ম'লে যে বিয়েটা ভাল ক'রে কর্‌তে পারে।

ভজা। বিয়ে? মেসোমশায়! তুমি এই বাহত্তুরে বুড়ো—

গোবর্দ্ধন। বেরিয়ে যাও—আমার ঘরে কারও ঠাঁই হবে না।

ভজা। তোমার দাঁত নড়্ছে—

গোবর্দ্ধন। [রুক্মিণীর প্রতি] তাড়াও বল্ছি, নইলে তোমাকে শুদ্ধ—

ভজা। চুল পেকেছে—

গোবর্দ্ধন। দূর হ'—দূর হ' ডিংরে—

ভজা। হাঁ—তবে এ বয়সেও বিয়ে করা চলে।

গোবর্দ্ধন। ছেলেটী এ দিকে কিন্তু ভাল।

ভজা। আমার হাতে একটী পাত্রীও আছে।

গোবর্দ্ধন। [রুক্মিণীর প্রতি] যাও না, রান্না করগে; এসেছে যখন দু'দিন থাক্।

রুক্মিণী। আমি পার্বো না—সোজা কথা!

ভজা। তা মাসি! তোমার রাগ কর্লে চল্বে কেন? বিয়ে না কর্লে পরকালে পিণ্ডি দেবে কে?

গোবর্দ্ধন। আমায় না ব'লে কোথাও যেও না যেন!

[প্রস্থান।

রুক্মিণী। ভজা! তুই তো খুব আমার উপকার কর্তে এসেছিস্?

ভজা। আরে, ঘাব্ড়াচ্ছো কেন মাসি! দেখ না কি করি! এ জন্মে আর বিয়ের নামটী কর্বে না।

রুক্মিণী। যা খুসি, কর্ বাপু! আমি মোদ্দা আর পুরুষের ঘর কর্বো না—কর্বো না।

[প্রস্থান।

ভজা। তোমার বাবা কর্বে!

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ।

সীতার কক্ষসম্মুখ।

ধনুকে জ্যা রোপণ করিতে করিতে উর্ম্মিলার প্রবেশ

উর্ম্মিলা। এই অগ্নিবাণে শ্মশান করিব আজি
অযোধ্যানগরী। এত পাপী
অযোধ্যার অধিবাসী?
ভুবন-ললামভূতা জনকনন্দিনী,
স্পর্শে তাঁর পবিত্র ধরণী,
দেবর সৌমিত্রি যার, রঘুনাথ স্বামী,
তার নামে মিথ্যা অপবাদ?
থাকো সবে আনতনয়নে,
নিষ্ফল ক্রন্দনে ভাসাও ধরণী,
আমি কিন্তু সহিব না,
যোগ্য শাস্তি দিব অযোধ্যায়।

গীতকণ্ঠে কালপুরুষের প্রবেশ।

কালপুরুষ :—

গীত।

ওলো, তুই নিজের ভাবনা কর্।
পরের মরা আগ্‌লে থাকিস্, তোর যাচ্ছে পুড়ে নিজের ঘর॥

তোর যত কান্না বঁধু, জমিয়ে রাখ্ বুকে বেঁধে,
আস্‌ছে তোর কাঁদার পালা, কূল পাবি না কেঁদে কেঁদে,
নেভাতে তোর সে অনল, সাত সাগরের ফুরাবে জল,
ভেঙ্গে দেবে বুকখানি তোর শুক্‌নো কাঁদার কম্পজ্বর ॥

উর্ম্মিলা। তুমি আবার কে ?

কালপুরুষ। আমি রাহু।

উর্ম্মিলা। আমি তবে মহাকাল—[ধনুকে শরযোজনা]

কালপুরুষ। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

উর্ম্মিলা। উন্মাদ! যেই হোক্,
অযোধ্যার অধিবাসী কাহারেও
করিব না ক্ষমা। দিদি! দিদি!

সীতার প্রবেশ।

সীতা। কে ডাকে রে দিদি ব'লে ? উমা ?
ধনুর্ব্বাণকরে কোথায় চলেছ বোন্ ?

উর্ম্মিলা। যোগ্য শাস্তি দিব অযোধ্যায় ;
এই অগ্নিবাণে শ্মশান করিব পুরী।

সীতা। উমা! [ধনু ধরিলেন।]

উর্ম্মিলা। দিদি! আমারে দিও না বাধা,
আসি নাই অনুমতি নিতে।
চরণে তোমার এই মোর একান্ত মিনতি,
যাবৎ না আসি ফিরে,
গৃহ ছাড়ি যেও না গো বনে।

আমি প্রত্যক্ষ দেখাবো তোমা
কত হীন প্রজা সাধারণ,
কি অসার জনশ্রুতি,
জানকীরে কলঙ্কিনী কহিয়াছে যারা,
তারাই আবার উচ্চকণ্ঠে গাবে তব জয়।
ছাড়—ছাড়, দোহাই তোমার;
পায়ে ধরি করি অনুরোধ,
আমারে দিও না বাধা।
ওঃ—মস্তিষ্কে আমার
ধক্—ধক্ জ্বলিছে অনল,
অযোধ্যার প্রজাগণ তাজা রক্ত ঢালি
এ অনল করুক্ শীতল।

সীতা। উমা! কেন এত অধীর হ'চ্ছো বোন্? একদিন পাষাণে বুক বেঁধে প্রাণের চেয়ে প্রিয় স্বামীকে দীর্ঘকালের জন্য বনে পাঠিয়েছিলে, ~~তখন তুমি কোমলা বালিকা~~, তবু এক বিন্দু অশ্রুজল ফেল নি; আজ আমার জন্য তুমি এমন উন্মাদিনী!

উর্ম্মিলা। আমি কে জান না? তোমাদের সেবায় যিনি মাতা-পত্নীকে ভুলে ব'সে আছেন, আমি তাঁরই স্ত্রী—শিষ্যা, তোমাদের চরণের পুষ্পাঞ্জলি।

সীতা। ভুলে যা—ভুলে যা; মনে করিস্ উমা! সীতা ব'লে তোর কেউ দিদি ছিল না।

উর্ম্মিলা। দিদি! তুমি বোধ হয় কাউকে আপন হারিয়ে ভালবাস নি, বোধ হয় কারও পায়ে নিজেকে নিঃশেষে নিংড়ে শ্রদ্ধার অঞ্জলি দাও নি; খড়-মাটির দেবতার মত সারা জীবন দু'হাত পূরে শুধু নিয়েছ, দিতে কিছু পা[illegible] কি তোমাকে ভুলে যাবো? বুকের পাঁজরটাকে ভুলে ব'সে থাক্‌বো?

সীতা। উমা!

উর্ম্মিলা। কাঁদ—খুব কাঁদ; চোখের জলে রাবণের বংশটা ভাসিয়ে দিয়ে এসেছ, এবার এই পাপ অযোধ্যাটাকে ভাসিয়ে দাও দেখি!

সীতা। না উর্ম্মিলা! প্রজাদের উপর অভিমান ক'রো না। তারা আমার অবোধ ছেলে, বোঝে না নারীর সম্মান—জানে না মায়ের পূজা।

উর্ম্মিলা। তুমি সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মেয়ে, বজ্রাঘাত স'য়েও আশীর্ব্বাদ দিতে পার; কিন্তু আমি মাটির মানুষ, দুঃখ আমার বক্ষ ভেদ করে, মমতায় আমার চোখে শ্রাবণের ধারা ব'য়ে যায়। না—আমি এত কৃতঘ্নতা সইবো না। স্বামী মেঘনাদকে বধ করেছেন, দেখি, আমি অযোধ্যার এই ক'টা পতঙ্গকে পুড়িয়ে মারতে পারি কি না! [প্রস্থানোদ্যতা]

সীতা। ফিরে আয়—ফিরে আয় উমা!

উর্ম্মিলা। ফিরতে পারি, অভয় দাও—অসার জনশ্রুতি শুনে তুমি নির্ব্বাসনে যাবে না?

সীতা। তা হয় না বোন্!

উর্ম্মিলা। তবে থাকো তুমি অবলার অশ্রুজল দিয়ে, আমি এই পাপ অযোধ্যাকে কালঘুমে ঘুম পাড়িয়ে রাখবো।

লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ! দেবি! দে—এ কি! উর্ম্মিলা? কোথায় চলেছ?

সীতা। ফেরাও লক্ষ্মণ! উন্মাদিনীকে ফেরাও।

উর্ম্মিলা। পথ ছাড়—পথ ছাড়।

লক্ষ্মণ। ফিরে এস; নারীর কুসুম-কোমল করে অস্ত্র শোভা পায় না।

উর্ম্মিলা। জানি; কিন্তু এ ছাড়া উপায় নেই। এত বড় একটা অবিচার, সীতা নামে এতটা মিথ্যা কলঙ্ক পুরুষ যেখানে নীরবে স'য়ে যায়,

সেখানে নারীকেই রণচণ্ডী সাজ্‌তে হয়। আজ যদি প্রজারা তোমাদের বিরুদ্ধে একটা অঙ্গুলিহেলন কর্‌তো, তার নাম হ'তো রাজদ্রোহ; রাজশক্তি বাঘের মত লাফিয়ে পড়্‌তো সে বিদ্রোহ দমন কর্‌তে। এ যে নারী—পুরুষের দাসী; তার বুকের পাঁজর ভেঙ্গে দিয়ে নিষ্ঠুর জগৎ রক্তাক্ত রথ চালিয়ে দিক্‌, তোমাদের একটা নিঃশ্বাসও পড়্‌বে না।

লক্ষ্মণ। উর্ম্মিলা! প্রজাদের দণ্ড দেবার যদি হ'তো, তা হ'লে আমি থাক্‌তে তোমাকে অস্ত্র ধর্‌তে হ'তো না।

উর্ম্মিলা। তোমরা পর, কি বুঝ্‌বে কতখানি বেদনা ঐ বুকখানার মধ্যে! তাই জড়ের মত তার এত বড় অপমান সহ্য ক'রে গেলে। কিন্তু আমি যে বোন, এক মাটিতে, একজনের স্নেহ-সজল নয়নের তলে পরিবর্দ্ধিত; আমি ও মুখের প্রত্যেক রেখাটী চিনি। চেয়ে দেখ—মিলিয়ে নাও, অশোকবনের দুঃসহ যন্ত্রণায় ঐ সোনার বর্ণ এতখানি কি কালি হয়েছিল? চতুর্দ্দশ বৎসরের বনবাস যার মুখে একটা ছাপ দিতে পারে নি, দেখ একরাত্রে তার কি পরিবর্ত্তন! চিন্‌তে পার এ মূর্ত্তি?

লক্ষ্মণ। দেবি!—[সীতার বিষাদমূর্ত্তি দেখিয়া চক্ষু দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।]

সীতা। লক্ষ্মণ! উর্ম্মিলা! চোখের জলে আমার জয়যাত্রা কলঙ্কিত ক'রো না। আমি রাজা দশরথের পুত্রবধূ, পুত্রশোকে যিনি প্রাণ দিয়েছেন, তবু সত্যভঙ্গ করেন নি; আমার স্বামী রঘুকুলের গৌরব, একটা সিংহাসন যিনি ধূলিমুষ্টির মত ত্যাগ কর্‌তে পারেন; আমার দেবর শক্তিধর লক্ষ্মণ, চতুর্দ্দশ বৎসর যে অনাহারে অনিদ্রায় কাটিয়ে দিতে পারে; এতবড় উচ্চাসন আমার, ক্ষুদ্র দুঃখ, তুচ্ছ দু' ফোঁটা অশ্রু আমার জন্য নয়। দুঃখ যদি পেতে হয়, দুঃখের হিমালয় মাথা পেতে নেবো; কাঁদতে যদি হয়, গোটা পৃথিবীটাকে আমার সঙ্গে

কাঁদাবো। ভগবানের দেওয়া এত বড় নিঃশ্বাসের বোঝা রামের সীতা ছাড়া কে বইবে ?

[ঊর্ম্মিলা আত্মহারা হইলেন, তাঁহার হস্ত শিথিল হইল ও ধনুঃশর পড়িয়া গেল ।]

ঊর্ম্মিলা । [সীতার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া] দিদি !

লক্ষ্মণ । ভাগ্যহীন—ভাগ্যহীন অযোধ্যানগরী,
এমন কৌস্তভ রত্ন
হাতে পেয়ে দিল বিসর্জ্জন !

রামের প্রবেশ ।

রাম । লক্ষ্মণ ! দুয়ারে প্রস্তুত রথ ।
কাল নিশা অবশান প্রায় ;
না ফুটিতে দিনের আলোক,
রে লক্ষ্মণ ! দশগ্রীব প্রতিমার মত
জানকীরে দিয়ে এস ডালি ।
তমসার তীরে বাল্মীকির পূত তপোবনে
অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী দিও বিসর্জ্জন ।
মহর্ষি বাল্মীকি সনে দেখা যদি হয়,
কহিও তাঁহারে, "তপোধন !
হেন অঘটন তোমারই রচনা প্রভু !
তোমারই মানস-কন্যা
তোমারি চরণপ্রান্তে করিনু অর্পণ ।"
[ঊর্ম্মিলার প্রতি] মা !
চির-নির্ব্বাসনে চলিয়াছে অযোধ্যার

রাজার রাজত্ব হ'তে
বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে ;
খুলে নাও জানকীর আভরণ যত ।

লক্ষ্মণ। নিষ্ঠুর রাঘব ! অযোধ্যার মহারাণী
নির্ব্বিকারে চলিয়াছে বনে,
নিয়ে যাবে শুধু দুটী ক্ষুদ্র আভরণ,
তাও সহিবে না ?

রাম। না, সহিবে না ;
পাষাণ অযোধ্যাপুরী,
অনাদরে ঠেলিয়াছে যারে,
ক্ষুদ্র দুটী আভরণ দিয়ে
তাহারে ক'রো না অপমান।

লক্ষ্মণ। ওঃ—ভগবান্ ! এতই নির্দ্দয় তুমি !
এত পাপ করেছিনু মোরা !!

[সীতা নির্নিমেষে রামের দিকে চাহিয়াছিলেন, রাম নীরবে সীতার দিকে চাহিয়া অশ্রুপাত করিতেছিলেন, উর্ম্মিলা চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে সীতাকে নিরাভরণা করিতে ছিলেন ; সকলই ক্রন্দনপরায়ণ হইলেন ।]

গীতকণ্ঠে পুরনারীগণের প্রবেশ ।

পুরনারীগণ।—

গীত।

ফুলের সাজে সাজিয়ে দে লো দশমীর ওই প্রতিমাটী।
সোনার দেউলে রবে না আর ডাক দিয়েছে বনের মাটি ॥

ফুলের গায়ে সোনার সাজে কঠিন বড় বাজে,
রূপকুমারীর রূপের বিভা লুকিয়ে থাকে লাজে,
এ সাজে করবে আলো শ্যাম বনানীর নিবিড় কালো,
বনের পশু লুটবে পায়ে চাট্‌বে মায়ের ফুলের গা-টী।

[পুরনারীগণ নিরাভরণা সীতাকে ফুলসাজে সাজাইয়া দিল।]

লক্ষ্মণ। মহারাজ! চির-অনুগামী দাস,
চিরদিন নির্ব্বিচারে পালিয়াছি
আদেশ তোমার, ধর্ম্মাধর্ম্ম সুখ-দুঃখ
সমর্পণ করিয়াছি চরণে তোমার;
আজিও এ কলঙ্কের ডালি
তুলে নিনু শিরোপরে মোর।
এক ভিক্ষা প্রভু!
যদি জলমগ্ন সোনার প্রতিমা
তুলিয়া আনিতে পুনঃ হয় প্রয়োজন,
হে রাঘব! আমারেই দিও সে আদেশ।
মা জানকি! চল তবে—

গীতকণ্ঠে বিজয়ার প্রবেশ।

বিজয়া।—

গীত।

চল—চল গো, হ'লো বিজয়ার আয়োজন।
আকাশে বাতাসে ওই নিয়ত বাজিছে সই,
কাহার আকুল আবাহন॥
অতীতের পাদমূলে মিছে আঁখিজল ঢালা,
নিষ্ফল ব'য়ে মরা সুখের স্মৃতির জ্বালা,

পাষাণে খোদিত রেখা এ যে বিধাতার লেখা,
বিফল পিছনে চেয়ে আঁখিজল বরিষণ ॥

[বিজয়া অগ্রে অগ্রে সীতাকে সম্বর্দ্ধনা জানাইতেছিল, পুরনারীগণ সীতাকে প্রণাম করিল, সীতা সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, তারপর রামকে প্রণাম করিতে তাঁহার পদতলে নতজানু হইলেন ; রাম নীরব রহিলেন।]

সীতা। গুণধাম! মোছ আঁখিজল।
আমি বিজয়িনী,
জগতের নারী-রাজ্য করিয়াছি জয় ;
গৌরবের জয় মোর
অশ্রুজলে নিষ্ফল ক'রো না প্রিয়তম!
জান না—জান না,
কত ব্যথা তোমারে ছাড়িয়া যেতে।
পাষাণে বাঁধিয়া হৃদি
আমারে বিদায় দাও।
তোমার অনন্ত প্রেম বক্ষে লুকাইয়া
যাই আমি বিজন কাননে ;
ক'রো আশীর্ব্বাদ, জনমে জনমে
জানকীর তুমি হ'য়ো স্বামী॥

রাম। যাও সীতা—যাও ;
অন্তরের মধ্যে মোরা চির-অবিচ্ছেদ।

সীতা। ঊর্ম্মিলা! বজ্রাহত বনস্পতি
রহিল ভবনে, সেবায় অমৃত ঢালি
বাঁচায়ে রাখিও বোন।

উর্ম্মিলা । পাষাণি ! ঈশ্বরের পায়ে
এই শুধু প্রার্থনা আমার,
মৃত্যু হোক্—মৃত্যু হোক্ তোর !

[প্রণাম করিতে গিয়া সীতার পা দু'খানি জড়াইয়া ধরিল ।]

সীতা । উমা । উমা ! ছেড়ে দে—
ছেড়ে দে আমায় ।

উর্ম্মিলা । না—আমি দিব না যাইতে ।

লক্ষ্মণ । উর্ম্মিলা !—

উর্ম্মিলা । কারো কথা শুনিব না আমি :
একান্তই যাবে যদি, আমি যাবো সাথে ।

[বিজয়া আগে আগে জানকীকে আকর্ষণ করিতেছিলেন, জানকী পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতেছিলেন, উর্ম্মিলা তাহার পশ্চাদ্ধাবনে উদ্যত হইলে লক্ষ্মণ তাহার পথরোধ করিলেন ; সীতার নিকট যাইবার জন্য উর্ম্মিলা আকুল হইলেন, সীতারও আর পা চলে না । লক্ষ্মণ বিপন্ন হইয়া রামের দিকে আকুলনয়নে চাহিয়া বলিলেন, "দাদা !"]

রাম । [উর্ম্মিলাকে] মা !
ফিরে এস স্নেহের দুলালি !

[উর্ম্মিলা রামের পদপ্রান্তে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, ইত্যবসরে বিজয়া, সীতা ও লক্ষ্মণের প্রস্থান ।]

রাম । মুখ ঢাকো—মুখ ঢাকো দেব দিনকর !
অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী
অনাদরে দিনু বিসর্জ্জন !
অগ্নিশুদ্ধা সীতা মোর,

অকারণে শিরে তার এই পাপ পুরী
তুলে দেছে কলঙ্ক-পশরা।
কুলদেব! অযোধ্যায় উঠিও না আর।
[ঊর্ম্মিলার প্রতি]
মা! মা! ওঠ মা আমার!

শত্রুঘ্নের প্রবেশ।

শত্রুঘ্ন। মহারাজ! মহারাজ!
এ কে? দেবী ঊর্ম্মিলা?
মূর্চ্ছিতা কি মৃতা?
দেবি! দেবি!
অযোধ্যার রাজকুলবধূ!
কেন মা গো ধূলির শয্যায়?
কে কয়েছে কটু কথা?
বুকে ব্যথা কে দিয়েছে তোর?
হে রাঘব! এ কি কুলক্ষণ!
পদতলে অচেতন রাজকুলবধূ,
অশ্রুধার বহিছে নয়নে তব,
অযোধ্যার পথ ঘাট
তরু লতা কানন প্রান্তর
সব যেন বিষাদ-মলিন!
রণজয়ী সৈন্যগণ ফিরিয়াছে গৃহে,
বহিল না আনন্দ-হিল্লোল,
বাজিল না শঙ্খনাদ পুরে!

হে রাজন্! মনে ভয়, নাহি জানি
কিবা অঘটন ঘটিয়াছে দেশে!
কোথায় জননীগণ আশিস্-কুসুমকরে?
কোথা ভাই ভরত লক্ষ্মণ?
পুষ্পমাল্য করে নিয়া
কেন আসিল না মা জানকী মোর?

রাম। জানকী? জানকী? ভাই—ভাই!
জানকীরে দিছি বিসর্জ্জন।

শত্রুঘ্ন। মহারাজ! একি ব্যঙ্গ কনিষ্ঠের সনে?
মা! মা!

ঊর্ম্মিলা। [উঠিয়া বসিয়া] ব্যঙ্গ নয় হে দেবর!
অযোধ্যার রক্তরবি গেছে অস্তাচলে,
জনকনন্দিনী সীতা
বিনা দোষে গেছে নির্ব্বাসনে!

[প্রস্থান।

শত্রুঘ্ন। নির্ব্বাসনে? এ কি সত্য?
কেন—কেন, কহ রঘুনাথ!

রাম। অযোধ্যার প্রজাগণ চেয়েছিল
নির্ব্বাসন তার; নগরের গৃহে গৃহে
জনরব উঠেছিল উদ্বেলিয়া—
কলঙ্কিনী জনকনন্দিনী।

শত্রুঘ্ন। তাই প্রজানুরঞ্জনে
সতীলক্ষ্মী ঠেলিয়াছ পায়?
হে রাজন্! সবে কয় তুমি ভগবান্;

ভগবান্ এতই নিষ্ঠুর ?
তুমি রাজা, রাজদণ্ডতলে তব সবাই সমান ;
প্রজা তব নহে কি জানকী ?
উঠুক সহস্রকণ্ঠে ফেনিল রটনা,
তুমি তো সকলি জান ; কহ তবে,
সহস্র প্রজার অন্যায় দাবীর তরে
একজন প্রজা বিনা দোষে
যাবে নির্ব্বাসনে ?

বাল্মীকির প্রবেশ।

বাল্মীকি। নির্ব্বাসন ! নির্ব্বাসন !
কার নির্ব্বাসন ?

রাম। কে আপনি তপোধন ?

বাল্মীকি। আমি দস্যু রত্নাকর।

শত্রুঘ্ন। রামায়ণরচয়িতা ?

রাম। মহর্ষি বাল্মীকি ?

[নতজানু হইলেন।

বাল্মীকি। না—না, মহর্ষি নহিকো আমি ;
আমি দস্যু—রত্নাকর,
যোগ্য আমি নহি প্রণামের ;
অভিশাপ দাও মোরে রাজীবলোচন !
নামে যার কৃতার্থ জীবন মোর,
কীর্ত্তিগাথা রচনা করিয়া যার
কবিগুরু লভিয়াছি নাম,

হায় হায়, তার বক্ষে হানিয়াছি বাজ।
রাবণবিজয়ী রাম! ভৃগুরাম-দর্পহারি!
নির্জীব কবির ভাষা
পারিলে না করিতে লঙ্ঘন?
অনায়াসে সাধ্বী সতী
জানকীরে দিলে বিসর্জ্জন?

রাম। এ যে প্রভু তোমারি·বিধান।

শত্রুঘ্ন। দেখি—দেখি কবি!
রামায়ণে কি আছে তোমার?

বাল্মীকি। [পুঁথি খুলিয়া দেখাইলেন।]

শত্রুঘ্ন। ওঃ—এখানেও সেই পাপ কথা—
কলঙ্কিনী জনকত্নহিতা!
রত্নাকর! রত্নাকর! জানকীর
নির্ব্বাসন রঘুনাথ দেয় নাই তবে,
এ অনর্থ তোমারি রচনা।
অযোধ্যার মূক প্রজাগণ স্বপনেও
ভাবে নাই জানকীর কলঙ্কের কথা;
প্রজাদের মুখে তুমিই দিয়েছ ভাষা,
একা তুমি লক্ষকণ্ঠে কহিয়াছ
কলঙ্কিনী জনকত্নহিতা।

বাল্মীকি। সত্য—সত্য; দাও দণ্ড হে সম্রাট!
লবো শির পাতি।

শত্রুঘ্ন। দস্যু রত্নাকর। অযোধ্যা আঁধার করি
অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী নিয়েছ ছিনায়ে,

বিনা দোষে চিরদুঃখী শ্রীরামের শিরে
হানিয়াছ বজ্রাঘাত ; কবি নাম তব
এই অসির আঘাতে আমি করিব বিলোপ ।

[তরবারি নিষ্কাসন]

রাম । ভাই !—ভাই ! [তরবারি কাড়িয়া লইলেন ।]

শত্রুঘ্ন । দাদা !—

বাল্মীকি । বহু চেষ্টা করিয়াছি রাম !
লেখনী আমার
কোনমতে মানিল না বাধা ।
ছিল আশা, বিশ্বজয়ী তুমি,
বাল্মীকির ভাষা অনায়াসে করিবে লঙ্ঘন ।
অতিক্রম করি কত গিরি নদী বন,
অনাহারে অনিদ্রায় ঊর্দ্ধশ্বাসে এসেছি ছুটিয়া ;
করাল লেখনী মোর করিয়াছে যে কাল বিধান,
ভেবেছিনু মুখে তাহা করিব ক্ষালন ।
কি করিলে—কি করিলে নিষ্ঠুর রাঘব ?

শত্রুঘ্ন । দাদা ! কহ মোরে, কোন্ বনে
ডালি দেছ অযোধ্যার কৌস্তুভ রতন ?

রাম । মহামুনি বাল্মীকির পূত তপোবনে ।

বাল্মীকি । বাল্মীকির তপোবনে ? হে রাঘব !
দীন জনে অনন্ত করুণা তব ।
যাই—যাই, আমার মানস-কন্যা
[illegible] বসি [illegible] বিজন কাননে !
হে সম্রাট ! বিদায় ! বিদায় !

শত্রুঘ্ন। আমি যাবো তব সাথে।
উঠুক্ সহস্র কণ্ঠে কুৎসা জানকীর,
না দিন আশ্রয় রাম-রাজীব চরণে,
মিথ্যা হোক্ সূর্য্যবংশ-খ্যাতির মহিমা,
ফিরায়ে আনিব আমি শ্রীরামের সীতা।

বাল্মীকি। না—না, আমি ফিরায়ে দিব না সীতা
আমার মানস-কন্যা
ঘৃণার পসরা ল'য়ে ফিরিবে না অযোধ্যায়।

[প্রস্থান।

শত্রুঘ্ন। হে রাঘব! বিদায় চরণে
না দাও আশ্রয় যদি, অযোধ্যার এক প্রান্তে
কুটীর বাঁধিয়া রবো জানকীর সনে,
সাথে রবে তিন মাতা,
দুই ভাই, তিন রাজবধূ।
থাকো তুমি একা এই সুরম্য প্রাসাদে,
সীতাহীন অযোধ্যায় রহিব না আমি।

[প্রস্থানোদ্যত]

রাম। শত্রুঘ্ন!—

শত্রুঘ্ন। প্রণাম চরণে ;
মনে কর আমারেও দেছ নির্ব্বাসন।

[প্রস্থান।

রাম। সীতা! সীতা!

[প্রস্থান।



দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দুর্ম্মুখের বাটীর সম্মুখস্থ পথ।

অর্চ্চনার প্রবেশ।

অর্চ্চনা। পুরুষ জাতটাই নিষ্ঠুর, নইলে রামের বিচারে সতীলক্ষ্মী সীতার বনবাস! ওঃ, নারীজাতির এত বড় অপমান অযোধ্যার লক্ষ লক্ষ ক্ষত্রিয় নীরবে সহ্য কর্‌লে। ভুল করেছি, পুরুষের মধুর কথা, পুরুষের প্রেমাশ্রুতে ভুলে পিতার আশ্রয় ত্যাগ ক'রে এসে মহা ভুল করেছি; হোক্ সে শুষ্ক নীরস মরুভূমি, তবু সেই আমার স্বর্গ। [প্রস্থানোদ্যতা]

প্রণবের প্রবেশ।

প্রণব। একি! কোথায় চলেছ অর্চ্চনা?

অর্চ্চনা। পিতৃগৃহে।

প্রণব। পিতৃগৃহে? শূদ্র হ'য়ে এই ক্ষত্রিয় যুবককে ভালবেসেছ ব'লে যে পিতা তোমার নির্জ্জন কারাবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন, কিসের আশায় তাঁর কাছে যাচ্ছ অর্চ্চনা?

অর্চ্চনা। কিসের আশায়? তাঁর তিরস্কার মুখ বুজে সইবো, তাঁর কশাঘাত পিঠ পেতে নেবো, তাঁর দেওয়া নির্জ্জন কারাদণ্ড নতশিরে বরণ কর্‌বো, এই আশায়। শুন্‌লে তো? সর—আমায় পথ ছেড়ে দাও।

প্রণব। অর্চ্চনা [illegible] কি [illegible]য়েছ? কাল যে আমাদের বিবাহ।

অর্চ্চনা। আমি বিবাহ কর্‌বো না।

প্রণব। করবে না ?

অর্চ্চনা। না ; নারীর বিবাহের অর্থ তো পুরুষের পায়ে নিজের মান সম্ভ্রম ব্যক্তিত্ব সব বিসর্জ্জন দিয়ে তার মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকা ? সে যদি পায়ের তলায় মাড়িয়ে যায়, কথা কইতে পাবো না ; মুখে অন্ন-জল না দিয়ে মুঠো মুঠো ছাই তুলে দেয়, সুধা ব'লে তাই খেতে হবে ; তার সুনামরক্ষার জন্য যদি প্রয়োজন হয়, যে কোন মুহূর্ত্তে নিজেকে আহুতি দিতে হবে, এই তো ?

প্রণব। এ ভ্রান্ত ধারণা তোমায় কে দিলে অর্চ্চনা ?

অর্চ্চনা। ভ্রান্ত ধারণা আমার নয়, তোমার। পুরুষের পক্ষে বিবাহ সুখের সোপান হ'তে পারে, কিন্তু নারীর পক্ষে শুধু দাসীত্ব।

প্রণব। না অর্চ্চনা ! তাঁর নাম দাসীত্ব নয়, ভালবাসার পায়ে আত্মনিবেদন।

অর্চ্চনা। পুরুষের আবার ভালবাসা ! ভালবাস্‌তে জানে নারী নিজেকে নিঃশেষে নিংড়ে দিয়ে, দয়িতের মঙ্গলের জন্য নিজের আহার নিদ্রা সব বিসর্জ্জন দিয়ে। পুরুষ তার প্রতিদানে দেয় কশাঘাত—নিজের সুখের জন্য সুনামের জন্য সেই প্রেমময়ী নারীকে দেয় বলিদান।

প্রণব। অর্চ্চনা ! তোমায় আমায় একদিনের পরিচয় নয়, দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ দু'জনে এক গুরুর পর্ণকুটীরে অস্ত্র শিক্ষা করেছি, বনের একটা ফল, গাভীর এক ফোঁটা দুধ দু'জনে সমান ভাগ ক'রে খেয়েছি ; দিনের শেষে যখন দু'জনে বিচ্ছিন্ন হয়েছি, মনে হ'তো একটা রাত্রি নয়, একটা যুগের এ বিচ্ছেদ। চোখে চোখে কথা, নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে কত পত্রালাপ, তিরস্কারের সঙ্গে প্রেমের গোপন লীলা, সে সব কি মিছে কথা ? আমার জন্য তুমি সম্মা[illegible]ছ, পিতার অভিশাপ মাথায় তুলে নিয়েছ ; সে কি অভিনয় ? তুমি কি তবে আমায় ভালবাস না ?

অর্চ্চনা। বাসি ; নদীর কলতানের চেয়ে, কোকিলের কুহুস্বরের চেয়ে তোমায় ভালবাসি। কিন্তু প্রণব! তোমার ভালবাসায় আর আমি বিশ্বাস করি না।

প্রণব। কেন ?

অর্চ্চনা। তুমি পুরুষ, যে কোন মুহূর্ত্তে আমায় জীর্ণ কন্থার মত ত্যাগ করতে পার। তোমাদের আদর্শ রামচন্দ্র যখন সীতাকে বিনা দোষে নির্ব্বাসন দিতে পারেন, তখন তোমাকেই বা বিশ্বাস কি ?

প্রণব। কিন্তু তুমি তো জান অর্চ্চনা, আমি তোমায় কত ভালবাসি !

অর্চ্চনা। কেমন ক'রে বুঝ্‌বো প্রণব ? পুরুষ ভালবাসে রূপ, পুরুষ ভালবাসে এই পটলচেরা চোখ, এই গোলাপী অধরের চুম্বন। আমি বরং আজীবন কুমারী থাক্‌বো. তবু পুরুষের দাসী হবো না।

প্রণব। সুখী হ'তে পার্‌বে না অর্চ্চনা, এ প্রকৃতির নিয়ম।

অর্চ্চনা। পদাঘাত করি আমি সে প্রকৃতির মথায়।

প্রণব। তোমার ভরা যৌবনের কূলে কূলে প্রবৃত্তি যে তার জোয়ার বইয়ে দিয়েছে, কি দিয়ে তার গতি রোধ করবে নারি ?

অর্চ্চনা। মৃত্যু দিয়ে, বুঝেছ ? চোখ দু'টো যদি রূপে মুগ্ধ হয়, উপ্‌ড়ে ফেলে দেবো ; গোলাপী গণ্ড যদি অধরের স্পর্শ পেতে চায়, পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেবো ; কোকিলের কুহুস্বর বুকে যদি স্পন্দন জাগিয়ে তোলে, জন্মের মত বধির হ'য়ে থাক্‌বো।

প্রণব। তবু পুরুষের আলিঙ্গনে ধরা দেবে না ?

অর্চ্চনা। না, দেবো না।

প্রণব। তবে এ অভিনয়ের কি প্রয়োজন ছিল ? পিতার আশ্রয় ত্যাগ ক'রে কেন তুমি এই ক্ষত্রিয়ের ঘরে এলে ?

অর্চ্চনা। বুঝ্‌তে পারি নি যে, ক্ষত্রিয়জাতিটা এমন হীন।

প্রণব। [সক্রোধে] শূদ্রাণি! কি বুঝ্‌বে তুমি ক্ষত্রিয়ের মহিমা?

অর্চ্চনা। ক্ষত্রিয়ের মহিমা? বল্‌তে লজ্জা হ'চ্ছে না? তোমাদের আদর্শ ক্ষত্রিয় রাম যদি এমন পাষণ্ড—

প্রণব। সাবধান নারি! যত নিন্দা কর্‌তে হয় আমাকে কর, ইচ্ছা হয় আমার বুকে ছুরি বসিয়ে দাও, কিন্তু ভুলেও রামের নিন্দা ক'রো না! সভ্যজগত হ'তে দূরে নির্জ্জন বন-জঙ্গলে তোমাদের বাস, কি জান্‌বে তুমি রামনামের মহিমা? আমার মনে হয়, আমি যেন সহস্র জন্ম রামের প্রজা হ'য়ে জন্মাই, আর লক্ষকণ্ঠে রামনাম গান কর্‌তে পাই।

অর্চ্চনা। বেশ, তুমি তোমার রামের গুণগান কর, আমি যাই আমার পিতৃগৃহে।

প্রণব। অর্চ্চনা! ফেরো; দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের বন্ধন একটা খেয়ালের বশে ছিন্ন ক'রো না। তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছো না, বীরাঙ্গনা হ'লেও তুমি নারী; পুরুষ তোমার চাই, বাহুতে বল দিতে, মুখে ভাষা দিতে, বুকে আশার আলোক জ্বালিয়ে তুল্‌তে। ফিরে এস অর্চ্চনা! অবহেলায় মঙ্গল ঘট পায়ে ঠেলো না। ক্ষত্রিয়ের উপর এত ঘৃণা যদি তোমার, কোন শূদ্রকে বরণ কর, তবু পিতৃগৃহে ফিরে যেও না; সেখানে তোমার স্থান নেই।

অর্চ্চনা। না থাকে, বিশ্বময় ঘুরে বেড়াবো। জগতে যত নারী আছে, সবার কানে এই মন্ত্র ঢেলে দেবো, পুরুষ অকৃতজ্ঞ—নিষ্ঠুর—অত্যাচারী; কালসাপ গলায় জড়িয়ে ধর, তবু পুরুষকে আলিঙ্গন ক'রো না।

প্রণব। তবে যাও, আর আমার বল্‌বার কিছুই নাই!

অর্চ্চনা। প্রণব! বহুদিন তোমায় বিশ্বাস করেছি—পূজা করেছি, যাবার সময় একটা প্রণাম ক'রে যাই। [প্রণাম]

প্রণব। অর্চ্চনা! অর্চ্চনা! না—যাও, আমার কোন অভিযোগ

নাই। তুমি সুখী হও, এই আমার আশীর্ব্বাদ। তবে একটা কথা জেনে যাও; তুমি আমায় ত্যাগ ক'রে যাচ্ছ, কিন্তু আমি তোমায় ত্যাগ করি নি। আমি সারাজীবন তোমার আশাপথ চেয়ে থাক্‌বো; যদি কখনও ইচ্ছা হয়, আবার আমার বক্ষে ঝাঁপিয়ে এসো।

অর্চ্চনা। আর আস্‌বো না প্রণব! জন্মের মত বিদায়—

প্রণব। অর্চ্চনা!

অর্চ্চনা। বিদায়—[প্রস্থানোদ্যত]

চক্রধর মিশ্রের প্রবেশ।

চক্রধর। গুরুদক্ষিণা—

প্রণব ও অর্চ্চনা। গুরুদেব! [উভয়ে প্রণাম করিল।]

চক্রধর। ওখানে নয়—ওখানে নয়, আমার পার্শ্বে এস; তেমনি দু'খানি বাহু দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে একবার বাবা ব'লে ডাক্‌তে পার?

প্রণব ও অর্চ্চনা। [দুই পার্শ্ব হইতে চক্রধরকে বেষ্টন করিয়া] বাবা!

চক্রধর। আবার—আবার!

প্রণব ও অর্চ্চনা। বাবা! বাবা!

চক্রধর। না, মেটে না—ক্ষুধা মেটে না। ভগবান্! ভগবান্! আমার সর্ব্বস্ব ছিনিয়ে নিলে?

প্রণব। কি গুরুদেব?

অর্চ্চনা। চোখে জল, মুখে বিষাদের কালিমা, এ মূর্ত্তি তো আপনার কখনও দেখিনি; কি হয়েছে প্রভু? ভাই দীপক্‌কে দেখ্‌ছি না কেন?

চক্রধর। দীপক নেই।

প্রণব ও অর্চ্চনা। দীপক নেই?

অর্চ্চনা। কি হয়েছিল?

চক্রধর। সর্পাঘাত।

প্রণব। কোথায়?

চক্রধর। এই অযোধ্যায়।

প্রণব। রামরাজ্যে অকালমৃত্যু?

চক্রধর। রাজসভায় প্রতিকার চাইতে গেলুম, লাঞ্ছিত হ'য়ে ফিরে এসেছি।

অর্চ্চনা। প্রণব! নীরব কেন? রামের গুণগান কর! আমার যে একটা কণ্ঠ, যদি সহস্র কণ্ঠ আমার থাকৃতো, আমি পৃথিবীময় তারস্বরে ঘোষণা কর্‌তুম, রাজা রামচন্দ্র অকৃতজ্ঞ—নিষ্ঠুর—পাষাণ।

প্রণব। সাবধান নারি! [অসি নিষ্কাশন]

অর্চ্চনা। স্তব্ধ হও পুরুষ! [ছুরিকা তুলিল।]

চক্রধর। গুরুদক্ষিণা—

অর্চ্চনা। কি দক্ষিণা দিতে হবে গুরু?

চক্রধর। পার্‌বে?

অর্চ্চনা। পরীক্ষা করুন, মৃতদেহে প্রাণ দিতে পার্‌বো না, কিন্তু জীবিত দেহ বিসর্জ্জন দিতে পার্‌বো।

চক্রধর। তুমি রাজরাজেশ্বরী হও, তুমি বীরপ্রসবিনী হও।

অর্চ্চনা। ও আশীর্ব্বাদে কাজ নাই গুরুদেব! বলুন, কি চান আপনি?

চক্রধর। একটু হাস্‌তে চাই, একটু নাচ্‌তে চাই, একবার মহানন্দে করতালি দিতে চাই। দীপক আমার সব আনন্দ হরণ ক'রে নিয়ে গেছে। তাকে কালসাপে দংশন করেনি, দংশন করেছে অনাচারী রাম; আমার আশার শেষ প্রদীপটী তারই জন্য নিভে গেছে। আমার বুকটার মধ্যে সে যেমন হাহাকারের বন্যা বইয়ে দিয়েছে, তার

বুকের মধ্যে তেম্‌নি রাবণের চিতা জ্বাল্‌তে হবে। জগতে সবার চেয়ে যে তার প্রিয়, তার মৃত্যুসংবাদ চাই, এই তোমাদের গুরুদক্ষিণা।

অর্চ্চনা। সবার চেয়ে প্রিয়?

প্রণব। লক্ষ্মণ।

অর্চ্চনা। সীতা।

দুর্জ্জয়ের প্রবেশ।

দুর্জ্জয়। শত্রুঘ্ন।

দুর্ম্মুখের প্রবেশ।

দুর্ম্মুখ। ভরতই বা বাদ যাচ্ছে কেন?

চক্রধর। কেউ বাদ যাবে না। সীতা ও লক্ষ্মণের শোকে রাম মর্‌বে, শত্রুঘ্নের শোকে ভরত মর্‌বে।

দুর্জ্জয়। গুরুদেব! আমি তবে চল্‌লুম আমার পিতৃহন্তার শিরশ্ছেদ কর্‌তে!

দুর্ম্মুখ। কে তুমি যুবক?

দুর্জ্জয়। তুমি কে?

দুর্ম্মুখ। আমি রামের ভৃত্য।

দুর্জ্জয়। আমি রামের শত্রু।

দুর্ম্মুখ। তা হ'লে আমার উচিত, তোমাকে বন্দী ক'রে রাজসভায় নিয়ে যাওয়া।

চক্রধর। তার পূর্ব্বে আমার উচিত তোমার শিরশ্ছেদ করা।

প্রণব। আমি বেঁচে থাক্‌তে?

দুর্জ্জয়। তুমি তো দুর্ব্বল মূষিক।

প্রণব। তুমি তো পলায়িত শৃগাল।

দুর্ম্মুখ। চক্রধর মিশ্র! অযোধ্যার বুকের উপর ব'সে একি রাজদ্রোহ তামার? তুমি কি মনে করেছ, রাজা রামচন্দ্র এমনি দুর্ব্বল যে, তোমরা তাকে তর্জ্জনীহেলনে শাসন করবে?

চক্রধর। তোমার রাজা কি ভেবেছে, আমি এমনি কাপুরুষ যে, পুত্রের অকালমৃত্যু নীরবে সইবো?

দুর্জ্জয়। কেন, তিনি রাবণকে বধ করেছেন ব'লে? রাবণ মরেছে সীতার দীর্ঘনিঃশ্বাসে, রামের অস্ত্রাঘাতে নয়। জগৎশুদ্ধ সবাই তার জয়ধ্বনি দিক্, কিন্তু আমরা দেবো না।

দুর্ম্মুখ। তোমার মত হীনবুদ্ধি বালকের জয়ধ্বনিতে তাঁর কোন গৌরবই বাড়্‌বে না। পৃথিবীর সবাই যদি তাঁর বিপক্ষে দাঁড়ায়, তবু সরযূ গাইবে তাঁর জয়গান, বনস্পতি দোলাবে স্নিগ্ধ চামর, দেবতারা ধরবে তাঁর মাথায় অভয় ছত্র! চক্রধর মিশ্র! তোমার কণ্ঠে যত বিষ আছে, ঢেলে দাও; তোমার বাহুতে যত শক্তি আছে, নিঃশেষে ফুটিয়ে দাও, রাম-লক্ষ্মণের একটি কেশও বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। তুমিই শুধু নিজের জ্বালায় জ্ব'লে ছাই হ'য়ে যাবে।

চক্রধর। অর্চ্চনা!—

অর্চ্চনা। তাই হোক্ গুরুদেব! দেবো তোমায় গুরুদক্ষিণা। কি ফল সীতার দুঃখময় জীবনে? এর চেয়ে মৃত্যুই তার শান্তি। গুরুদেব! আমি তার মৃত্যুসংবাদ তোমায় এনে দেবো।

প্রণব। অর্চ্চনা! অর্চ্চনা! তুমি নারী।

অর্চ্চনা। বিধাতার ভুল; উচিত ছিল তোমারই নারী হওয়া। জন্ম আমায় নারী করেছে, কর্ম্ম দিয়ে আমি পুরুষ হবো। [প্রস্থান।

দুর্জ্জয়। চমৎকার! চমৎকার! কে বলে তোমায় নিকৃষ্ট নারী? তুমি পুরুষের মাথার মণি। [প্রস্থান।

চক্রধর। প্রণব!

প্রণব। গুরুদেব! আমায় ক্ষমা করুন, এ আমি পার্‌বো না।

চক্রধর। পার্‌বে না? নরাধম! দ্বাদশ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমে তোমায় শস্ত্র শাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছি, সে কথা ভুলে গেছ? তোমাদের মুখে ভাষা দিতে, বাহুতে শক্তি দিতে আমার কত দিন উপবাসে কেটেছে, কত রাত্রি অনিদ্রায় ভোর হয়েছে, সে সব কি স্বপ্ন? একটা তুচ্ছ দক্ষিণা দিতে এত কুণ্ঠিত?

প্রণব। তুচ্ছ দক্ষিণা? গুরুদেব! লক্ষ্মণের মৃত্যুসংবাদ শুনে তুমি কতটুকু শান্তি পাবে? তার চেয়ে বড় একটা কিছু চাও, আমি দিয়ে ধন্য হই। বল—বল, একটা রাজ্য নেবে? কুবেরের ঐশ্বর্য্য নেবে? আমার প্রাণটা নেবে গুরু?

দুর্ম্মুখ। বাঃ রে শিষ্য, বাঃ! চক্রধর মিশ্র! দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছো কি? শিষ্যের প্রাণটাই নাও, ঐ সঙ্গে আমার প্রাণটাও দিচ্ছি, তবু তোমার শান্তি হোক্।

চক্রধর। না, আমি অন্য দক্ষিণা নেবো না।

প্রণব। গুরু! আমার বুকটা চিরে দেখ, বোধ হয় অস্থিতে অস্থিতে রামনাম অঙ্কিত, সেই রামের বক্ষে বজ্রাঘাত কর্‌বো আমি? দোহাই তোমায় ব্রাহ্মণ! অন্য দক্ষিণা নাও; আমি সপ্তসাগর মন্থন ক'রে তোমার জন্য রত্ন তুলে এনে দেবো।

চক্রধর। রত্নে আমার প্রয়োজন নাই রে বালক! আমি চাই রামের অশ্রুজল!

দুর্ম্মুখ। কত অশ্রু চাও তুমি ঠাকুর? গিয়ে দেখে এস, অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে অশ্রুর সাগর ব'য়ে যাচ্ছে।

চক্রধর। প্রণব! আমি স্পষ্ট শুন্‌তে চাই, গুরুদক্ষিণা পাবো কি না?

প্রণব । ক্ষমা কর—ক্ষমা কর গুরুদেব ! আমায় অন্য আদেশ দাও—[পদধারণ]

চক্রধর । নরাধম ! নরকের কীট !—[পদাঘাত]

দুর্মুখ । ব্রাহ্মণ ! পুত্রের মুখ চেয়ে এও আমি সহ্য কর্‌লুম, কিন্তু—

চক্রধর । চুপ্‌ ! প্রণব !

প্রণব । তাই হবে গুরু ! আমি দক্ষিণা দেবো । [প্রস্থানোদ্যত]

দুর্মুখ । [পথরোধ করিয়া] পিতৃঋণ আগে পরিশোধ কর বালক ?

প্রণব । পিতৃঋণ পরিশোধ ? পিতা ! পিতৃঋণ কখনও পরিশোধ হয় ?

দুর্মুখ । হবে, আমি সমস্ত ঋণ থেকে তোমাকে মুক্তি দেবো, আগে আমায় দক্ষিণা দাও ।

প্রণব । পিতা ! জগতের আলোক তুমিই দেখিয়েছ ; আমার দেহ, মন, আমার জাতি, গোত্র, আমার জীবন পর্য্যন্ত তোমার কাছে বিক্রীত ; কি আছে আমার ? কি দক্ষিণা দেবো তোমায় পিতা ?

দুর্মুখ । পুত্র ! আমি আজ তোমায় রাম-লক্ষ্মণের পায়ে উৎসর্গ কর্‌লুম ; তাদের হিতকামনা ছাড়া তোমার জীবনের অন্য কোন অর্থ নাই । এতদিন তুমি আমার ছিলে, আজ হ'তে তুমি রাম-লক্ষ্মণের ; এই আমার দক্ষিণা ।

প্রণব । ভগবান্‌ ! ভগবান্‌ ! জীবনটাকে কেন এমন রহস্যের জাল দিয়ে ঘিরে রেখেছ ? এ কি পরীক্ষা তোমার ঈশ্বর ! আমি কোন্‌ পথে যাই ? এক দিকে পিতা, অন্য দিকে গুরু ! গুরুদেব ! গুরুদেব ! আমি কি কর্‌বো ?

চক্রধর । গুরুদক্ষিণা দাও বালক !

প্রণব । পিতা !—

দুর্মুখ । পিতৃঋণ পরিশোধ কর পুত্র !

প্রণব। তার চেয়ে দু'জনে দু'দিক থেকে আমায় অস্ত্রাঘাত কর, সবার ঋণ পরিশোধ হ'য়ে যাক্।

দুর্ম্মুখ। প্রণব!—

প্রণব। তাই হোক্ পিতা! আজ হ'তে আমি রাম-লক্ষ্মণের দাসানুদাস।

চক্রধর। গুরুদক্ষিণা?

প্রণব। দেবো—দেবো গুরু! আগে পিতৃঋণ পরিশোধ করি, তার পর তোমার দক্ষিণা। দক্ষিণা দেবো না? দ্বাদশ বৎসর তোমার দেওয়া খাদ্য পানীয় গ্রহণ করেছি, তোমার জ্ঞানের ভাণ্ডার নিঃশেষে আত্মসাৎ করেছি, তোমার অপার পুত্রস্নেহে ভাগ বসিয়েছি, তার মূল্য দেবো না? তুমি নিক্তি ধ'রে ওজন ক'রে নিও, এক তিল কম হবে [illegible]—ওঃ, গুরু! শিক্ষাসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কেন আমার বুকে ছুরি বসিয়ে দাও নি? ফল জলের সঙ্গে কেন বিষ মিশিয়ে দাও নি? আশীর্ব্বাদ কর, আমি যা শিখেছি, সব যেন ভুলে যাই। যে তরবারি তুমি ধর্‌তে শিখিয়েছ, সে যেন আমারই স্কন্ধে পড়ে। শিষ্যের জগৎ যখন অনন্ত আশা নিয়ে গুরুর দোরে গিয়ে হানা দেবে, তখন তাদের কানে যেন বজ্রধ্বনিতে বেজে ওঠে, দক্ষিণা—দক্ষিণা!

[প্রস্থান।

চক্রধর। দুর্ম্মুখ! সাধ্য থাকে, বাধা দাও।

[প্রস্থান।

দুর্ম্মুখ। সাধ্য ছিল চক্রধর! ভয় করি শুধু রামের অসন্তোষ।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

তমসারতীরস্থ তপোবন।

সীতা ও লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ। মা জানকি! এই সেই তমসার তীর,
এই সেই বাল্মীকির পূত তপোবন।
এইখানে রামনাম জপ করি
দস্যু রত্নাকর ঋষিত্ব করেছে লাভ;
এইখানে মধুময় রামের জীবনকথা
রামায়ণে হয়েছে গ্রথিত।
এই বনে অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী
দিতে হবে ডালি।

সীতা। লক্ষ্মণ! আপন ইচ্ছায়
নির্ব্বাসন করেছি বরণ,
অশ্রুজল সাজে না আমার;
তবু হায়, দু'নয়নে কেন বহে
শ্রাবণের ধারা, কে দিল রে
বক্ষোমাঝে এত হাহাকার?

লক্ষ্মণ। এর চেয়ে মৃত্যু কেন চাহিলে না দেবি?

সীতা। স্নেহের দেবর!
সীতার মরণকথা আনিও না মুখে;
গর্ভে মোর সূর্য্যবংশধর,

বজ্রাঘাত ভূমিকম্প ব্রহ্মশাপ স'য়ে
আমারে বাঁচিতে হবে ;
নহে যে মুহূর্ত্তে মোর লাগি
রাঘবের শিরে অযোধ্যার অধিবাসী
তুলে দেছে কলঙ্ক-পশরা, সেই দণ্ডে
সরযূর জলে করিতাম প্রাণ বিসর্জ্জন।

লক্ষ্মণ। দেবি! অনুমতি দেহ মোরে,
আমি রবো তব সাথে।

সীতা। না দেবর! ফিরে যাও অযোধ্যায়,
সীতার বিরহে কাঁদে সেথা রাম রঘুমণি ;
যাও—মুছাও নয়নধারা, কহিও তাঁহারে,
সীতা তব সুখে আছে সেথা।

লক্ষ্মণ। [স্বগত] ওঃ—এই সীতা কলঙ্কিনী !

সীতা। ভাই! নির্ব্বাসনে
কোন দুঃখ ছিল না আমার ;
দুঃখ এই, নবদূর্ব্বাদল শ্যাম-রূপ
এ জীবনে দেখিতে পাবো না আর।
রামের সন্তান—পিতা যার ভুবনবিজয়ী,
চিরদিন পিতৃস্নেহে রহিবে কাঙাল ;
কেহ জানিবে না পাতার কুটীরতলে
ঘুমাইছে রাজার দুলাল।

লক্ষ্মণ। হায় মা জানকি! শ্বাপদসঙ্কুল বনে
একাকী রাখিয়া তোমা
কেমনে ফিরিব আমি অযোধ্যানগরে?

শ্রীরামের রাজীব লোচনে
নামে যদি বরিষার ধারা,
ব'লে দে মা! কি দিব সান্ত্বনা তারে?
মা কৌশল্যা গৃহে ফিরি
সুধাবেন যবে, রে লক্ষ্মণ!
কোথা মোর স্নেহের দুলালী,
কি কব মায়েরে আমি?
ভরত শত্রুঘ্ন আসি কহিবে আমারে যবে
হে সৌমিত্রি! কোন্ প্রাণে বিজন বিপিনে
অযোধ্যার রাজবধূ দিয়ে এলে ডালি,
কি ব'লে বুঝাবো আমি?
মা! মা! অভিশাপ দাও মোর শিরে
জনমের মত এ রসনা স্তব্ধ হ'য়ে যাক্।

সীতা। জানি—জানি রে লক্ষ্মণ!
শ্রীরামেরে করেছি উন্মাদ,
তোমারও সুখ-শান্তি করেছি হরণ।
কেঁদো না রে দেবর লক্ষ্মণ!
কর্ত্তব্যের মুখ চেয়ে মুছে ফেল নয়নের নীর!
যাও ভাই! ফিরে যাও অযোধ্যায়;
প্রজাদের কহিও ডাকিয়া,
অভিযোগ কিছু নাহি মোর;
জানকীর আশীর্ব্বাদে সুখী হোক্ তারা।

লক্ষ্মণ। আসি তবে, দাও মা বিদায়!
জীবনের শেষ রাঙ্গা পায়ে করি প্রণিপাত।

দয়াময়ি! মনে রেখো লক্ষ্মণে তোমার ;
রাম তোমা দেছে নির্ব্বাসন,
কিন্তু আমি তব ক্রীতদাস চিরদিন।
যদি কভু হয় প্রয়োজন, করিও স্মরণ
দাসে। রামের সন্তান কভু
বনভূমি করে যদি আলো,
সযত্নে পালিও তারে,
শিখায়ো বনের ভাষা
রাজা হ'তে দিও না তাহারে।
বিদায় জননি!
ঈশ্বরের করুণার দ্বারে
তোমারে রাখিয়া দেবি
চলিলাম লক্ষ্মীহীন পুরে।
বনদেবি! উদার আকাশ!
পুণ্যতোয়া তমসা-রূপসি!
একাকী রহিল বনে শ্রীরামের সীতা ;
সেবা ক'রো রক্ষা ক'রো তারে।

[প্রস্থানোদ্যত]

সীতা। লক্ষ্মণ!

লক্ষ্মণ। প্রণাম—সহস্র প্রণাম।

[প্রস্থান।

সীতা। সৌমিত্রি!—

লক্ষ্মণ। [নেপথ্য হইতে] মহারাণি!

সীতা। দেবর!—

লক্ষ্মণ। [আরও দূর হইতে] দেবি!

সীতা। লক্ষ্মণ!—

লক্ষ্মণ। [আরও দূর হইতে] মা! মা!

সীতা। [মূর্চ্ছিতা হইলেন।]

গীতকণ্ঠে বনলক্ষ্মীগণের প্রবেশ।

বনলক্ষ্মীগণ।—

গীত।

ওগো আজ কোন্ অতিথি এসেছে মোদের দ্বারে।
সাজাও সাজাও বরণডালা, আন ফুল ভারে ভারে॥
শুক্‌নো গাছে ফুলে ফলে হাজার অলি গুঞ্জরিল,
তমসা নদীর মরা বুকে নব জীবন মুঞ্জরিল,
মধুমাস ওই এল এল, মলয় হাওয়া ব'যে গেল,
ওরে আজ শ্যাম বনানী হারিয়ে দেছে স্বর্গটারে।

[সীতাকে শুশ্রূষা করিতে লাগিল।]

সীতা। ভগবান্! শক্তি দাও!

বাল্মীকি। [নেপথ্যে] সীতা!—সীতা!—সীতা!

সীতা। কে ডাক্‌ছে আমায়? এই বিজন বনে কে এমন দরদী বন্ধু আছে, যে এমন কোমল স্বরে ডাক্‌ছে?

বেগে বাল্মীকির প্রবেশ।

বাল্মীকি। কে রে, কে এমন বন আলো ক'রে ব'সে আছে? বনের শুষ্ক তরু কার স্পর্শে এমন মুঞ্জরিত হ'য়ে উঠ্‌লো? তমসার কূলে কূলে কে আজ যৌবনের জোয়ার বইয়ে দিলে? আচ্ছা, মিলিয়ে দেখি! [রামায়ণ খুলিয়া মিলাইয়া দেখিলেন।] ঠিক মিলেছে; অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী—

বাল্মীকির কন্যা। মা—মা! আমার ভাঙ্গা ঘরের রাজ-অতিথি! কোথায় রাখ্‌বো তোকে আমি? কি আছে আমার? কি দিয়ে তোমার অভ্যর্থনা করবো মা?

সীতা। কে আপনি তপোধন?

বাল্মীকি। আমি বাল্মীকি—তোমার পিতা; তুমি আমার মানস-কন্যা, আমার লেখনীতে রূপ গ্রহণ করেছ। [সীতা প্রণাম করিলেন।] আমি বহুদিন তোমার মাতৃ-মূর্ত্তি ধ্যান করেছি, তুমি আমার সেই চির-পরিচিতা জনকনন্দিনী সীতা?

বনলক্ষ্মীগণ। রামায়ণের সীতা?

বাল্মীকি। বাল্মীকির সীতা।

বনলক্ষ্মীগণ। মা! মা! মহারাণি! [সীতাকে প্রণাম করিল।]

সীতা। মহর্ষি! তোমায় অপরাধী করবো না।

বাল্মীকি। এস মা—এস! অযোধ্যায় ছিলে তুমি রাজবধূ, বাল্মীকির তপোবনে মাতৃরূপে বিকশিত হও। রাম তোমায় ঐশ্বর্য্যের রাণী করেছিল, আমি তোমায় দারিদ্র্যের রাণী কর্‌বো। বনের এই তরুলতা তোমার প্রজা, বন্য হরিণী তোমার সহচরী, কলনাদিনী তমসা তোমার দ্বারী, আর আমরা তোমার মাতৃভক্ত সন্তান। এস মা—এস; নিষ্ঠুর অযোধ্যা তোমায় পায়ে ঠেলেছে, আমি তোমায় মাথায় ক'রে রাখ্‌বো।

সীতা। ভগবান্! ভগবান্। আমার জন্য এই নির্জ্জন বনে এমন সুখের সংসার সাজিয়ে রেখেছ! মহর্ষি! না—আমি যাবো না; আমায় নিয়ে দুঃখকে বরণ কর্‌বেন না প্রভু! আমার নিঃশ্বাসে বিষ আছে।

বাল্মীকি। সেই বিষই আমি পান কর্‌বো। রামনাম জপ ক'রে ~~সুধাপান করেছি, দেখি সীতা নামে কত বিষ!~~ এস, মা—এস; ~~আমার বনে~~ অসংখ্য মাতৃহীন শিশু, তারা স্নেহের বড় কাঙ্গাল: তুমি তাদের মা হও।

সীতা। পিতা—

বাল্মীকি। মা—মা আমার!

বনলক্ষ্মীগণ।—

গীত।

এস—এস গো মোদের কুঞ্জবনের রাণি!
পুণ্য চরণ পরশে, পূর্ণ করগো হরষে মোদের পর্ণকুটীরখানি॥
দিবসে করেছি তোমার ধেয়ান, নিশিতে স্বপন দেখেছি,
রামায়ণ শুনি তোমার তরেতে কত যে অশ্রু ঢেলেছি,
চেয়ো না পিছনে, মোছ আঁখিধার,
তুলে নাও হাতে কাঙ্গালের ভার,
আঁধার হইতে তোল আমাদের আলোকের পথে টানি॥

[সকলের প্রস্থান।

শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। শত্রুঘ্ন! শত্রুঘ্ন!

শত্রুঘ্ন। হে অগ্রজ! ব'লে দাও
কোথা আছে শ্রীরামের সীতা?
হে নিষ্ঠুর! কোন্‌খানে কোন্ তরুমূলে
অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী দেছ বিসর্জ্জন?
বল—বল, বিলম্ব সহে না আর!

লক্ষ্মণ। প্রাণাধিক! ফিরে চল অযোধ্যানগরে,
কাঁদিয়া আকুল হ'লো রাম রঘুমণি।

শত্রুঘ্ন। আর এইখানে বিজন বিপিনে
একা বসি কাঁদিছে যে জনকনন্দিনী;

নয়নের জলে তার তমসা পাগল হ'লো,
স্তব্ধ হ'লো বিহঙ্গনিকর,
শিলাবৃষ্টি বজ্রাঘাত ঝটিকার রূপে
হাহাকার করিছে প্রকৃতি,
সে সব কি মিছে কথা?
কর্ত্তব্য কি এমনি কঠোর?
যাও তুমি অযোধ্যায় ফিরে,
রাজার প্রাসাদে হোক্ কিম্বা বৃক্ষতলে
রবো আমি চিরদিন জানকীর পাশে।
মহারাণী সুমিত্রার দুই পুত্র মোরা,—
তুমি থাকো রামে আগুলিয়া, আমি রবো
জানকীর পদপ্রান্তে সন্তানের মত।

লক্ষ্মণ। শত্রুঘ্ন! শত্রুঘ্ন! অবুঝ হ'য়ো না ভাই!
পিতৃসম রাম গুণধাম,
গুরু তিনি, মোরা তাঁর চরণের রেণু।
অনুজের ধর্ম্ম নাই, নাই রে বিচার,
নির্ব্বিচারে জ্যেষ্ঠের বিধান
মাথা পাতি লহ বীর!

শত্রুঘ্ন। দাদা!

লক্ষ্মণ। দেখ্—দেখ্, কত জ্বালা—কত ব্যথা—
কত কান্না এই বুকে রয়েছে লুকায়ে!
সপ্ত সাগরের জলে
এত জ্বালা জুড়াবার নয়।
স্বপনেও ভাবে নি সংসার,

সৌমিত্রি লক্ষ্মণ বিজন কাননে
জানকীরে দিতে পারে ডালি।
যে সীতার পায়ে কুশাঙ্কুর
বিদ্ধ হ'লে নীরবে কেঁদেছি কত,
সে সীতারে শ্বাপদসঙ্কুল বনে
আসিয়াছি ফেলি ; দেবর লক্ষ্মণ বলি
পশ্চাতে ডেকেছে কত জনকনন্দিনী,
ফিরেও চাহি নি আমি।

শত্রুঘ্ন। ওঃ—দাদা! কি নিষ্ঠুর তুমি!

লক্ষ্মণ। নিষ্ঠুর সেজেছি ভাই রামের আদেশে।
আমি যদি স'য়ে থাকি ব্যথা,
তুমি কেন সহিবে না বীর?

শত্রুঘ্ন। আমি তো লক্ষ্মণ নই, দীর্ঘকাল
অনাহারে আমি তো যাপি নি দিন!
মাটির মানুষ আমি,
নির্ব্বিচারে বিধাতার বাণী
আমি কভু পারিব না করিতে পালন।
শোন ভাই! ফিরে যদি না যায় জানকী
ফিরিব না আর অযোধ্যানগরে।

লক্ষ্মণ। কথা শোন স্নেহের অনুজ!
রামের বিচারে নির্ব্বাসিতা জনকদুহিতা
রামের আহ্বান বিনা
প্রাণান্তেও ফিরিবে না গৃহে।

শত্রুঘ্ন। জোর ক'রে নিয়ে যাবো গৃহে।

লক্ষ্মণ । অবহেলি রাজার আদেশ?

শত্রুঘ্ন । আমি রাজদ্রোহী ।

লক্ষ্মণ । ভাই বলি করিব না ক্ষমা ।

শত্রুঘ্ন । মৃত্যু দেবে? দাও—দাও,
হান শর, বক্ষ পাতি করিব গ্রহণ ।
ওই—শোনা যায় পত্রের মর্ম্মরধ্বনি !
ওই বুঝি চ'লে যায় শ্রীরামের সীতা !
মা জানকি !—মা জানকি !

[প্রস্থানোদ্যত]

লক্ষ্মণ । [শত্রুঘ্নকে ধরিয়া]
কোথা যাবি রে অবোধ?
রাজাদেশ করিতে লঙ্ঘন
আমি তোরে দিব না যাইতে ।

শত্রুঘ্ন । ছাড়—ছাড় দাদা ! পায়ে ধরি তব ;
মিলালো মর্ম্মরধ্বনি ।
চ'লে যায় শ্রীরামের সীতা ।

লক্ষ্মণ । যাক্—এই তার বিধিলিপি ।

শত্রুঘ্ন । বিধিলিপি মানিব না আমি ।

লক্ষ্মণ । কিন্তু আমি মানি, জোর ক'রে
তোরে আমি নিয়ে যাবো অযোধ্যায় ।
লবণবিজয়ী বীর ! এ দীনতা
সাজে না তোমায় ; চল যাই
শ্রীরামের পাশে, সীতার বিগ্রহ গড়ি
আজীবন করিব রে পূজা ।

মহাপাপী অযোধ্যার প্রজা, তাদের মাঝারে
মৌনমুখে আনত নয়নে জানকী দাঁড়ায় যদি,
সহিতে কি পারিবে ধীমান্?
চ'লে এস, থাক্ সীতা বিজন কাননে।

শত্রুঘ্ন। একা তুমি ফিরে যাও তবে;
হে অগ্রজ! বিদায় চরণে।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। ফিরে আয়—ফিরে আয়—[প্রস্থানোদ্যত]

গীতকণ্ঠে কালপুরুষের প্রবেশ।

কালপুরুষ :—

গীত।

চাস্‌নে তুই পিছন ফিরে সুমুখ পানে চা'।
ওই চেয়ে দেখ্ হাঁ ক'রে আছে একটা বাঘের ছা।
আপন যারা পর হবে রে দেবে না আর ঠাঁই,
একলা যাওয়ার সোজা পথে একলা যাওয়া চাই,
এলো রে ওই আষাঢ় নেমে, যেতে যেতে যাস্‌নে থেমে,
পিছের কাঁদন কাঁদুক পিছে দিস্‌নে রে তুই রা॥

তৃতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ।

গীতকণ্ঠে সত্যশরণের প্রবেশ।

সত্যশরণ।—

গীত।

ওগো সীতা! ওগো সীতা! ওগো সীতা গো!
জ্বালিয়ে গেছ হাজার বুকে শোকের চিতা গো!

রামের প্রবেশ।

চোখের জলে ভাসছে ধরা, কাঁদ্‌ছে পাখী আকুলকরা,
নদীর বুকে উঠ্‌ছে বেজে অশ্রু-গীতা গো।

[রাম কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন।]

আকাশ ভেঙ্গে নাম্‌ছে ধারা, দেয় না রবি আলো,
দিনের আলোয় অমানিশা শুধুই কালো কালো,
আয় মা ফিরে, আয় মা ঘরে, স্মৃতি যে তোর পাগল করে,
ওমা, তোর তরে আজ কেঁদে সারা বিশ্বপিতা গো!

[প্রস্থান

রাম। রাজ্যময় ব'য়ে যায় অশ্রুর সাগর;
প্রজানুরঞ্জনে প্রাণ সমা
জানকীরে দিনু বিসর্জ্জন,
বিশ্ব জুড়ি রামনামে তবু অভিযোগ,
রাজ্যময় হাহাকার ঘুচিল না তবু।
স্বর্গগত সূর্য্যবংশ নরপতিগণ!

আমারে করিও ক্ষমা; রাজত্বের যূপকাষ্ঠে
জীবনের সুখ শান্তি দিছি বলিদান,
বিনা দোষে জানকীরে ঠেলিয়াছি পায়,
নিঃস্ব আমি—নিঃস্ব আমি বিশ্বমাঝে আজ।

গীতকণ্ঠে বিজয়ার প্রবেশ।

বিজয়া।—

গীত।

ওরে, এই তো কলির সন্ধ্যা।
দু'নয়নে তোর আরও ব'য়ে যাবে অশ্রু-অলকনন্দা॥
এখনও গাহিছে গাছে গাছে পাখী, উদিছে সূর্য্য চন্দ্র,
এখনও বাজে নি হৃদয় ভাঙ্গিয়া ভৈরব মেঘমন্দ্র,
আসছে সে দিন, নহে বেশী দূর, বেহাগে মিলাবে পূরবীর সুর,
হাহাকারে তোর পড়িবে ঝরিয়া গোলাপ রজনীগন্ধা॥

[প্রস্থান।

রাম। নিয়ে এস হে নিয়তি! দুঃখের পশরা,
হান বাজ—আন মৃত্যু, আঘাতে আঘাতে
বক্ষ মোর চূর্ণ ক'রে দাও,
ফেলিব না একটী নিঃশ্বাস,
বিনা দোষে সীতারে দিয়েছি ডালি,
সহিও না পুরুষের হেন অবিচার।

উর্ম্মিলার প্রবেশ।

উর্ম্মিলা। মহারাজ!

রাম। কে—মাতা উর্ম্মিলা? কি মা?

ঊর্ম্মিলা। আর্য্য! আজ দু'দিন আপনি উপবাসী।

রাম। তাই তুমি নিজে এসেছ আমার ক্ষুধিত মুখে আহার্য্য তুলে দিতে?

ঊর্ম্মিলা। না এসে পার্‌লুম না। মায়েরা গৃহে নাই, দিদি—

রাম। হায় নারি! কোন্ কুসুমের কোমলতা দিয়ে তোমাদের হৃদয়খানি গড়া? আমার কলঙ্কের জঞ্জাল অঞ্চলে বেঁধে নি[illegible] সীতা গেল নির্ব্বাসনে, তুমি তার সহোদরা, আমার মুখে তোমার বিষ তুলে দেবার কথা—

ঊর্ম্মিলা। অপরাধী কর্‌বেন না মহারাজ! আমি ভুল বুঝেছিলুম; সাতা অমার বোন, কিন্তু আপনার সর্ব্বস্ব। তাঁর নির্ব্বাসন আপনি যদি সইতে পারেন, আমি কেন সইবো না মহারাজ?

রাম। কেন সইবে—কেন সইবে নারি? সংসার তোমাদের মাথায় অষ্টপ্রহর বজ্রাঘাত কর্‌বে, তবু তোমরা দেবে তার জয়ধ্বনি? তাই তো এত নির্য্যাতন তোমাদের! মাথা তোল—মাথা তোল নারি! পুরুষের গলা টিপে তোমাদের দাবী আদায় কর।

ঊর্ম্মিলা। না মহারাজ! তা হ'লে শিশুর কণ্ঠে কে পীযূষধারা ঢেলে দেবে? কর্ম্মক্লান্ত পুরুষের জন্য ক্ষুধার অন্ন তৃষ্ণার জল সাজিয়ে কে ব'সে থাক্‌বে? নারী চিরদিনই নারী; সে যদি পুরুষের সমান হা'তে চায়, সংসার তা হ'লে শুধু রণক্ষেত্র হ'য়ে উঠ্‌বে, স্নেহ-করুণার নাম গন্ধও তার থাক্‌বে না।

রাম। মা! না—আমারই ভুল; তুমি যে সীতার বোন, লক্ষ্মণের স্ত্রী। যাও মা—যাও, তৃষ্ণার জল, ক্ষুধার অন্ন সাজিয়ে রাখ গে, আমি যাচ্ছি। সেবায় দাসী, স্নেহে ভগিনীস্বরূপা, বসুন্ধরার মত সর্ব্বংসহা সীতাকে যে ত্যাগ কর্‌তে পারে তার চোখে অশ্রুজল সাজে না। [প্রস্থান।

ঊর্ম্মিলা। ভগবান্! এত দুঃখও তুমি মানুষকে দিতে পার! তুমি কি নিষ্ঠুর! তুমি কি নিষ্ঠুর! ভগবান্—

দুর্ম্মুখের প্রবেশ।

দুর্ম্মুখ। মহারাজ! মহারাজ কৈ মা?

ঊর্ম্মিলা। কেন দুর্ম্মুখ? আবার কি দুঃসংবাদ এনেছ?

দুর্ম্মুখ। আমার দুর্ভাগ্য মা! যত দুঃসংবাদ আমাকেই বহন ক'রে আন্‌তে হয়। আমি নীলাচলে গুরু বশিষ্ঠের সন্ধানে গিয়েছিলুম; তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, গুরুদেব! রামরাজ্যে অকালমৃত্যু কেন? তিনি চম্‌কে উঠ্‌লেন—ধ্যানযোগে সমস্ত জেনে আমায় বল্‌লেন, রামরাজ্যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অবমাননা হয়েছে; খুঁজে দেখ, এক শূদ্র ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছে।

ঊর্ম্মিলা। তাই রাজ্যে অকালমৃত্যু? তারপর?

দুর্ম্মুখ। রাজ্যময় অনুসন্ধান ক'রে দেখলুম, শূদ্র শূদ্রই র'য়ে গেছে, কোথাও সে মাথা তোলে নি; তার ভাঙ্গা ঘরে তেমনি আষাঢ়ের জল গড়িয়ে পড়ে, নিরন্তর কশাঘাত স'য়েও তেমনি ক'রে সে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের জয়ধ্বনি দিয়ে যায়, কারও বুকে একটু নিঃশ্বাসও জ'মে ওঠে না।

ঊর্ম্মিলা। তবে?

দুর্ম্মুখ। শুধু দেখ্‌লুম, দণ্ডকারণ্যে এক শূদ্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছে; চারিদিকে বন্যজাতিরা এসে তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আবার গুরু বশিষ্ঠের কাছে গেলুম, তিনি মহারাজের নামে এক আদেশপত্র দিয়েছেন।

ঊর্ম্মিলা। হতভাগ্য শূদ্র! হয় তো তাকে চিরকালের জন্য কারারুদ্ধ থাক্‌তে হবে, না হয় চির-নির্ব্বাসন।

উচ্ছৃঙ্খলবেশে শত্রুঘ্নের প্রবেশ।

শত্রুঘ্ন। আবার নির্ব্বাসন? কার নির্ব্বাসন?

উর্ম্মিলা। দেবর। দেবর! একি মূর্ত্তি তোমার! মুখে আষাঢ়ের ঘন মেঘ, চক্ষু কোটরগত, দু'চোখে অবিরল অশ্রুধারা। ভাই!—ভাই! এ কি করুণ মূর্ত্তি তোমার?

শত্রুঘ্ন। শুধু বাইরের মূর্ত্তি দেখেই আকুল হ'য়ে উঠেছ দেবি। অন্তরটা যদি দেখাতে পারতুম!

উর্ম্মিলা। মহারাণীকে ফেরাতে পারলে না কুমার?

শত্রুঘ্ন। হয় তো পারতুম, বাদী হ'লো আর্য্য লক্ষ্মণ। বাল্মীকির তপোবনে আজ বোধনের উৎসব, বিজয়ার কান্না শুধু এই অযোধ্যায়। পল্লীর পর পল্লী অতিক্রম ক'রে এলুম, শুধু বিষাক্ত বাতাস—শুধু শ্মশানের বহ্নিজ্বালা; কেউ বল্ছে না যে রাম ন্যায়বিচার করেছেন।

দুর্ম্মুখ। মানুষ এমনি হীন; এদের জন্য যে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মরে, এরা তাকেই দু'হাত পূরে অভিশাপ দেয়।

শত্রুঘ্ন। তাই ফিরে এসেছি দুর্ম্মুখ! রাজার কাছে শুধু এক দিনের জন্য সিংহাসনটা ভিক্ষা চেয়ে নেবো; তারপর দেখবো কত শক্তি এই অযোধ্যার প্রজাদের।

উর্ম্মিলা। বাল্মীকির তপোবনে কি দেখে এলে দেবর?

শত্রুঘ্ন। দেখলুম, সীতার চরণস্পর্শে শুষ্ক তরু মঞ্জরিত—তমসার কূলে কূলে যৌবনের কলোচ্ছ্বাস—বিহঙ্গের গানে, মলয়ের আন্দোলনে স্বর্গের শোভা বাল্মীকির তপোবনে।

উর্ম্মিলা। কৃতার্থ তুমি মহর্ষি বাল্মীকি! ধন্য তোমার তপোবন।

[প্রস্থান।

দুর্ম্মুখ। আর এই অযোধ্যা—

রামের পুনঃ প্রবেশ।

রাম। লক্ষ্মীহীন—নিরানন্দ—রৌরব নরক। দুর্ম্মুখ! আবার কি দুঃসংবাদ এনেছ? বল—বল, এখনও মায়েরা আছেন, ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন আছে। কেউ থাক্‌বে না দুর্ম্মুখ! আমি দৈববাণী শুনেছি, নিয়তির আরও দণ্ড আমার শিরে উদ্যত রয়েছে, বল—বল, কি বল্‌লেন, গুরুদেব? কেন রাজ্যে অকালমৃত্যু?

দুর্ম্মুখ। মহারাজ! দণ্ডকারণ্যে এক শূদ্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'রে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অবমাননা করেছে।

রাম। তার জন্য অযোধ্যায় অকালমৃত্যু? বাঃ—বা রে রাজত্ব! তারপর কি বিধান দিয়েছেন? সেই শূদ্রের যজ্ঞ পণ্ড কর্‌তে হবে না তাকে কারারুদ্ধ কর্‌তে হবে?

দুর্ম্মুখ। [নীরবে রামের হস্তে বশিষ্ঠের পত্র দিল।]

রাম। [পত্র পাঠ করিয়া বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন] হত্যা?

সকলে। হত্যা?

লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। কার হত্যা দাদা?

রাম। লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! দশমীর প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছ? পথ প্রান্তর জ্ব'লে পুড়ে গেল না? সরযূ শুকিয়ে গেল না? বনের গাছপালাগুলো ঝটিকায় ভেঙ্গে পড়্‌লো না?

শত্রুঘ্ন। না মহারাজ! যেখানকার যা ছিল, সব ঠিক আছে, অযোধ্যার এত বড় বিপর্য্যয়ে কারও বুকের একখানা অস্থিও খ'সে পড়ে নি।

রাম। লক্ষ্মণ! এমন পত্নী কে কবে পেয়েছিল? হৃদয়ে ধৈর্য্য,

নয়নে করুণা, দু'হাতে সেবার অর্ঘ্য,—ওঃ লক্ষ্মণ! আমার বিজয়লক্ষ্মী সীতা, ~~হরধনু ভঙ্গ ক'রে সীতাকে আমি লাভ করেছিলুম~~। সইলো না, নিয়তি আমার সোনার সংসারে আগুন ধরিয়ে দিলে!

লক্ষ্মণ। দাদা! মা জানকী নেই; তুমি যদি এমন আকুল হও, কে আমাদের স্নেহের ছায়ায় আশ্রয় দেবে? কে মুছিয়ে দেবে আমাদের অশ্রুজল?

শত্রুঘ্ন। না—কাঁদতে দাও; খুব কাঁদো—খুব কাঁদো। তুমি কাঁদবে না তো কাঁদবে কে? হীন প্রজাদের মুখের কথায় মঙ্গল ঘট পায়ে ঠেলেছ তুমি, আমরণ তুমি এমনি অশ্রুজলে তার প্রায়শ্চিত্ত কর!

লক্ষ্মণ। শত্রুঘ্ন! শত্রুঘ্ন! এই বুকটায় একবার হাত দিয়ে দেখ্; তারপর দিস্ অভিশাপ।

রাম। শুধু অভিশাপ নয় শত্রুঘ্ন! মৃত্যু দিতে পারিস্? ধর্—ধর্ অস্ত্র, কেউ বাধা দেবে না।

শত্রুঘ্ন। দাদা!—[কাঁদিয়া ফেলিলেন।]

রাম। ভাই!

লক্ষ্মণ। দাদা! ক্লান্ত তুমি, বিশ্রামাগারে চল।

রাম। বিশ্রাম? লক্ষ্মণ। বিশ্রামের অবসর নেই, চল ভাই দণ্ডকারণ্যে। এক শূদ্র বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'রে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অপমান করেছে, তাই রাজ্যে অকালমৃত্যু। তার সম্বন্ধে এই দেখ গুরুদেবের আদেশ। [পত্র দিলেন।]

লক্ষ্মণ। [পাঠ করিয়া] হত্যা? মহারাজ! শূদ্র কি মানুষ নয়? সে শুধু আজীবন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের পদলেহন করতেই জন্মেছে? তার প্রাণপাত সেবার বিনিময়ে এরা তাকে ভগবানের পূজার অধিকারও দেবে না? মহারাজ! বিনা দোষে একজন প্রজার শিরশ্ছেদ করবেন না।

শত্রুঘ্ন। বিনা দোষে মহারাণীর নির্ব্বাসন যদি হ'তে পারে, একজন প্রজার শিরশ্ছেদ কেন হবে না? হত্যা কর, রাজ্যটাকে মরুভূমি ক'রে ফেল।

রাম। গুরুর আদেশ; লক্ষ্মণ! বিচার ক'রো না—অভিযোগ ক'রো না। রাজার কর্ত্তব্য এমনি কঠোর—তার বুকে মায়া-মমতার স্থান নেই—তার হৃদয় দধীচির অস্থি দিয়ে গড়া।

লক্ষ্মণ। বেশ, তবে আমি একাই যাচ্ছি সেই শূদ্রের শিরশ্ছেদ করতে। ইন্দ্রজিৎকে চোরের মত হত্যা করেছি, জানকীকে জল্লাদের মত ডালি দিয়েছি; যত কলঙ্ক আমার মুখে ছাপ মারা থাক্, তুমি থাক সূর্য্যের মত নিষ্কলঙ্ক।

রাম। না লক্ষ্মণ! সীতার পদচিহ্নিত দণ্ডকারণ্যের সেই শ্যামল মাটি আমি আর একবার দেখ্‌তে চাই। চল—চল। শত্রুঘ্ন! যতদিন আমি না ফিরি, আমার প্রতিনিধি হ'য়ে তুমি এই রাজ্য শাসন ক'রো। এস লক্ষ্মণ!

[রাম ও লক্ষ্মণের প্রস্থান।

শত্রুঘ্ন। দুর্ম্মুখ! আমি আজ হ'তে রাজপ্রতিনিধি; আমার আদেশ নির্ব্বিবাদে পালন করবে?

দুর্ম্মুখ। কেন করবো না কুমার?

শত্রুঘ্ন। তা হ'লে আমার এই প্রথম আদেশ—এই রাজ্যের যে যেখানে মহারাণী সীতার নিন্দাবাদ করেছে, তাদের বেঁধে আমার কাছে নিয়ে এস। নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধের বিচার নেই; যাদের জন্য আমাদের সুখ-শান্তি জ্ব'লে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে, তাদের আমি সুখে বাস করতে দেবো না; বিচার করবো—কঠোর বিচার!

দুর্ম্মুখ। কুমার! আমি গুপ্তচর, গুপ্ত সংবাদ বহন করাই আমার কর্ত্তব্য; প্রজাদের বেঁধে আন্‌তে—

শত্রুঘ্ন। তুমি ছাড়া কেউ পার্‌বে না দুর্ম্মুখ! তুমিই জান, তাদের সন্ধান। নিয়ে এস—বেঁধে নিয়ে এস ; আমি দেখ্‌তে চাই, কোন্ মুখে তারা সীতার কলঙ্ক ঘোষণা করেছে। প্রজানুরঞ্জন—প্রজানুরঞ্জন! এমন প্রজানুরঞ্জন কর্‌বো, যা শুনে রাম-লক্ষ্মণকে ছুটে আস্‌তে হবে, তারপর রাম যদি দণ্ড দিতে চান, বুক পেতে বজ্রাঘাত নেবো, নিজের মাথাটা উপহার দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বো। [প্রস্থান।

দুর্ম্মুখ। অযোধ্যার রাজত্বের এই বোধ হয় অবসান! হবে না? রাজলক্ষ্মী চ'লে গেছে ; সীতা নাই—অযোধ্যায় সীতা নাই!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

গোবর্দ্ধনের বাটী।

ভজার প্রবেশ।

ভজা। মাসি! মাসি! ও মাসি!

রুক্মিণীর প্রবেশ।

রুক্মিণী। কি রে ভজা!

ভজা। বর আস্‌ছে—বর আস্‌ছে, বরণডালা সাজাও শীগ্‌গির! আমি শানাই, ঢোল, কাড়ানাগ্‌ড়া সব ঠিক ক'রে দিয়ে এসেছি। চট্‌পট্ কাজ সারো—চট্‌পট্! পাড়ার লোক সব বউ দেখ্‌তে এলো ব'লে! তুমি যে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলে গো! হাত চালিয়ে নাও।

রুক্মিণী। সত্যি সত্যি মড়া বিয়ে করলে, আর তুই হ'লি তার ঘটক ?

ভজা। শুধু ঘটক কি গো মাসি, বরকর্ত্তা। হাত চালিয়ে নাও মাসি—হাত চালিয়ে নাও।

রুক্মিণী। তুই গিয়ে হাত চালা। আমি চললুম, পুরুষের ঘর আমি আর করবো না।

ভজা। আরে কে বলছে তোমায় পুরুষের ঘর করতে, এবার সতীনের ঘর করবে।

রুক্মিণী। মুখে আগুন সতীনের। [প্রস্থানোদ্যতা]

ভজা। আরে—আরে, যাচ্ছ কোথায় ? ও মাসি—ও মাসি! আরে, সতীনের মুখ দেখে যাও—

রুক্মিণী। তুই দেখ, আর তোর মেসো মুখপোড়া দেখুক।

ভজা। তুমি গেলে বউ-বরণ কে ?

রুক্মিণী। যার খুসী করুক্ গে।

ভজা। তা বাছা! তুমি রাগ করলে চলবে কেন ? তুমি রাঁধবে না, বাসন মাজবে না, কিচ্ছুটী করবে না : বিয়ে না করলে বেচারীর চলবে কি ক'রে ?

রুক্মিণী। চলুক বা না চলুক্, আমি কারও সাতেও নেই, পাঁচেও নেই ; আমি মোদ্দা আর পুরুষের মুখ দেখবো না।

ভজা। কোথায় যাবে ?

রুক্মিণী। যে দিকে দু'চোখ যায়।

ভজা। ভাগাড়ে ?

রুক্মিণী। যেখানেই হোক্ ; এই যাত্রাই আমার মহাযাত্রা।

[প্রস্থান।

ভজা। [চেঁচাইয়া] চিঠি-পত্র লিখো মাসি, চিঠি-পত্র লিখো।

যাক্—দিন কতক ঘাস জল খেয়ে আসুক্। [নেপথ্যে সানাইয়ের শব্দ হইল।] ওই রে, বর আস্‌ছে,—বর আস্‌ছে! ওগো পাড়া-পড়্‌শীরা! তোমরা বউ-বরণ করবে এস গো!

একটী ক্ষুদ্র ক'নে সহ বরবেশী গোবর্দ্ধনের প্রবেশ।

ভজা। এস—এস, নতুন মাসী এস! এ সব ঘর-দোর, খাট-বিছানা, কাঁথা-বালিশ, উনুন-মাচা সবই তোমার। কুন্তী যেমন নকুল সহদেবকে পুষেছিল, তুমি আমাদের দু'জনকে তেমনি পালন কর।

গোবর্দ্ধন। ওরে ব্যাটা ভজা! লোকজন সব কই রে?

ভজা। আস্‌ছে মেসোমশাই, আস্‌ছে। ~~ওগো, তোমরা এস না গো~~—

গীতকণ্ঠে প্রতিবেশিনীগণের প্রবেশ।

প্রতিবেশিনীগণ।—

গীত।

ওলো বুড়োর ক'নে কচিখুঁকি।
ঘোমটা খোল্ দেখে নিই চাঁদমুখী কি বাঁদরমুখী॥
বাপের গলায় কলসী দড়ী, মায়ের মুখে ছাই,
ঘরে কি বিষ ছিল না, পুকুরে জল কি নাই?
পান ছেঁচা আর গয়ের ফেলা, এতেই যাবে সারা বেলা,
রেতের বেলা পরের ঘরে মাবৃবি শুধু উঁকি-ঝুঁকি॥

প্রতিবেশিনীগণ। কৈ গো বউ! দেখি বাছা মুখখানি—

ক'নে। ভাগ্; শুধু হাতে মুখ দেখ্‌তে এসেছে!

১ম প্রতিবেশিনী। ওমা, একি বউ গো!

গোবর্দ্ধন। তোমাদেরই বা কি রকম আক্কেল? শুধু হাতে বউ দেখ্‌তে এসেছো?

প্রতিবেশিনীগণ। যেমন বুড়ো বর, তেমনি তার বউ।

[রাগতভাবে প্রস্থান ।

গোবর্দ্ধন। বেরিয়ে যাও, যত সব নষ্ট মেয়েমানুষ! আমি নিজেই বউ-বরণ করবো।। সেই মাগীই বা কোথায় গেল? ঘাড় ধ'রে বার ক'রে দেবো, পিঠের ছাল তুলে নেবো। পাজী নচ্ছার হতভাগা মেয়েমানুষ কোথাকার।

ক'নে। [ক্রন্দনের সুরে] উঁ—উঁ—উঁ, আমায় বকলে, উঁ—উঁ—উঁ।

গোবর্দ্ধন। [ক'নের চিবুক ধরিয়া] আরে তোমাকে না, তোমাকে না: তোমায় কি বকতে পারি? তুমি হ'লে গিয়ে আমার প্রাণের প্রাণ, চোখের তারা—

ক'নে। উঁ—উঁ—উঁ—[ক্রন্দন]

গোবর্দ্ধন। এই দেখ দেখি! আরে, কাঁদছো কেন?

ক'নে। আমি এখানে থাকবো না, আমি চ'লে যাবো। উঁ—উঁ—উঁ—[ক্রন্দন ও প্রস্থানোদ্যতা]

গোবর্দ্ধন। [আঁচল টানিয়া ধরিল।] আরে, শোন না—

[ক'নে সহসা শাড়ীখানা খুলিয়া ফেলিল, মাথার পরচুল ফেলিয়া দিল, বরের হাতে শাড়ীর একপ্রান্ত ধরা রহিল : শাড়ী-চুলমুক্ত হইয়া একটি বালক বাহির হইয়া পড়িল।]

গোবর্দ্ধন। [সবিস্ময়ে] এঁ্যা—

[বালকের প্রস্থানোদ্যোগ, ভজা তাহাকে আগুলিয়া দাঁড়াইল।]

ভজা। ওগো নতুন মাসি! আরে পালাচ্ছ কোথা? ওগো মেসো, ধর না গো!

গোবর্দ্ধন। [ক'নের প্রতি] শালা ডিংরে! চালাকি মারতে এসেছ? বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা রে শাল.! তোকে আমি কচুকাটা করবো— [কাপড় বাগাইতে লাগিল।]

ক'নে। ঘোড়ার ডিম কর্‌বে।

[বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া প্রস্থান।

গোবর্দ্ধন। গেল—গেল, মান-সম্ভ্রম টাকা-কড়ি সব গেল। হায়-হায়-হায়! গয়নাগাঁটিশুদ্ধ পালিয়ে গেল যে!

ভজা। এঃ—ভারি ঠকানোটা ঠকালে!

গোবর্দ্ধন। তুই বেটাই-তো যত নষ্টের গোড়া; একটা বহুরূপী ছেলের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ ক'রে আমার টাকা-কড়ি ঠকিয়ে নেবার মতলব! আমি তোকে—[যষ্টি উঠাইল।]

ভজা। আরে, থামো না মেসোমশাই!

গোবর্দ্ধন। থাম্‌বো? তোকে যদি না আমি—

ভজা। আরে, আমি কি কর্‌লুম? তোমার কপালে সুখ নেই, মেয়েমানুষ পুরুষমানুষ হ'য়ে গেল।

গোবর্দ্ধন। হায়-হায়-হায়! আমার মান-সম্ভ্রম টাকা-কড়ি সব গেল; এর চেয়ে আমার পুরানো হাঁড়িই যে ছিল ভাল!

ভজা। পুরানো হাঁড়িও যে ফেটে গেছে মেসোমশাই! মাসী আমার মনের দুঃখে বিবাগী হ'য়ে চ'লে গেছে!

গোবর্দ্ধন। এ্যাঁ—সেও নেই? কুলে কালি দিয়ে পালিয়ে গেল! গেল—গেল, সব গেল! [ক্রন্দনের সুরে] ওগো গিন্নি গো—

ভজা। হায়-হায়-হায়!

গোবর্দ্ধন। তুমি কোন্ মুখে গেলে গো—

ভজা। হায়-হায়-হায়!

গোবর্দ্ধন। আমার একুল ওকুল দুকুল যে গেল গো—

ভজা। হায়-হায়-হায়!

গোবর্দ্ধন। খবরদার বেটা, তুই হায়-হায় করিস্ নি।

ভজা। করছি কি সাধে? একটু ক্ষিদে ক'রে নিই।

গোবর্দ্ধন। লাগা—শালার ঘরে আগুন লাগা; কি হবে ঘর-দোর নিয়ে? লাগা আগুন—লাগা আগুন— [দ্রুত প্রস্থান।

ভজা। সত্যি সত্যি ব্যাটা ঘরে আগুন লাগাবে না কি? ওগো মাসি গো!—

প্রতিবেশিগণের প্রবেশ।

সকলে। কি—কি, কি হয়েছে?

ভজা। আমাদের একটা ঘোড়ার ডিম হয়েছে, খাবে?

১ম প্রতিবেশী। পাজি!

২য় প্রতিবেশী। নচ্ছার!

৩য় প্রতিবেশী। গাধা!

[সকলে প্রস্থানোদ্যত হইল।]

ভজা। আরে, শোন—শোন, কথা আছে।

সকলে। [ফিরিয়া] কি?

ভজা। কথা এই, আমি বড় আপ্যায়িত হ'লুম।

১ম প্রতিবেশী। অপগণ্ড!

২য় প্রতিবেশী। কুষ্মাণ্ড!

৩য় প্রতিবেশী। ষণ্ড!

১ম প্রতিবেশী। আরে—আরে, আগুন—আগুন যে! চল—চল!

গোবর্দ্ধনের পুনঃ প্রবেশ।

গোবর্দ্ধন। এই, খবরদার! আমার ঘরের আগুন কেউ নেভাতে পাবে না। ~~বেরোও—বেরোও, এক্ষুনি বেরোও~~।

~~[প্রতিবেশিগণের প্রস্থান~~।

গোবর্দ্ধন। যাক্—সব পুড়ে যাক্; আমিও পুড়্বো।

ভজা। তা কি হয়? বেরিয়ে এস—বেরিয়ে এস। [গোবর্দ্ধনকে টানাটানি করিতে লাগিল।]

গোবর্দ্ধন। ধর্‌লি যে বড়? বেরো বেটা বাড়ী থেকে।

ভজা। তুমি বেরিয়ে এস না!

গোবর্দ্ধন। না—আমি পুড়্বো—মর্‌বো—ভূত হ'য়ে তোর রক্ত খাবো।

ভজা। না ম'রেও ভূত হওয়া যায় মেসোমশাই, যেমন তুমি হয়েছ। এস—এস!

গোবর্দ্ধন। ওগো গিন্নি গো!

ভজা হায়-হায়-হায়!—

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ।

শত্রুঘ্নের প্রবেশ।

শত্রুঘ্ন। পেয়েছি—পেয়েছি, এতদিনে তোমাদের পেয়েছি অযোধ্যাবাসিগণ! বিচার কর্‌বো—কঠোর বিচার! বাধা দিতে কেউ নেই। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত স্থানান্তরে, জানকী নির্ব্বাসনে; এই মাহেন্দ্র যোগ। দুর্ম্মুখ! দুর্ম্মুখ!

দুর্ম্মুখের প্রবেশ।

দুর্ম্মুখ। কুমার!

শত্রুঘ্ন। অপরাধীরা সবাই বন্দী?

দুর্ম্মুখ। হাঁ কুমার! কেবল দু'জনের সন্ধান পাই নি।

শত্রুঘ্ন। কে তারা?

দুর্ম্মুখ। একজন অজ্ঞাতকুলশীল যুবক, আর একজন চক্রধর মিশ্র।

শত্রুঘ্ন। চক্রধর মিশ্র—বিখ্যাত শস্ত্র-শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ? সেও এর মধ্যে?

দুর্ম্মুখ। সেই এ যজ্ঞের পুরোহিত।

শত্রুঘ্ন। সন্ধান কর—সন্ধান কর; যেখানেই থাক্ সে ব্রাহ্মণ, তাকে বেঁধে আমার কাছে নিয়ে আসা চাই! আমি দেখ্‌বো তার রসনায় কত বিষ! আর সেই অজ্ঞাতকুলশীল যুবক—তাকে জীবিত হোক, মৃত হোক্, আমার কাছে আন্‌তে হবে। বন্দীদের নিয়ে এস, আমি বিচার করবো।

দুর্ম্মুখ। কুমার। এরা নির্ব্বোধ, এদের চটুল রসনা মহতের নিন্দা-বাদ ক'রে নিজেকেই ক্ষত-বিক্ষত করে। যেখানে শান্তি—যেখানে নিরবচ্ছিন্ন সুখ, সেখানেই এরা চিরদিন তপ্তনিঃশ্বাস ফেলে আস্‌ছে। বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে এমন একটা জাতি আছে, যারা শুধু চন্দ্রের কলঙ্কই দেখে, শুভ্র জোৎস্না দেখ্‌তে জানে না; তবু ভগবান্ এদের আবহমানকাল স'য়ে আস্‌ছেন।

শত্রুঘ্ন। ভগবান্ কি না স'য়েছে দুর্ম্মুখ! সীতা-নির্ব্বাসনে একটু ভূমিকম্প হ'লো না, জলোচ্ছ্বাস এলো না, মহামারীতে দেশ ছেয়ে গেল না; তাঁর সহিষ্ণুতা মাথায় থাক্, আমি—আমি এ মহাপাপ সইবো না।

দুর্ম্মুখ। সইতে হবে কুমার! চোখের উপর দেখ্‌ছো, প্রজাদের

সুখের জন্য নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে যিনি পেয়েছেন বজ্রাঘাত, তাঁর মুখে একটা অভিশাপ নেই ; হীন প্রজাদের কৃতঘ্নতা স'য়ে ক্ষত-বিক্ষত দেহে তিনি তাদেরই মঙ্গলের জন্য ছুটেছেন। যাঁর ব্যাধি, তিনি যদি সইতে পারেন, তুমি কেন সইবে না কুমার ?

শত্রুঘ্ন। তিনি যে রামচন্দ্র, পরম শত্রু রাবণের কাছে যিনি রাজনীতি শিক্ষা করেছিলেন। আমি রক্ত মাংসে গঠিত মানুষ—আমি শত্রুঘ্ন, শত্রুর জন্য আমার হাতে পুষ্পাঞ্জলি নেই দুর্ম্মুখ! আছে এই শাণিত তরবারি।

উর্ম্মিলার প্রবেশ।

উর্ম্মিলা। ফেলে দাও—ফেলে দাও তরবারি। লবণ দানবকে সবংশে বধ ক'রে তুমিও কি দানব হ'য়ে এসেছ ?

শত্রুঘ্ন। দেবি!

উর্ম্মিলা। ছিঃ দেবর, ছিঃ! রামরাজত্বে নরবলি?

শত্রুঘ্ন। তুমি না এদের বিরুদ্ধে একদিন অস্ত্র ধরেছিলে?

উর্ম্মিলা। ভুল বুঝেছিলুম ; সন্তান মায়ের বুকে পদাঘাত করলেও মা কখনও পুত্রের মৃত্যু চায় না। যতই অপরাধী হোক্ এরা, তবু আমাদের অবোধ সন্তান!

শত্রুঘ্ন। আমায় ক্ষমা কর দেবি! দু'দিনের জন্য আমি রাজ-প্রতিনিধি, এর মধ্যে আমি সীতা-নির্ব্বাসনের চরম প্রতিশোধ নেবো।

উর্ম্মিলা। কি করবে?

শত্রুঘ্ন। হত্যা করবো।

দুর্ম্মুখ। মহারাজ গেছেন প্রজাদের অকালমৃত্যু নিবারণ করতে, আর তুমি এদের স্বেচ্ছায় অকালমৃত্যু দেবে?

উর্ম্মিলা। কেন দেবর, কেন তুমি এদের বেধে এনেছ? যাঁর প্রেমে বনের বানর বশীভূত, তাঁর ভাই তুমি, কেন অবোধ প্রজাদের মৃত্যু চাও?

শত্রুঘ্ন। কেন চাই? ওই উপরের দিকে চেয়ে পিতা দশরথকে জিজ্ঞাসা কর, কেন তিনি আমার নাম শত্রুঘ্ন রেখেছিলেন?

উর্ম্মিলা। যে শত্রুকে বধ কর্‌তে তিনি নির্দ্দেশ করেছেন, সে মানব-শত্রু নয়, তোমার এই ক্রোধ-শত্রু।

শত্রুঘ্ন। মানব-শত্রুর বুকের রক্ত ঢেলে অন্তরের শত্রুকে শীতল কর্‌বো।

দুর্ম্মুখ। তা হ'লে মহারাজ রামচন্দ্র তোমার মুখ দেখ্‌বেন না কুমার!

শত্রুঘ্ন। মহারাণী সীতা তো দেখ্‌বেন? তাই ভাল, আমি তাই চাই! যাও দুর্ম্মুখ! তাদের নিয়ে এস।

দুর্ম্মুখ। ভগবান্! ভগবান্! রক্ষা কর অবোধ প্রজাদের।

[প্রস্থান।

উর্ম্মিলা। দেবর!

শত্রুঘ্ন। দোহাই তোমার! কথা ক'য়ো না, টিক্‌বে না! সীতা-নামে যারা কলঙ্ক দিয়েছে, তাদের—

দুর্জ্জয়ের প্রবেশ।

দুর্জ্জয়। হত্যা কর্‌বে?

শত্রুঘ্ন। কে তুমি?

দুর্জ্জয়। আমিও তাদের একজন।

শত্রুঘ্ন। তুমিও কি অযোধ্যার প্রজা?

দুর্জ্জয়। না।

শত্রুঘ্ন। তবে কেন তুমি সাধ ক'রে এ আগুনে ঝাঁপ দিতে এলে?

দুর্জ্জয়। কেন? তার আগে আমি জিজ্ঞাসা করি, কেন তুমি মহাবল

লবণ দানবকে সবংশে বধ করেছিলে ? এত বড় সাম্রাজ্য তোমাদের, ঐশ্বর্য্যের বিশাল স্তূপের উপর ব'সে আছ তোমরা, জগৎ-জোড়া তোমাদের প্রতিষ্ঠা, তবু দীনের পর্ণকুটীরে দস্যুর মত হানা দেওয়া চাই ? ক্ষুদ্র একখানি ভূমিখণ্ড নিয়ে দানবরাজ সুখে বাস কর্‌ছিলেন, তাও তোমাদের সইলো না ?

শত্রুঘ্ন। না—সইলো না ; যার বিষাক্ত নিঃশ্বাস গোটা রাজ্যটাকে জ্বালিয়ে দেয়, রাজার বিচার তাকে ক্ষমা করে না।

উর্ম্মিলা। কে তুমি যুবক ?

দুর্জ্জয়। কে আমি ? আমি সেই নির্য্যাতিত পদদলিত জাতির শেষ বংশধর—লবণ দানবের পুত্র।

উর্ম্মিলা। পালাও অবোধ! পালাও ; কেন এসেছ যমের মুখে মাথা গলিয়ে দিতে ?

দুর্জ্জয়। মাথা গলিয়ে দিতে আসি নি নারি! এসেছি যমের মাথাটা ছিঁড়ে নিয়ে যেতে।

শত্রুঘ্ন। বটে ! লবণ দানবের পুত্র ব'লে তোমায় ক্ষমা কর্‌তে পার্‌তুম, কিন্তু তুমি সীতার কলঙ্কঘোষণা করেছ, এ অপরাধের মার্জ্জনা নাই।

দুর্জ্জয়। কি কর্‌বে ?

শত্রুঘ্ন। তোমার শিরশ্ছেদ। [অসি নিষ্কাশন]

দুর্জ্জয়। তার পূর্ব্বে তোমার মৃত্যু। [অসি নিষ্কাশন]

উর্ম্মিলা। [বাধা দিয়া] ক্ষান্ত হও।

শত্রুঘ্ন। দেবি !

দুর্জ্জয়। স'য়ে যাও নারি !

প্রণবের প্রবেশ।

প্রণব। [দুর্জ্জয়কে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ] স'রে যাও তুমি !

দুর্জ্জয় । উঃ—[আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল ।]

ঊর্ম্মিলা । একি ! [দুর্জ্জয়কে ধরিলেন ।]

প্রণব । পিতৃঋণ-পরিশোধের অবতরণিকা । [প্রস্থান ।

বন্দী প্রজাগণ সহ দুর্ম্মুখের প্রবেশ ।

দুর্ম্মুখ । সাবাস পুত্র—সাবাস ! কুমার ! এই সেই অজ্ঞাতকুলশীল যুবক ; হত্যা করতে হয়, এই যুবককে হত্যা কর । আর সেই ব্রাহ্মণকে যেখানে পাই, হাতে পায়ে বেঁধে নিয়ে আস্‌বো । দু'জনকে এক মশানে বলি দিতে হবে । জল্লাদের কর্ত্তব্যটা আর কেউ না পারে, আমিই কর্‌বো ।

শত্রুঘ্ন । শৃঙ্খলিত কর ।

ঊর্ম্মিলা । না—না, শৃঙ্খলিত ক'রো না । চেয়ে দেখ দেবর ! অভাগার ক্ষতস্থান হ'তে গোমুখী ধারায় রক্তস্রাব হ'চ্ছে ; আর মরার উপর খাঁড়ার ঘা দিও না, তা হ'লে আকাশ ভেঙ্গে মাথায় পড়্‌বে ।

শত্রুঘ্ন । না দেবি ! আকাশটা পাথর দিয়ে গড়া, নইলে জানকীর নির্ব্বাসনে তো ভেঙ্গে পড়্‌লো না ! দুর্ম্মুখ ! [ইঙ্গিত করিলেন ।]

দুর্জ্জয় । আমায় বন্দী কর্‌বে ? সিংহশাবককে তৃণগুচ্ছ দিয়ে বাঁধ্‌বে ? বাঁধ—বাধ ; যদি বাঁচি , দেখ্‌বো কত বড় শক্তিমান তোমরা ! [দুর্ম্মুখ দুর্জ্জয় কে বন্দী করিল ।] নারি ! ক্ষতস্থানটা একটু চেপে ধর্‌তে পার ? আর এই তলোয়ারখানা একবার—উঃ, শক্তিহীন—শক্তিহীন !

শত্রুঘ্ন । প্রজাগণ । এইবার তোমাদের বিচার । স্বপক্ষে তোমাদের কিছু বল্‌বার আছে ?

প্রজাগণ । [নীরব রহিল ।]

শত্রুঘ্ন । নীরবে নতমুখে কাঁদলে চল্‌বে না প্রজাগণ । বল, কেন তোমরা তোমাদের দয়ালু রাজার বক্ষে এ বজ্রাঘাত করেছ ?

দুর্জ্জয়। মূর্খ প্রজাগণ! ভীরু ফেরুপালের মত নীরবে অশ্রু বর্ষণ কর্‌ছো! বল—সীতা কলঙ্কিনী।

উর্ম্মিলা। হতভাগ্য যুবক! মৃত্যুই তোমার বাঞ্ছনীয়।

শত্রুঘ্ন। উত্তর দেবে না প্রজাগণ?

উর্ম্মিলা। বল্—বল্ ওরে অবোধ প্রজাগণ! আমরা অনুতপ্ত—সীতা কলঙ্কিনী নয়—তাঁর অগ্নিপরীক্ষা আমরা বিশ্বাস করি—তাঁর পবিত্রতার পায়ে আমরা মাথা নত করি। বল্ ওরে মা-হারা অভাগার দল! আমাদের ভাঙ্গা ঘরে আবার আমরা মাকে প্রতিষ্ঠা কর্‌তে চাই।

দুর্ম্মুখ। বল প্রজাগণ! যদি বাঁচতে চাও—

দুর্জ্জয়। না—বাঁচতে চায় না ওরা।

শত্রুঘ্ন। দুর্ম্মুখ! এরা কৃতঘ্ন—মহাপাপী—পাষণ্ড; ভগবান্ ভুল ক'রে এদের মুখে ভাষা দিয়েছেন। যে রসনায় এরা জানকীর নিন্দাবাদ করেছে, এই অস্ত্রে সে রসনা ছেদন কর।

দুর্ম্মুখ। কুমার!

উর্ম্মিলা। একি বীভৎস দণ্ড? রামরাজ্যে সহস্রাধিক প্রজার রসনা ছেদন।

শত্রুঘ্ন। নইলে কাল আবার এরাই তোমার কলঙ্কঘোষণা করবে দেবি!

উর্ম্মিলা। করুক্; তবু এদের ভাষায় বঞ্চিত ক'রো না। এরা অবোধ, এদের স্বাধীন সত্তা নাই; যা শোনে, নিঃসংশয়ে তাই বিশ্বাস করে। এদের শাস্তি দিতে পাবে না, আমি বাধা দেবো।

শত্রুঘ্ন। বাধা মান্‌বো না দেবি! এক রাজা ছাড়া আমার এ বিচার নিষ্ফল কর্‌তে কেউ পার্‌বে না। এ বিচার শুধু আমার নয় সমস্ত জগৎ এদের দণ্ড চায়, গোটা ভবিষ্যৎ এদের দণ্ড চায়।

উর্ম্মিলা। ওঃ—কি নিষ্ঠুর তুমি দেবর!

শত্রুঘ্ন। দুর্ম্মুখ!

দুর্ম্মুখ। আমি পার্‌বো না কুমার, এ আদেশ পালন কর্‌তে!

শত্রুঘ্ন। পার্‌বে না? দুর্ম্মুখ! আমার আদেশ কি ছেলেখেলা?

দুর্ম্মুখ। তা জানি না; তবে এই অজ্ঞান প্রজাদের রসনা ছেদন ক'রে রামরাজ্যের কোন গৌরব বাড়্‌বে না, এটা নিশ্চয়। যারা এদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে, তাদের যে কোন শাস্তি দিতে বল, আমি প্রস্তুত: কিন্তু এ নৃশংস আচরণ—

শত্রুঘ্ন। তোমায় বিচার কর্‌তে ডাকি নি দুর্ম্মুখ! ডেকেছি আদেশ পালন কর্‌তে। মনে রেখো, আমি প্রভু—তুমি ভৃত্য।

দুর্ম্মুখ। "ভৃত্য!" ঠিক—ঠিক, অনভ্যাসে ভুলে গিয়েছিলুম কুমার! শৈশব হ'তে তোমাদের এত বড় হ'তে দেখ্‌লুম; আমার চোখের উপর তোমাদের জন্ম, বিবাহ, রাজত্ব, সব একাসনে ব'সে দেখেছি কি না, তাই মনে ছিল না যে, তোমরা প্রভু, আমি ভৃত্য। দাও—তরবারি দাও। ভৃত্যের আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কি? প্রজাগণ! জীবনের শেষ একবার আর্ত্তনাদ ক'রে নাও, তোমাদের মুখের ভাষায় যত মধু আছে, একবার শুধু ছড়িয়ে দাও; তারপর—

উর্ম্মিলা। না—না, আমি এদের শাস্তি দিতে দেবো না। এরা না বুঝে যতই অপরাধ ক'রে থাক্, যত মহাপাপী হোক্ এরা, তবু আমাদের সন্তান; আমি গর্ভে না ধ'রেও এই সহস্র সন্তানের জননী।

প্রজাগণ। মা—মা! [উর্ম্মিলার পদতলে আছড়াইয়া পড়িল।]

শত্রুঘ্ন। এ ডাক আগে কোথায় ছিল মূর্খ প্রজাগণ? আজ আর এতে কোন প্রায়শ্চিত্ত হবে না। [দুর্ম্মুখের হাত হইতে তরবারি লইয়া আঘাতে উদ্যত হইলেন।]

সহসা রামের প্রবেশ ।

রাম । ক্ষান্ত হও শত্রুঘ্ন ! ওঠ প্রজাগণ ! যদিও তোমরা আমায় নিঃস্ব সর্ব্বস্বান্ত করেছ, তবু তোমাদের উপর আমার কোন অভিযোগ নাই । যাও বন্ধুগণ ! তোমরা মুক্ত ; আমি তোমাদের ক্ষমা করলুম ।

[প্রজাগণের প্রস্থান ।

মুক্ত ছুরিকাহস্তে অর্চ্চনার প্রবেশ ।

অর্চ্চনা । কিন্তু আমি তোমাকে ক্ষমা করবো না পিতৃহন্তা !

[রামের বক্ষে আঘাত-উদ্যোগ ।]

প্রণবের প্রবেশ ।

প্রণব । সাবধান নারি ! [ছুরিকা সহ অর্চ্চনার হস্তধারণ ।]

অর্চ্চনা । ছাড়—ছাড় ; আমার পিতৃহন্তা—

চক্রধরের প্রবেশ ।

চক্রধর । প্রণব ! গুরুদক্ষিণা ।

দুর্জ্জয় । প্রতিশোধ নাও গুরু—প্রতিশোধ !

দুর্ম্মুখ । মহারাজ ! অযোধ্যার প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে এই যুবক, আর এই ব্রাহ্মণ ।

লক্ষ্মণের প্রবেশ ।

লক্ষ্মণ । ব্রাহ্মণ ! এই নাও তোমার পুত্রের অকালমৃত্যুর প্রতিশোধ । [হস্তস্থিত ছিন্নশির চক্রধরের পদতলে নিক্ষেপ] এই সঙ্গে আর একটা উপহার তোমায় দেবো—এই শৃঙ্খল । [চক্রধরকে শৃঙ্খলিত করিলেন ।]

অর্চ্চনা। কি, গুরু বন্দী ?

উর্ম্মিলা। তুমি কে বালিকা ?

অর্চ্চনা। যার পিতার ছিন্নশির। ওঃ, পিতা !—পিতা !

[মূর্চ্ছিতা হইল ; উর্ম্মিলা তাহাকে ধরিলেন।]

রাম। শত্রুঘ্ন ! এদের দু'জনকে কারাগারে নিক্ষেপ কর। মা ! এই বালিকাকে নিয়ে যাও ! প্রাসাদের মধ্যে এই বালিকা যথেচ্ছা বিচরণ করুক্ ; দেখ্‌বো আমি কত শক্তি নারীর কুসুম-কোমল হস্তে।

চক্রধর। রাজা রাম !

লক্ষ্মণ। চুপ্ ; যাও—নিঃশব্দে চ'লে যাও।

শত্রুঘ্ন। [স্বগত] নিষ্ফল—নিষ্ফল ! প্রতিশোধ নেওয়া হ'লো না। মা জানকি ! বাদী হ'লো তোমারই স্বামী।

[শত্রুঘ্ন চক্রধর ও দুর্জ্জয়কে লইয়া প্রস্থান করিলেন,
উর্ম্মিলা অর্চ্চনাকে লইয়া গেলেন।]

রাম। কে তুমি যুবক, অযাচিতভাবে আমার জীবন রক্ষা কর্‌লে ?

দুর্ম্মুখ। এই দীন দুর্ম্মুখের পুত্র।

প্রণব। রাম-লক্ষ্মণের ক্রীতদাস। [নতজানু হইল।]

লক্ষ্মণ। তুমি যদি ক্রীতদাস, তবে প্রভু কে ? এস—বক্ষে এস ভাই ! তুমি রামের জীবনরক্ষা করেছ ; আজ হ'তে তুমি আমাদের বন্ধু !

প্রণব। অপরাধী কর্‌বেন না কুমার ! আমি আর আমার নই। আমার জীবন আমি উৎসর্গ ক'রে ফেলেছি, গ্রহণ কর ; আজ হ'তে আমি আজীবন রাম-লক্ষ্মণের ক্রীতদাস।

রাম। এস বন্ধু ! আজ হ'তে অযোধ্যার প্রাসাদ তোমার গৃহ।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বাল্মীকির আশ্রম।

সীতা।

সীতা। কত দিন!—কত দিন!
মনে হয় এক যুগ দেখি নাই
নব দূর্ব্বাদল সেই শ্যাম তনুখানি।
সদাগতি সমীরণ!
আকাশের বিহঙ্গনিচয়!
পার কি বলিতে কেহ রামের বারতা?
হু-হু করি কাঁদে প্রাণ দিবস রজনী,
নাহি জানি কেমনে যাপিছে দিন
সীতাহারা রাম রঘুমণি।
শুধু একবার হে দেবতা!
পূর্ণ কর মনের বাসনা,
একবার দেখায়ো আমারে
আমার সে নীলকান্ত মণি;
তারপর কোলে তাঁর সমর্পিয়া
যুগ্ম সন্তানেরে,
মরণেরে দিব আলিঙ্গন।

বিজয়া।—[নেপথ্যে]

গীত।

ধরার দুলালী মেয়ে!
আয় চ'লে আয়, আয় চ'লে আয়,
মায়ের কোলে ধেয়ে॥

সীতা। আবার—আবার ধরণীর অন্তর ভেদিয়া
ওঠে সেই আবাহনী গান!
কে গা তুমি, কুয়াশার অন্তরালে বসি
আমারে করিছ আবাহন?

বিজয়া।—[নেপথ্যে]

গীত।

ধরার দুলালী মেয়ে!
আয় চ'লে আয়, আয় চ'লে আয়,
মায়ের কোলে ধেয়ে॥
ভবের হাটে কেনা-বেচার শেষ,
আপন ভবন হ'লো পরদেশ,
তুষের আগুনে দুঃখ-দাহনজ্বালা,
অঙ্গখানি ফেল্‌লে যে তোর ছেয়ে
ধরার দুলালী মেয়ে॥

[অন্তর্দ্ধান

সীতা। সর্ব্বংসহা ধরিত্রী জননী মোর!
মা! মা! এত দিনে পড়েছে কি মনে?
এস—এস, আমারে গ্রহণ কর!

লবের প্রবেশ।

লব। মা! মা! [সীতাকে জড়াইয়া ধরিল।]

সীতা। এই এক কঠিন বন্ধন। সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর যাদের পিতা, তারা আজ পর্ণকুটীরবাসী—বনের ফল-মূল তাদের আহার্য্য,—পরিচ্ছদ কাঙ্গালের জটা-বল্কল। ভগবান্! ভগবান্! তোমার বিধান মাথায় ক'রে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছি, তাতে দুঃখ নেই; শুধু এই একটা প্রার্থনা, আমার নির্দ্দোষ সন্তানদের পিতৃ-অধিকারে বঞ্চিত ক'রো না। [নয়নকোণে অশ্রু দেখা দিল।]

লব। কেন কাঁদ্‌ছো মা!

সীতা। কৈ—না, কাঁদি নি তো বাবা! এমন সোনার চাঁদ যার ঘরে বাঁধা, সে কেন কাঁদ্‌বে রে পাগল?

লব। তবে তোমার চোখে জল কেন? আমি দেখেছি, যখন তুমি একলা ব'সে থাক, তোমার দু'টী চোখে দর-দর ক'রে জল গড়িয়ে পড়ে। বল না মা! কি দুঃখ তোমার?

সীতা। না বাবা; আমার কোন দুঃখ নাই, তবে একটা দুঃখ, তোমাদের পিতা—

লব। কে আমাদের পিতা? কি নাম তাঁর? কোথায় থাকেন? কেন মা, তুমি বাবার কাছে না গিয়ে এমনি ক'রে বাপের বাড়ীতে প'ড়ে আছ? অনেক দিন শুধিয়েছি, তুমি বল নি; আজ আমায় বল্‌তেই হবে। কতবার তুমি বলেছ, বাবা আস্‌বেন; কৈ—আমরা দু'ভাই এত বড় হয়েছি, তিনি তো আমাদের নিতে আস্‌ছেন না?

সীতা। আস্‌বেন বৈ কি লব! এতখানি কামনা মিথ্যা হ'তে পারে না; একদিন না একদিন তাঁকে তোদের বন্ধনে ধরা দিতেই হবে।

লব। কবে? কখন? না মা! তুমি মিথ্যা বোঝাচ্ছ; কিন্তু কেন মা! কি দোষ করেছি আমরা? সবাই যদি বাবার কোলে উঠ্‌তে পায়, আমরা কেন পাবো না মা?

সীতা। হা রে অভাগা ছেলে! কেন তোরা দুঃখিনী সীতার গর্ভে জন্মেছিস্? অতি দীন কৃষাণীর গর্ভে যদি তোদের জন্ম হ'তে, তা হ'লেও কেউ তোদের পিতৃ-অধিকারে বঞ্চিত করতে পারতো না। কি করি আমি? কি ব'লে বোঝাই তোদের? ওরে আমার ভাঙ্গা ঘরের চাঁদ! আমার সাগরছেঁচা মাণিক! আমি বুকের রক্ত ঢেলে তোদের সব তৃষ্ণা মেটাতে পারি, কিন্তু এ তৃষ্ণা যে মেটাতে পারি না ধন!

লব। মা!

সীতা। ডাক্—ডাক্, বুক চিরে গলা ফাটিয়ে ডাক্; মা নয় শুধু, —বাবা ব'লে একবার চেঁচিয়ে ওঠ্, দেখি, অযোধ্যার স্বর্ণ-সিংহাসন—চমকিয়া উঠিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন।]

লব। কি মা! চম্‌কে উঠ্‌লে যে?

সীতা। না বাবা! কিছু না। একটা গান গাও তো লব!

লব।—

গীত।

ওগো, আমার দুঃখিনী মা।
কোন্ বিধাতা গড়েছে বল এমন শোকের প্রতিমা॥
কি দুঃখে তোর নয়ন ঝরে ওমা আমায় বল,
আমি দ্বাদশ রবি নিংড়ে এনে মুছাবো আঁখিজল,
সব দেবতার তুমি যে মা সার, পূজনীয়া দেবী আমার,
সবার চেয়ে আমার প্রিয় তোমার মহিমা॥

বাল্মীকির প্রবেশ।

বাল্মীকি। লব!

লব। ও মা!—ও মা! আমায় মার্‌তে আস্‌ছে বুড়ো—[সভয়ে তার ক্রোড়ে উঠিয়া বসিল।]

বাল্মীকি। বটে! মার কোলে এসে লুকিয়েছ। নেমে আয় দেখি, কত বড় মরদ তুই! রোজ রোজ চালাকি পেয়েছ শালা!

লব। দূর বুড়ো!

বাল্মীকি। শোন মা শোন, তোমার ছেলের বুলি শোন। [লবের প্রতি] আমি আজ তোকে—[যষ্টি তুলিয়া অগ্রসর।]

লব। ও মা—ও মা! [সীতাকে নিবিষ্টভাবে আঁকড়াইয়া ধরিল।]

সীতা। কি হয়েছে বাবা?

বাল্মীকি। কি হয়েছে? তোমাব ছেলেদের সাম্‌লাও বল্‌ছি, নইলে আমি দু'টোরই কান কেটে নেবো! দেখ দেখি, জ্বালাতন! আজ কলমটা লুকিয়ে রাখ্‌বে; কাল দোয়াতের কালি ফেলে জল ভ'রে রাখ্‌বে, পরশু পুঁথি নিয়ে গাছে উঠে ব'সে থাক্‌বে; এই সবই কর্‌ছে দু'জনে।

লব। খুব কর্‌বো—আরও কর্‌বো।

বাল্মীকি। ওই শোন, বড়টা তবু কথা শোনে, ইনি কারো কথা কানেই তোলেন না। এমন ক'রে তো আর পারা যায় না বাপু! আজ রামায়ণের দু'টো পাতার উপর কালি ঢেলে দিয়ে এসেছে।

সীতা। জান না—জান না রে অবোধ সন্তান! কি অমূল্য রত্ন নিহিত আছে ওই একখানি পুঁথির মধ্যে।

লব। ঘোড়ার ডিম আছে; আজ তবু কালি ঢেলেছি, কাল কি কর্‌বো জান? ঐ পুঁথিখানা ছিঁড়ে তমসার জলে ভাসিয়ে দেবো।

সীতা। ছিঃ, লব! দাদুর এত স্নেহের প্রতিদান তুমি এমনি ক'রে দেবে?

বাল্মীকি। বোঝাও—ভাল ক'রে বোঝাও: আমার রামায়ণ যদি সত্যি সত্যি তমসার জলে ফেলে দেয়—

লব। দেবোই তো! কতদিন ধ'রে বল্‌ছি রামায়ণ শোনাও; আজ

না কাল, কাল না পরশু! আমি সোজা কথা ব'লে দিচ্ছি, কাল যদি রামায়ণ না শোনাও, তা হ'লে রামায়ণের একটা পাতাও থাক্‌বে না।

[প্রস্থান।

বাল্মীকি। নাও, এখন কি কর্‌বে কর!

কুশের প্রবেশ।

কুশ। দাদু!—[বাল্মীকিকে জড়াইয়া ধরিল।]

বাল্মীকি। ওঃ—ভগবান্! এ কি বন্ধন! যতই ছাড়াতে চাই, ততই যে জড়িয়ে ধরে। ছাড়্—ছাড়্! ওরে শত্রু! তোরা কি আমায় সব ভুলিয়ে দিবি? স'রে যা—স'রে যা বল্‌ছি।

কুশ। না—যাবো না। দাদু! তুমি আমাদের মার্‌বে বলেছ?

বাল্মীকি। মার্‌বো—মার্‌বো, একশোবার মার্‌বো—মাথা গুঁড়িয়ে দেবো। খবরদার! আমার কাছে আসিস্ না বল্‌ছি। একি বিপদ! ধ্যানে বস্‌লে এই দু'খানি কচি মুখের মধ্যে ভগবানের মুখ মিলিয়ে যায়, নিদ্রায় এদেরই স্বপ্ন দেখি, জাগরণে নিশিদিন শুধু এদেরই স্বর শুন্‌তে পাই। কি কর্‌লে ঈশ্বর! সাগর পার হ'য়ে তুচ্ছ সরোবরে ডুব্‌লুম!

কুশ। দাদু!—

বাল্মীকি। ডাক্—ডাক্, দেখি কত ডাক্‌তে পারিস্; এই আমি খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়েছি।

কুশ। দাদু! তুমি রাগ করেছ, আমি যাই!

[প্রস্থান।

বাল্মীকি। এই নাও, আবার অভিমান ক'রে চ'লে গেল।

সীতা। যাক্ না বাবা! করুক্ না একটু অভিমান, ফেলুক্ না দু'ফোঁটা চোখের জল, কি যায় আসে তাতে?

বাল্মীকি। কি যায় আসে? খুব তো মা তুমি! ফেরাও, এখনি গিয়ে হয় তো গাছে উঠে ব'সে থাক্‌বে, সারাদিন আর নাম্‌বে না। কুশি! কুশি! ও ভাই লব! আয় ভাই—আয়! সাড়াও নাই, শব্দও নাই; ঠিক গাছে উঠে ব'সে আছে! আমি সত্য বল্‌ছি তোমাকে, ও শালারা একদিন হাত-পা ভেঙ্গে মর্‌বে।

সীতা। না বাবা! দুঃখিনীর ছেলেরা সহজে মরে না; মরে তারা, যাদের তেত্রিশকোটী দেবতার দোরে মাথা খুঁড়ে লাভ কর্‌তে হয়, যাদের মুখ মলিন দেখ্‌লে সহস্র পরিজন পাগল হ'য়ে ওঠে। ওরা যদি মর্‌বে, সারা জগতের ঘৃণার পশরা কে তুলে নেবে বাবা?

বাল্মীকি। সীতা! মা তুমি কি পাগল হয়েছ?

সীতা। না বাবা! পাগল আমি হই নি, পাগল আপনি হয়েছেন। কেন বাবা, অভাগাদের উপর আপনার এত স্নেহ? কিসের মোহে ওদের জন্য আপনি ইহকাল-পরকাল সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে বসেছেন?

বাল্মীকি। না মা! বিসর্জ্জন দিই নি। আমি দস্যু রত্নাকর; অর্থের লোভে কত মানুষের মাথা ভেঙ্গেছি, অমন কত শিশু চোখের জলে আমার পা ধুইয়ে দিয়েছে, আমার বুকটা একটুও টলে নি। এ তারই প্রায়শ্চিত্ত, এ প্রকৃতির প্রতিশোধ। যাঁর প্রদর্শিত দীপালোকে আমি পরকালের পথ দেখ্‌তে পেয়েছি, তাঁর সন্তানদের পালন ক'রে আবার যদি আমাকে নরকে নেমে আস্‌তে হয়, তাই হোক্ মা! চাই না আমি স্বর্গ—চাই না আমি বৈকুণ্ঠের আলোক।

সীতা। না বাবা! এ আমি হ'তে দেবো না। এরা দুর্ভাগ্যের পশরা নিয়ে জন্মেছে, জন্মের সঙ্গে বিধাতা এদের হাতে ভিক্ষার ঝুলি তুলে দিয়েছেন; সম্মুখে এদের কান্নার সমুদ্র। বিশ্ববিখ্যাত পিতার পুত্র হ'য়েও যারা পিতৃ-পরিচয়ে চিরকাল বঞ্চিত র'য়ে গেল, তেমন

অভাগাদের জন্য আমি ঋষির ঋষিত্ব নষ্ট করতে দেবো না। বাবা! আপনি আমাদের ত্যাগ করুন।

বাল্মীকি। ত্যাগ করবো? তোমাকে? তুমি যে মা আমার পর্ণ-কুটীরের প্রতি অণু-পরমাণুতে সোনার স্পর্শ মাখিয়ে রেখেছ; তোমার আগমনে আমার উদ্যানের শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হ'য়ে উঠেছে। তোমায় ত্যাগ ক'রে লব-কুশকে ছেড়ে কাকে নিয়ে থাকবো মা?

সীতা। বাবা! সবাই যদি আমাকে ত্যাগ করতে পারে, আপনি কেন পারবেন না? না বাবা! সীতার সর্ব্বাঙ্গে দুর্ভাগ্যের ছাপ মারা আছে; সে যেখানে যাবে, সেইখানেই অনর্থ ঘটবে। নইলে রামচন্দ্রের মত রাজা—[কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রু মুছিলেন।]

বাল্মীকি। কাঁদিস্ নে মা, কাঁদিস্ নে: মহত্তের জন্যই দুঃখ, বিশাল বনস্পতির গায়েই ঝড়-ঝাপটা বেশী লাগে মা! তুমি যে মা রামের সীতা—জগতের আদি-কাব্য রামায়ণের নায়িকা। তোমার দুঃখ হবে হিমালয়ের মত যোজনবিস্তৃত, তাই তো তোমায় এত কাঁদিয়েছি। যত বড় দুঃখই হোক্, অশ্রুজল তোমার সাজে না জননি!

সীতা। আমার জন্য নয় বাবা! নারীর চরম দুঃখ আমি বুক পেতে সয়েছি, কিন্তু আমার নির্দ্দোষ সন্তান দু'টি চিরদিন পিতৃস্নেহে বঞ্চিত র'য়ে যাবে, এ বেদনা যে সয় না বাবা! ওদের রামায়ণ শোনাও, জানুক ওদের পিতৃ-পরিচয়; তারপর যদি পারে, ওরা ওদের ন্যায্য অবিকার আদায় ক'রে নিক্।

বাল্মীকি। তাই হোক্ মা! আমি ওদের আজই রামায়ণ শোনাবো, তারপর ওদের অদৃষ্টে যা থাকে! কি মা! উৎকর্ণ হ'য়ে কি শুনছো মা?

সীতা। ওই আহ্বান—ওই আবার! শুনতে পাচ্ছ না, আমায় ডাকছে? বাবা! আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে।

কন্যার একটা অনুরোধ, যাবার পূর্ব্বে আমি যেন লব-কুশকে মহারাজের কোলে রেখে যেতে পাই।

বাল্মীকি। সীতা! মা আমার—

সীতা। বাবা! বড় বেদনা; সব থাক্‌তে ওরা আজ দীন ভিক্ষুক, এ কি মায়ের প্রাণে সয়?

বাল্মীকি। কেন মা অধীর হ'চ্ছো? আমি থাক্‌তে কেউ ওদের ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত কর্‌তে পার্‌বে না।

সীতা। তবে মৃত্যুতেও আমার দুঃখ নাই।

অলক্ষ্যে বিজয়ার প্রবেশ।

বিজয়া।—

গীত।

ধরার দুলালী মেয়ে!
আয় চ'লে আয়, আয় চ'লে আয়, মায়ের কোলে ধেয়ে॥
শীতল মাটি প্রাণজুড়ানো কোল,
আঁধার দেশের ওপার হ'তে তুল্‌ছে মধুর বোল;
আয় চ'লে আয় বাঁধনহারা, এ যে ব্যথার লৌহ-কারা,
আন্‌ছে রে তোর তরী বেয়ে আলোর দেশের নেয়ে॥

[অন্তর্দ্ধান।

সীতা। মা—মা—মা!

[প্রস্থান।

~~বাল্মীকি। সীতা!—সীতা!~~

~~[প্রস্থান।~~

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কারাগার।

চক্রধর ও দুর্জ্জয়।

চক্রধর। দেখ্‌ছো দুর্জ্জয়! এই রামের রাজত্ব! হিমালয় হ'তে কুমারিকা পর্য্যন্ত যার গুণগানে মুখরিত, যার নামে গোটা রাজ্যটা সসম্ভ্রমে মাথা নত করে, যে রামকে নিয়ে জগতের প্রথম মহাকাব্য রামায়ণ রচিত, এই তার স্বরূপ: আমার দুধের ছেলে অকালে ম'রে গেল, তার প্রতিকারের অভিযোগে আমি আজ বন্দী।

দুর্জ্জয়। তুমি তো তবু একজনকে হারিয়েছ, আমার বিশ্ববিশ্রুত পিতা এই রামের জয়াশার মূলে সবংশে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছেন, ফুল্ল কুসুমের মত দু'টো যমজ সন্তান তাজা রক্তে রণক্ষেত্র রঞ্জিত করেছে। গুরু! দুঃখের একটা হিমালয় এই অস্থিপঞ্জর দিয়ে ঢেকে রেখেছি বন্দী হয়েছি, তাতে দুঃখ ছিল না, যদি রামের হৃদ্‌পিণ্ডটা উপ্‌ড়ে নিতে পার্‌তুম! সীতা নির্ব্বাসনে কতটুকু দুঃখ? আরও চাই এমন একটা আঘাত, যার স্মৃতি লক্ষ জন্ম বুকের মধ্যে জড়িয়ে থাকে।

চক্রধর। তবে এস! যেমন ক'রে হোক্, এ কারাগার থেকে বেরুতেই হবে।

দুর্জ্জয়। কিন্তু কি উপায়ে? না গুরু! এ নির্ব্বাত কারাগার থেকে বেরুবার কোন উপায় নেই। সহস্র দুরাকাঙ্ক্ষা বুকে ক'রে এইখানেই আমাদের প'চে গ'লে মর্‌তে হবে।

চক্রধর। এঃ—এই দুর্ব্বলতা নিয়ে তুমি রামকে হত্যা কর্‌তে এসেছ! সুপ্ত সিংহের মুখে মৃগ এসে কি স্বেচ্ছায় প্রবেশ করে? পুরুষকার চাই;

বুক বাঁধ, হৃদয়টাকে বজ্রের মত কঠিন কর। এই নির্ব্বাত কারাগারে এত আলো আস্‌ছে কোথা থেকে? ঐ চেয়ে দেখ, বহু উর্দ্ধে আকাশের একটা তারা দেখা যাচ্ছে: ঐ পথ—ঐখানে উঠ্‌তে হবে।

দুর্জ্জয়। এও কি সম্ভব?

চক্রধর। বনের বানর যদি সাগর বাঁধ্‌তে পারে, জলজ্যান্ত মানুষ এই তুচ্ছ কাজটা কর্‌তে পার্‌বে না? এক দিনে না পার, দশ দিনে চেষ্টা কর। দাও লাফ!

দুর্জ্জয়। এ যে অসম্ভব কল্পনা গুরু!

চক্রধর। অসম্ভব? একজন যুবকের মুখে 'অসম্ভব' কথাটা শোভা পায় না। বেশ! আমি আগে উঠি, তুমি আমার পেছনে এস।

দুর্জ্জয়। না ব্রাহ্মণ! এ নিষ্ফল চেষ্টা ক'রো না, এ'ত নিশ্চিত মৃত্যু।

চক্রধর। এই বা কোন্‌ বেঁচে আছি? এমন আশাহত শঙ্কিত পর-পদদলিত জীবনের চেয়ে মৃত্যু সহস্রগুণে বাঞ্ছনীয়।

দুর্জ্জয়। না গুরু! এমন অপরিণামদর্শীর মত নিশ্চিত মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে পার্‌বো না।

চক্রধর। তবে কি পার্‌বে? অথর্ব্ব পঙ্গুর মত হাত পা গুটিয়ে কাঁদ্‌তে পার্‌বে? দৈবের দেওয়া ভিক্ষার জন্য আকাশের দিকে চেয়ে দিনের পর দিন ব'সে থাক্‌তে পার্‌বে? ভীরু! আততায়ীর হাতে যার দু'দুটো ছেলে প্রাণ দেয়, সেও বাঁচ্‌তে চায়?

দুর্জ্জয়। না বাঁচ্‌লে প্রতিশোধ কেমন ক'রে নেবো গুরু?

চক্রধর। ভূত হ'য়ে—দৈত্য-দানা হ'য়ে। এই বুকভাঙ্গা হাহাকার, এই অস্থিপোড়ানো দাহ রেখে যাবো, অমন সহস্র রাম সিংহাসনশুদ্ধ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে।

গীতকণ্ঠে সত্যশরণের প্রবেশ।

সত্যশরণ।— গীত।

মিছে আশা মিছে আশা, ওরে এ যে মিছে আশা।
উজান বেয়ে নিম্নে তরী, স্রোতের টানা ভাসা॥
সে কি তোমার মত আমার মত যমের করতলগত,
যমজয়ী তার পদতলে করেছে রে বাসা॥
আয় নিয়ে আয় ফুলের ডালা, ভক্তিডোরে গাঁথা মালা,
করপুটে মেগে নে রে একটু ভালবাসা॥

[প্রস্থান।

দুর্জ্জয়। কে ও—কে ও ব্রাহ্মণ?

চক্রধর। হুঁ—চিনেছি; রামের অশরীরী পার্শ্বচর।

দুর্জ্জয়। অশরীরী পার্শ্বচর?

চক্রধর। হাঁ। বলেছি না রাম যাদু জানে; যতবার আমি তাকে আঘাত করতে গেছি, ততবারই ও আমার হাত চেপে ধরেছে।

দুর্জ্জয়। না ব্রাহ্মণ! তুমি যা ভাব্‌ছো, তা নয়। নিশ্চয় এই কারাগারে প্রবেশের কোন গুপ্ত পথ আছে; এস—অনুসন্ধান করি। মুক্তি চাই—রামের ছিন্ন শির চাই।

অর্চ্চনার প্রবেশ।

অর্চ্চনা। হাঁ—রামের ছিন্ন শির চাই।

দুর্জ্জয়। কে?

অর্চ্চনা। আমি অর্চ্চনা।

চক্রধর। অর্চ্চনা?

অর্চ্চনা। আজ্ঞে; অযোধ্যার বাতাস পর্য্যন্ত রামের আজ্ঞাবাহী।

দুর্জ্জয়। এই নিশীথ রাত্রি, এই কড়া পাহারার মধ্যে কেমন ক'রে

তুমি এলে দেবি? তুমিও কি আজ রাজার অনুচরী? নূতন কোন দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছ?

অর্চ্চনা। না বীর! আমি শুভ সংবাদ নিয়ে এসেছি।

চক্রধর। শুভ সংবাদ? কি, বল্ তো মা! রাম কি মরেছে? লক্ষ্মণের গর্ব্বিত দেহটা কি আগুনে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে? অযোধ্যার সিংহাসন কি শত্রুকবলিত হয়েছে?

অর্চ্চনা। না গুরুদেব!

চক্রধর। তবে আর কি শুভ সংবাদ থাক্‌তে পারে বালিকা?

অর্চ্চনা। গুরুদেব! আমি আপনাকে মুক্ত কর্‌তে এসেছি।

দুর্জ্জয়। মুক্ত কর্‌তে এসেছ? তুমি? এই সুরক্ষিত কারাগার থেকে কি ক'রে আমাদের মুক্ত কর্‌বে নারি?

চক্রধর। আর তুমি নিজেই বা কি উপায়ে এখানে প্রবেশ কর্‌লে?

অর্চ্চনা। সে কথা শুনে কাজ নাই গুরুদেব! শোকে দুঃখে আমি উন্মাদ: দিবানিশি প্রাণের মধ্যে শুধু প্রতিহিংসার আগুন জ্বল্‌ছে। বহুবার অতর্কিত অবসরে পিতৃহন্তার উপর প্রতিশোধ নিতে গিয়েছি, বাধা দিয়েছে শুধু প্রণব। অষ্ট প্রহর সে আমায় চোখে চোখে রাখে; তাকে একটু নিদ্রিত দেখে আমি ছুটে এসেছি আপনাদের মুক্ত কর্‌তে।

চক্রধর। কারাদ্বার কি অরক্ষিত?

অর্চ্চনা। না গুরুদেব! কারারক্ষীকে ভুলিয়ে এসেছি আমার কটাক্ষে—আমার যৌবনের প্রলোভন দেখিয়ে।

চক্রধর। অর্চ্চনা!—

দুর্জ্জয়। ধিক্ তোমার নারীজন্মে! ভেবেছিলুম, আমার এই দুঃখময় জীবনের অভিজ্ঞতা, আমার এই লোকসানের বেচাকেনার মধ্যে তোমার পরিচয় একমাত্র সম্পদ: সেই তুমি এত হীন?

অর্চ্চনা। দুর্জ্জয়!

দুর্জ্জয়। চোখের উপর দেখ্‌লো, সতীধর্ম্মে একটু মিথ্যা কলঙ্কের ছাপ পড়েছে ব'লে অযোধ্যার রাণী রামকে নিঃস্ব ক'রে বনবাসে চ'লে গেল; সেই সতীধর্ম্ম তুমি এমন ধূলিমুষ্টির মত বিসর্জ্জন দিতে চাও?

অর্চ্চনা। না—তা চাই না; রক্ষী মর্‌বে।

দুর্জ্জয়। নারীর সব অপরাধ মার্জ্জনা করা যায়, কিন্তু তার নারীত্ব নিয়ে এই লুকোচুরি খেলা অমার্জ্জনীয়।

অর্চ্চনা। গুরুদেব! আপনারও কি এই কথা?

চক্রধর। না—তুমি ঠিক করেছ; আমাদের একমাত্র ধর্ম্ম এখন প্রতিশোধ। আর একটা কাজ তোমায় কর্‌তে হবে মা! প্রণব ছায়ার মত রাম-লক্ষ্মণকে ঘিরে আছে, তাকে আগে সরাতে হবে।

অর্চ্চনা। অসম্ভব! সে এখন রাম-লক্ষ্মণের পরম বিশ্বস্ত অনুচর।

চক্রধর। বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত কর। নেমেছ যখন, আর একটু নাম। প্রণবের বিরুদ্ধে নারী-নির্য্যাতনের অভিযোগ নিয়ে এস।

অর্চ্চনা। গুরুদেব!—

চক্রধর। এ ছাড়া অন্য উপায় নেই। রামের রাজত্বে এ অভিযোগ অকাট্য, এর প্রমাণের প্রয়োজন নাই।

অর্চ্চনা। কিন্তু আমি তা পারবো না গুরু! তাকে হত্যা কর্‌তে আমার হাত উঠ্‌বে, কিন্তু শিশুর মত নিষ্পাপ যে, তার কাঁধে এ ঘৃণিত পাপের বোঝা আমি তুলে দিতে পার্‌বো না গুরু!

চক্রধর। তা হ'লে প্রতিশোধ নেওয়া হবে না।

অর্চ্চনা। না হয়, নৈরাশ্যের বোঝা বুকে ক'রে ফিরে যাবো। মুঠোর মধ্যে পেয়েও যে আমাকে সসম্মানে ফিরিয়ে দিয়েছে, একটা কটু কথা বলে নি, হোক্‌ সে শত্রু, তবু আমার প্রণম্য।

চক্রধর। অর্চ্চনা! আমার শিক্ষার কি এই প্রতিদান?

অর্চ্চনা। শিক্ষা যখন দিয়েছিলেন, তখন তো বলেন নি গুরু, যে, উপকারীর অপকার করাই ধর্ম্ম!

চক্রধর। তখন প্রয়োজন ছিল না, আজ এর প্রয়োজন হয়েছে; এ আমার আদেশ।

অর্চ্চনা। মাথায় থাক্; আমি পারবো না গুরু!

চক্রধর। এই তোমার শেষ কথা?

অর্চ্চনা। ক্ষমা করুন গুরুদেব! তার চেয়ে আর একটা সহজ উপায় আছে গুরু! ত্ু'জনে চেষ্টা ক'রে তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিন।

চক্রধর। বেশ—তাই হোক্; দেখাও পথ। এস দুর্জ্জয়!

দুর্জ্জয়। না গুরু! আমি যাবো না।

চক্রধর। যাবে না?

দুর্জ্জয়। না; সত্য বটে প্রতিহিংসা নেবার জন্য আমি উন্মত্ত হ'য়ে ছুটে এসেছি—মুক্তির জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে, তাই ব'লে যার মূলে এক নারীর নারীত্ব নিয়ে লুকোচুরি খেলা, তেমন ঘৃণিত মুক্তি আমি চাই না।

চক্রধর। তবে কি করবে?

দুর্জ্জয়। এইখানে প'চে গ'লে মরবো।

চক্রধর। প্রতিশোধ?

দুর্জ্জয়। পরজন্মে নেবো।

চক্রধর। তাতে কোন বীরত্ব নেই যুবক!

দুর্জ্জয়। ক্ষমা করুন ব্রাহ্মণ! এর নাম যদি বীরত্ব হয়, আমি চিরকাল কাপুরুষ হ'য়েই থাকবো। এরূপ মুক্তির চেয়ে বন্ধনই আমার বাঞ্ছনীয়।

[প্রস্থান।

চক্রধর। মূর্খ; একটা ভুলে জীবনটা বিসর্জ্জন দিতে বসেছে।

অর্চ্চনা। আর সময় নেই গুরুদেব! বাইরে একটা গোলমাল শুন্‌তে পাচ্ছি; শীঘ্র পালিয়ে আসুন।

চক্রধর। চল। [উভয়ের দ্রুত অগ্রসর হওন।]

প্রণবের প্রবেশ।

প্রণব। পথ নেই।

অর্চ্চনা। কে?

প্রণব। আমি প্রণব।

অর্চ্চনা। আর হ'লো না, আর হ'লো না গুরুদেব! এত চেষ্টা ক'রেও আপনাকে বাঁচাতে পার্‌লুম না।

চক্রধর। তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু প্রতিশোধ—ওঃ! প্রণব! আমি গুরু—কারাগারে বন্দী, তুমি—তুমি কি আমায় মুক্তি দিতে এসেছ?

প্রণব। না গুরুদেব! আমি বন্দীর পথরোধ কর্‌তে এসেছি।

চক্রধর। যদি আমি জোর ক'রে বেরিয়ে যাই?

প্রণব। তা হ'লে আমায় তরবারি ধর্‌তে হবে।

চক্রধর। বটে—বটে! প্রণব! তরবারি ধরাটা আমিই বোধ হয় তোমায় শিখিয়েছিলাম।

প্রণব। সেই সঙ্গে এও শিখিয়েছিলেন গুরু, যে, জগতে ধর্ম্মই একমাত্র সত্য, আর সব মিথ্যা।

চক্রধর। হুঁ; এখন আমায় নিয়ে কি কর্‌তে চাও?

প্রণব। আমায় বল্‌তে পারেন, আমার কি করা উচিত? গুরু! পিতৃ-ঋণ পরিশোধ কর্‌তে আমি আজ রাজার দাসানুদাস। আপনি গুরু না হ'য়ে যদি আর কেউ হ'তেন, তা হ'লে এতক্ষণ নীরবে এই

চৌর্য্যবৃত্তি আমি সহ্য করতুম না ; কিন্তু আপনার অসহায় মুখের দিকে চেয়ে কর্ত্তব্যের গ্রন্থি শিথিল হ'য়ে আস্‌ছে। যাক্—আপাততঃ আপনি বন্দীই থাক্‌বেন, কাল প্রভাতে আপনাদের উভয়েরই বিচার হবে।

অর্চ্চনা। আবার বিচার! তার অর্থ কি জান? বিচারে গুরুর প্রাণদণ্ড হবে, আর আমি এই কারাগারে তাঁর স্থান পূর্ণ কর্‌বো।

চক্রধর। পার্‌বে প্রণব! সহ্য কর্‌তে?

প্রণব। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন পারি।

চক্রধর। প্রণব! একদিন নয়, একমাস নয়, সুদীর্ঘ কাল তুমি আমার স্নেহ-সজল নয়নের তলে পরিবর্দ্ধিত হয়েছ। এত নিষ্ঠুর তুমি হবে না প্রণব, যে, আমার দেওয়া শক্তি দিয়ে তুমি আমারই বক্ষপঞ্জর চূর্ণ কর্‌বে।

প্রণব। এত নিষ্ঠুর তুমিও হবে না গুরু, যে, নিজের স্বার্থের জন্য শিষ্যকে অধর্ম্মের পথ দেখিয়ে দেবে।

চক্রধর। আমি বল্‌ছি প্রণব! এতে তোমার অধর্ম্ম হবে না।

প্রণব। দু'দিন আগে যে বলেছ, এ অধর্ম্ম প্রকৃতি সয় না। তোমার কোন্ কথাটা মান্‌বো গুরু?

অর্চ্চনা। অধর্ম্মই যদি হয় প্রণব, গুরুর অনুরোধে একটা অধর্ম্ম আচরণ কর্‌তে পার্‌বে না?

প্রণব। পারি, যদি গুরু শপথ করেন, মুক্তিই তাঁর একমাত্র কাম্য—রাম-লক্ষ্মণের উপর প্রতিশোধ নেওয়া তাঁর বাঞ্ছনীয় নয়।

অর্চ্চনা। গুরুদেব!—

চক্রধর। আমি মুক্তি চাই না রে বালক! আমার জীবনটাকে আমি একটুও ভালবাসি না! আমার একমাত্র কাম্য রাম-লক্ষ্মণের মৃত্যু, তারপর আজীবন কারারুদ্ধ থাক্‌তে আমার কোন দুঃখ নেই।

অর্চ্চনা। প্রণব! পথ ছাড়! স্নেহ, প্রেম, ভক্তি—এ সব কি মিথ্যা?

প্রণব । স্নেহ—প্রেম—ভক্তি ! আমার উচিত ছিল, তোমাকেও ঐ কারাস্তম্ভের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ ক'রে রাখা । কিন্তু কি করবো, রাজা তোমায় যথেচ্ছা বিচরণের অধিকার দিয়েছেন,—নইলে—যাক্, তোমার উপর আমার কোন অধিকার নেই ; যাও—তোমার পথ মুক্ত, কিন্তু গুরুদেব বন্দী ।

অর্চ্চনা । মুক্তি দেবে না তাঁকে ? আমার অনুরোধের কি কোন মূল্য নেই ?

প্রণব । আছে, কিন্তু এখন নয় । এ রাজনীতি-ক্ষেত্র : স্বয়ং পিতা এসেও যদি অনুরোধ করেন, তবু আমি পারবো না ।

চক্রধর । শুধু এক দিনের জন্য ?

প্রণব । এক মুহূর্ত্তের জন্য নয় ।

চক্রধর । বেশ, চাই না মুক্তি । প্রণব ! শুধু আমার এই একটা কথা রাখ ; এই বন্দী অবস্থাতেই একবার আমায় মহারাজের কাছে যেতে দাও ।

প্রণব । না গুরুদেব ! আপনাকে ভক্তি করি, কিন্তু বিশ্বাস করি না ।

অর্চ্চনা । সৌভাগ্য তোমার প্রণব, যে, আমাকে নিরস্ত্র কারাগারে প্রবেশ করতে হয়েছে ; নইলে দেখতুম, কত বড় বীর তুমি ! তোমার মাথায় আমি এমন বজ্রাঘাত করবো যে, অতীতের স্মৃতির বেদীর উপর রক্তের অঞ্জলি ঢেলে দিলেও সে আঘাত মিলিয়ে যাবে না । [প্রস্থান ।

চক্রধর । প্রণব !

প্রণব । প্রণাম গুরুদেব ! সহস্র প্রণাম । [প্রস্থান ।

চক্রধর । ভুল—ভুল : মূর্খ তারা, যারা নিজেদের নিঃস্ব ক'রে শিষ্যের প্রাণ সৌরভে গৌরবে ভরিয়ে দেয় ।

[প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য।

অলিন্দ।

লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। অবিশ্রান্ত চলিছে জগৎ,
ওই রাজপথে কর্ম্ম-কোলাহল :
দিবসান্তে মন্দিরে মন্দিরে
সেইভাবে বাজে শঙ্খনাদ।
ওই দূরে তেমনি বহিয়া যায়
সরযূর ফেনিল কল্লোল ;
সব সেই, শুধু রাজলক্ষ্মী সীতা
অনাদরে নিয়েছে বিদায়।
রহিল না কারো চোখে
এক বিন্দু জল, কর্ম্মের প্রবাহে
কারো পড়িল না ভাটা।
হে ঈশ্বর! অন্তর্য্যামী তুমি হে দেবতা!
আমার দুঃসহ ব্যথা
তুমি তো সকলি জান ;
নিশিদিন কাঁদে প্রাণ,
লক্ষ্মীহীন অযোধ্যায় তিলেক রহিতে নারি
হয় ফিরে দাও অযোধ্যার কৌস্তুভ-রতন,
নহে মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও
অচিরে আমার।

উর্ম্মিলার প্রবেশ।

উর্ম্মিলা। আবার পালিয়ে এসেছ? তুমি কি আমায় পাগল করবে? একে দিদির জন্য মনটা মুহুর্মুহুঃ কেঁদে কেঁদে ওঠে, তার উপর তুমি আমায় কাঁদিও না।

লক্ষ্মণ। কান্নার এমন উপলক্ষ্য আর কি আছে উর্ম্মিলা? কাঁদ—কাঁদ; তুমি কাঁদ, আমি কাঁদি,—সবার অশ্রুজলে যদি সে হতভাগিনীর দুঃখের ভার একটুও লাঘব হয়। ভাগ্যের এমন বিড়ম্বনা আর কোথাও দেখেছ উর্ম্মিলা?

উর্ম্মিলা। ভেবে কি করবে প্রিয়তম! কেঁদে পাষাণ গলিয়ে দিলেও তাকে আর পাবে না।

লক্ষ্মণ। পাবো না—পাবো না? তা বটে, ফিরে পাবার আর কোন উপায় নাই। কিন্তু তার গর্ভস্থ সন্তান—সূর্য্যবংশধর—অযোধ্যার ভাবী সম্রাট, তাকে তো আমরা পেতে পারি?

উর্ম্মিলা। না পেলেও একবার দেখ্‌তে বড় সাধ হয়। হয় তো সে অনেক বড় হয়েছে, দিবানিশি হয় তো মায়ের কাছে পিতৃ-পরিচয় জিজ্ঞাসা করে; দিদি হয় তো বল্‌তে পারে না, শুধু চোখের জলে বুক ভাসায়। যখন এ কথা ভাবি, আমি আর সহ্য করতে পারি না। একটা উপায় কর, তাকে নিয়ে এস; তাকে বুকে ক'রে হয় তো দিদির শোক অনেকটা ভুল্‌তে পার্‌বো।

লক্ষ্মণ। [সোৎসাহে] উর্ম্মিলা! যাবে সেখানে? তুমি আর আমি, কেউ জান্‌বে না; তারপর আমাদের সে অমূল্য নিধি আমরা চুরি ক'রে নিয়ে চ'লে আস্‌বো।

উর্ম্মিলা। ছিঃ! মহারাজ রামচন্দ্রের সন্তান চুরি ক'রে অযোধ্যায়

প্রবেশ কর্‌বে? গৃহে গৃহে বাদ্যধ্বনি হবে না? মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খনাদ হবে না? উৎসব-কোলাহলে আকাশটা ফেটে পড়্‌বে না? তা যদি না হয়, থাক্ সে তপোবনে, অযোধ্যায় এসে তার কাজ নেই প্রিয়তম!

লক্ষ্মণ। ভগবান্! ভগবান্! কোন দিকে কোন পথ রাখ নি।

উর্ম্মিলা। ব'সো প্রিয়তম! একটু স্থির হও। ভেবে ভেবে কি হয়েছ বল দেখি! এমন ক'রে ক'দিন বেঁচে থাক্‌বে?

লক্ষ্মণ। আরও বাঁচ্‌তে হবে উর্ম্মিলা? নিজের হাতে সোনার প্রতিমা ডালি দিয়ে এসেছি, পশ্চাতে তার আর্ত্তনাদ মুহুর্ম্মুহুঃ প্রতিধ্বনিত হয়েছে, আমি ফিরেও তাকাই নি। এতখানি পাপ প্রকৃতি সয় না উর্ম্মিলা! আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি, কোথায় এর পরিণতি।

উর্ম্মিলা। কেন এ সব কথা ভাব্‌ছো? মহারাজের কথা একবার ভাব দেখি! এত বড় দুঃখে স'য়েও অচলপ্রতিষ্ঠ হিমাচলের মত দাঁড়িয়ে আছেন। আমার দিকে একবার চেয়ে দেখ, চোখে এক ফোঁটা জল নেই। আমরা যদি সহ্য কর্‌তে পারি, তুমি কেন পার্‌বে না স্বামি?

লক্ষ্মণ। সহ্য করি নি উর্ম্মিলা? আমার হাতে যমদণ্ড থাক্‌তে বিদ্রোহী প্রজারা অক্ষত র'য়ে গেল। নিজের হাতে রাজলক্ষ্মী বিসর্জ্জন দিয়ে এলুম, আর কত সইতে বল উর্ম্মিলা?

উর্ম্মিলা। ভগবান্!—ভগবান্!—শান্তি দাও প্রভু!

রামের প্রবেশ।

রাম। লক্ষ্মণ!

লক্ষ্মণ। দাদা!

রাম। কি করিনু ভাই রে লক্ষ্মণ!
প্রজানুরঞ্জন তরে জানকীরে দিছি নির্ব্বাসন:

অশান্তির ঘন মেঘ তবু রয়
অযোধ্যার আকাশ জুড়িয়া।
জলাশয় জলহীন, দুর্ভিক্ষে ছেয়েছে দেশ,
শস্যহীন ধূ-ধূকরা মাঠ,
মহামারী অনাবৃষ্টি অকালমরণ,
অযোধ্যায় তুলিয়াছে ক্রন্দনের রোল।
দিবানিশি দলে দলে কাতারে কাতারে
প্রজাগণ আসে রাজপুরে :
বিশ্বগ্রাসী নিদারুণ ক্ষুধা
কি দিয়ে মেটাবো ভাই ?

লক্ষ্মণ। প্রজার মঙ্গল তরে সূর্য্যবংশধর !
করিয়াছ পত্নী বিসর্জ্জন,
খুলে দেছ রাজার ভাণ্ডার,
মুক্তহস্তে করিতেছ দান,
আর কি করিতে পার ?

রাম। তবে কি আমার হাতে
ধ্বংস হবে অযোধ্যানগরী ?
প্রিয়তম প্রজাপুঞ্জ অনাহারে মরিবে অকালে ?

লক্ষ্মণ। এ তো জানা কথা মহারাজ !
রাজলক্ষ্মী নিয়েছে বিদায়,
তারি সাথে চ'লে গেছে অযোধ্যার
শস্য জল শান্তি সুখ জীবনের সুধা।
নিষ্ফল ক্রন্দন ; হে রাজন্ !
অযোধ্যার এই পরিণাম।

শত্রুঘ্নের প্রবেশ।

শত্রুঘ্ন। অযোধ্যার এই পরিণাম।
হে রাজন্! কার তরে ফেল আঁখিজল?
নিষ্ঠুর! কাঁদিবার হয় যদি, কাঁদ শুধু
জানকীর তরে। কর আশীর্ব্বাদ—
ঈশ্বরের পায়ে নিয়ত প্রার্থনা কর,
এ জীবন এমনি তো বিফলে কাটিল তার,
পরজন্মে অভাগিনী সুখী যেন হয়।
[চক্ষে জল আসিল।]

রাম। ভাই! প্রজাদের ক'রো না রে দোষী,
তারা বুদ্ধিহীন—বড দীন,
আপনার বুকে আপনি করেছে অস্ত্রাঘাত।
~~লক্ষ্মণ! শত্রুঘ্ন! শতবার বলিয়াছি,~~
~~রামনাম অভিশাপে ভরা, স্পর্শে মোর~~
~~জ্ব'লে যায় স্বরগের নন্দন-কানন;~~
~~তাই রাজ্যময় এই অশান্তির জ্বালা।~~
শোন ভাই! সিংহাসন সাজে না আমারে।
নিদারুণ অভিমানে ভরত গিয়াছে চলি,
তোমরা রয়েছ মোর দুই পার্শ্বে বিন্ধ্য হিমাচল;
ভাই! প্রাণাধিক! রাজত্বের
গুরুভার হ'তে মুক্তি দাও মোরে।
প্রজাদের সুখী কর,
বংশের গৌরব আবার ফিরায়ে আন।

লক্ষ্মণ। মহারাজ! ক্ষমা কর :
অযোধ্যার অভিশপ্ত সিংহাসন
আমি কভু পারিব না করিতে গ্রহণ।

রাম। শত্রুঘ্ন!

শত্রুঘ্ন। পারি, কিন্তু এক দিনে
অযোধ্যায় করিব শ্মশান।

রাম। ভগবান্! ভগবান্!
আমার প্রাণের ভাষা কেহ বুঝিবে না?
প্রিয়তমা সীতার বিরহে
নিরন্তর কাঁদিছে পরাণ,
তিল মাত্র তিষ্ঠিতে না পারি,
তারপর রাজ্যময় অশান্তির জ্বালা
কি করি উপায়? প্রজার মুখের
হাসি কেমনে ফিরায়ে আনি?
হে ঈশ্বর! শক্তি দাও—
মুক্তি দাও অভাগা রাঘবে।

শত্রুঘ্ন। মহারাজ! অযোধ্যার বহু অধিবাসী
এসেছিল প্রাসাদতোরণে :

রাম। কই—কোথা তারা?

শত্রুঘ্ন। চ'লে গেছে; বেত্রাহত কুক্কুরের সম
বিতাড়িত করেছি সবারে।

রাম। ওঃ—শত্রুঘ্ন!

ঊর্ম্মিলা। ছি-ছি, করেছ কি গুণের দেবর!
তারা যে ক্ষুধিত বড়, বড় ভাগ্যহীন।

মহারাজ ! রাজার ভাণ্ডার
মোর হস্তে করিলে অর্পণ,
আমি লবো ক্ষুধিতের অন্নদান-সেবা ।

শত্রুঘ্ন । কি স্বার্থ তোমার ?

ঊর্ম্মিলা । সন্তানের হাসি আর ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ।
হে দেবর ! সন্তানেরে পীযূষ দানিতে
জননীর অন্য স্বার্থ নাই !

লক্ষ্মণ । সীতা ! সীতা ! তুমি তবে যাও নাই,
জেগে আছ ভগিনীর অন্তর মাঝারে ।

[প্রস্থান ।

রাম । মা ! মা ! নিশ্চিন্ত করিলে মোরে :
নিয়ে যাও রাজকোষ অঞ্চলে বাঁধিয়া,
মেটাও রাজ্যের ক্ষুধা, প্রজাদের হাহাকার
কর নিবারণ । ওরে কাঙ্গাল অযোধ্যাবাসি !
ভয় নাই—ভয় নাই,
অন্নপূর্ণা বিলাইবে অন্ন জনে জনে ।
যাও—পূর্ণ হোক্ মনের বাসনা ।

ঊর্ম্মিলা । এস—এস, ছুটে এস অন্নহীন বস্ত্রহীন
অযোধ্যার লক্ষ অধিবাসি !
ক্ষুধাতুরে অন্ন দিব, তৃষ্ণাতুরে জল,
মুছাবো নয়নবারি আমি রে সন্তান !

[রামকে প্রণাম করতঃ প্রস্থান ।

রাম । ভাগ্যবান্ তুমি রে লক্ষ্মণ !
হেন পত্নী করিয়াছ লাভ ।

দুর্ম্মুখের প্রবেশ।

দুর্ম্মুখ। মহারাজ! মহারাজ! কারারক্ষী নিহত।

রাম। নিহত?

শত্রুঘ্ন। আর বন্দী?

দুর্ম্মুখ। যেমন ছিল তেমনি আছে, অথচ দ্বার মুক্ত।

রাম। এর অর্থ?

অর্চ্চনার প্রবেশ।

অর্চ্চনা। আমি জানি।

রাম। জান? কে কারারক্ষীকে হত্যা করেছে?

অর্চ্চনা। মহারাজের বিশ্বস্ত অনুচর প্রণব।

সকলে। প্রণব?

দুর্ম্মুখ। বালিকা! তুমি কি বল্‌ছো? প্রণব আততায়ী? আমার পুত্র প্রণব? তার স্বার্থ?

অর্চ্চনা। গুরুর মুক্তি।

শত্রুঘ্ন। কে গুরু?

অর্চ্চনা। বন্দী চক্রধর মিশ্র।

রাম। চক্রধর মিশ্র? আজ না তার বিচারের কথা?

দুর্ম্মুখ। হাঁ মহারাজ! তাকে আন্‌তে পাঠিয়েছি, সে আস্‌ছে। চক্রধর মিশ্র তোমারও গুরু; তুমিই তবে কারারক্ষীকে হত্যা করেছ!

অর্চ্চনা। বন্দী যদি বলেন, প্রণব যদি আমারই স্কন্ধে নিজের হত্যার পাপ চাপিয়ে দিতে চায়, তবে আমিই আততায়ী!

শত্রুঘ্ন। মহারাজ! এ কি অত্যাচার! বাইরে শত্রু, ঘরেও শত্রু!

এরা চারিদিক থেকে আমাদের উপর শরক্ষেপ কর্‌বে, তবু এদের মাথায় পড়্‌বে শুধু রাজার আশীর্ব্বাদ?

রাম। সংসারটা কি হ'লো শত্রুঘ্ন?

দুর্ম্মুখ। আমি বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছি না যে আমার পুত্র আততায়ী। হয় তো এ বালিকার ছলনা; কিন্তু—না, তাও হ'তে পারে না। মহারাজ! আমি নিজে একবার তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বো; সে যতই পাপী হোক্, আমার মুখের দিকে চেয়ে মিথ্যা কথা বল্‌তে পার্‌বে না।

রক্ষিসহ বন্দী চক্রধর মিশ্রের প্রবেশ।

রক্ষী। মহারাজ! বন্দী চক্রধর মিশ্র।

রাম। ব্রাহ্মণ! কারাদ্বার মুক্ত; আপনি ইচ্ছা কর্‌লে পালাতে পারতেন।

চক্রধর। পার্‌তুম, কিন্তু প্রবৃত্তি হয় নি; চক্রধর মিশ্র চোরের মত পালিয়ে যায় না।

রাম। কে আপনাকে মুক্তি দিতে গিয়েছিল?

চক্রধর। তা বল্‌তে পার্‌বো না।

শত্রুঘ্ন। না বল্‌লেও পরিত্রাণ নাই।

চক্রধর। তবু বল্‌বো না। বন্দী যখন হয়েছি, বাচবার আশা করি না। এই জরাজীর্ণ বৃদ্ধের প্রাণের জন্য আমার প্রিয়তম শিষ্য—

রাম। কে শিষ্য?

দুর্ম্মুখ। চক্রধর মিশ্র! বল—বল, বল্‌তে গিয়ে হঠাৎ থাম্‌লে কেন? অষ্টবজ্র হান্‌বে যদি, এক সঙ্গে হান।

চক্রধর। বিধাতার বিড়ম্বনা; অতর্কিতে ব'লে ফেলেছি, আর ফেরাবার উপায় নেই। হা প্রণব! হা প্রাণাধিক!

রাম । প্রণব ?

দুর্ম্মুখ । প্রণবই তবে কারারক্ষীকে হত্যা করেছে ?

চক্রধর । অস্বীকার ক'রে তার লাভ নাই ; কিন্তু মহারাজ, আততায়ী হ'লেও সে বালক ।

রাম । প্রণব আততায়ী ? দুর্ম্মুখের পুত্র প্রণব ? এতখানি বিশ্বাসের এই প্রতিদান ?

দুর্ম্মুখ । কিন্তু মহারাজ !—

শত্রুঘ্ন । এর মধ্যে কিন্তু নেই দুর্ম্মুখ ! নিয়ে এস তোমার পুত্রকে যেখান থেকে হোক ।

দুর্ম্মুখ । ওঃ, প্রণব—প্রণব !

প্রণবের প্রবেশ ।

প্রণব । আমায় ডাক্‌ছেন পিতা ?

দুর্ম্মুখ । চুপ্, ও সম্বোধনটা আর আমায় করিস্ নে । কুলাঙ্গার ! পশু ! তুমি না পিতৃঋণ পরিশোধ কর্‌তে এসেছ ? পিতৃঋণের চেয়ে তোমার গুরুদক্ষিণাটা বেশী হ'লো ?

রাম । প্রণব ! কি কর্‌লে তুমি ? এতখানি বিশ্বাসের এই প্রতিদান ? দুর্ম্মুখের পুত্র তুমি, তোমাকেও বিশ্বাস করা চল্‌বে না ?

প্রণব । কি হয়েছে মহারাজ ? আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না ।

শত্রুঘ্ন । বুঝ্‌তে পার্‌ছো না ? বিশ্বাসঘাতক ! সোজা হ'য়ে দাঁড়াও, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি । [অসি নিষ্কাশন]

রাম । শত্রুঘ্ন ! ক্ষান্ত হও । শোন প্রণব ! তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তুমি কারারক্ষীকে হত্যা ক'রে চক্রধর মিশ্রকে মুক্ত কর্‌তে গিয়েছিলে, তুমি রাজার বিশ্বস্ত অনুচর হ'য়েও রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছ ।

প্রণব। বিদ্রোহ করেছি—আমি? প্রমাণ?

দুর্ম্মুখ। প্রমাণ এই বালিকা, প্রমাণ বন্দী নিজে।

প্রণব। গুরুদেব!—

চক্রধর। কি করবো বৎস! এরা সব জান্‌তে পেরেছে, আর অস্বীকার ক'রে লাভ নেই। যাও বীর! বীরের মত মর। তোমার দেওয়া মুক্তি আমি নিতে পার্‌লুম না ব'লে দুঃখ ক'রো না; যাও, আমিও তোমার পশ্চাতে যাচ্ছি।

প্রণব। গুরুদেব! এতদিন আমার শিক্ষা অসম্পূর্ণ ছিল, আজ তুমি পূর্ণ কর্‌লে।

রাম। অপরাধ স্বীকার কর্‌ছো যুবক?

প্রণব। আর একটু অপেক্ষা করুন মহারাজ! অর্চ্চনা! তুমি আমায় হত্যা করতে দেখেছো?

অর্চ্চনা। দেখেছি।

শত্রুঘ্ন। আর কোন কথা আছে?

প্রণব। না: থাক্‌তে পারে না। একটা দীন ভিক্ষুকের পক্ষে যা সাজে, আমার পক্ষে তাও সাজে না। আমার জীবনে উল্টো গাইছে প্রকৃতি; পিতা চায় ঋণ-পরিশোধ, গুরু চান নৃশংস দক্ষিণা। আর যাকে আশৈশব দিবসের ধ্যানে নিশীথের স্বপ্নে, না—না, আমি ভুল বল্‌ছি; মহারাজ! আমি দণ্ড নিতে প্রস্তুত।

রাম। দুর্ম্মুখ! তোমার নাম তুমি নিজে সার্থক করতে পার নি, করেছে তোমার পুত্র।

দুর্ম্মুখ। পুত্র! আমি আজীবন রাজসেবা করেছি, আর আমারই ঘরে রাজদ্রোহী!

প্রণব। পিতা! [দুর্ম্মুখের পদতলে নতজানু হইল।]

দুর্ম্মুখ। দূর হ' কুলাঙ্গার! [পদাঘাত] আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে এখনি তোর মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিই।

প্রণব। ওঃ—পিতা, তোমার কাছেও আমার প্রাপ্য ছিল পদাঘাত?

অর্চ্চনা। প্রণব!

প্রণব। অর্চ্চনা! না, কিছুই বল্‌বার নেই আমার; স'রে যাও।

চক্রধর। মহারাজ! প্রণব বালক, তাকে ক্ষমা করুন।

দুর্ম্মুখ। ক্ষমা? এত বড় অপরাধের ক্ষমা? বেশ, রাজা ক্ষমা করেন করুন, কিন্তু আমি ক্ষমা কর্‌বো না।

শত্রুঘ্ন। মহারাজ!—

চক্রধর। ক্ষমা—

রাম। কোন উপায় নেই। প্রণব! আমি তোমার প্রাণদণ্ডের—

অর্চ্চনা। মহারাজ! [রামের পায়ে আছড়াইয়া পড়িল।] ক্ষমা—ক্ষমা—ক্ষমা—

রাম। [প্রণবের প্রতি] এ রাজ্যে আর তোমার স্থান হবে না যুবক! আজ হ'তে তুমি নির্ব্বাসিত।

শত্রুঘ্ন। যাও; বেঁচে রইলে, এই তোমার সৌভাগ্য।

[প্রস্থান।

[প্রণব পিতা ও রামকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিতেছিল।]

অর্চ্চনা। প্রণব! [প্রণবের পদতলে নতজানু হইল।]

প্রণব। অর্চ্চনা! [চোখের জল মুছিয়া] ভগবান্ তোমায় সুমতি দিন।

দুর্ম্মুখ। চক্রধর মিশ্র! যদি এর মধ্যে তোমার একটু প্রেরণা থাকে, তবে তোমার তাজা মাংস আমি ছিঁড়ে খাবো। [প্রস্থান।

রাম। ব্রাহ্মণ! সশিষ্য আপনি মুক্ত শুধু এইটুকু মহত্ত্বের জন্য।

অর্চ্চনা। [জনান্তিকে] কি কর্‌লুম—কি কর্‌লুম আমি গুরু!

চক্রধর। চুপ্! প্রতিশোধের এই পথ।

[চক্রধর মিশ্র ও অর্চ্চনার প্রস্থান।

রাম। এত পাপ, এত পাপ এই দেশে! রাজ্যের জঠরের ক্ষুধা হয় তো মিট্‌বে, কিন্তু অন্তরের এই বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা কি দিয়ে নিবারণ কর্‌বো? অশ্বমেধ—অশ্বমেধ! গুরু! তোমার আদেশ শিরোধার্য্য। আমি অশ্বমেধ-যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান কর্‌বো, নইলে রাজ্যের এ আবিলতা ঘুচ্‌বে না।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পথ।

গোবর্দ্ধনের প্রবেশ।

গোবর্দ্ধন। যাক্—সব যাক্, শালার দেশে আর থাক্‌বো না; যে দিকে দু'চোখ যায়, চ'লে যাবো। কিন্তু এ কি গেরো বাবা! নচ্ছার বেটারা গাছতলাতেও আমায় টিক্‌তে দেবে না! এখানটা একটু নিরি-বিলি দেখ্‌ছি, একটু বসা যাক্! [উপবেশন] বেটার ছেলে কি কর্‌লে গা! আমার বাড়ী গেল, ঘর গেল, গিন্নীটা শুদ্ধু লোপাট! ভজা বেটাই বা গেল কোথা? হু—বোঝা গেছে।

গীতকণ্ঠে বালক ও বালিকাগণের প্রবেশ।

বালক-বালিকাগণ।—

গীত।

ওরে বাহাত্তুরে বুড়ো।
যমের বাড়ী যাবি কবে মান্ধাতার খুড়ো॥

তল্পী নিয়ে যাচ্ছ বুঝি নতুন শ্বশুরবাড়ী,
গিন্নী যে তোর কাছা আঁটা, তাই পরে না শাড়ী ;
ঘুর্‌ছে রে যম কাছে কাছে, শিয়াল শকুন ফির্‌ছে পাছে,
কবে তুই অক্কা পাবি বুড়ো ছাগল, ঠুক্‌রে খাবে পাকা মুড়ো ॥

[প্রস্থান ।

গোবর্দ্ধন। তোরা যা যমের বাড়ী। না—এ দেশে আর থাকা হ'লো না। যেখানে যাই, এই কুকুরছানাগুলো পেছনে লেগেই আছে।

ভজার প্রবেশ।

ভজা। মাসি গো!—

গোবর্দ্ধন। বটে! সাহস তো কম নয় ; আবার এসে "মাসি গো—মাসি গো" কর্‌তে সুরু করেছিস্ বেটা! তারপর খবরটা কি তাই শুনি?

ভজা। খবর বড় ভাল নয়।

গোবর্দ্ধন। ভাল নয়, তা তো জানিই। তারপর কি?

ভজা। তারপর সব ফাঁক।

গোবর্দ্ধন। তবে তোর মাথাটাই ফাঁক হ'য়ে যাক্। [যষ্টি উঠাইল।]

ভজা। ও কি! ও কি মেসোমশাই!

গোবর্দ্ধন। ব্যাটা! আমি কচি খোকা? কিছু বুঝি না? চালাকি মার্‌তে এসেছ? ফাটাও মাথা—ফাটাও—

ভজা। আরে আরে, ও মেসোমশাই! আরে, আমি কি কর্‌লুম?

গোবর্দ্ধন। তুমি কি কর্‌লে? ব্যাটা! তোর জন্যে আমার বাড়ী ঘর সব গেছে, গিন্নীটা পালিয়েছে। টাকা-কড়ি গয়না-গাটী তুই তো সব ফাঁকি দিয়ে নিয়েছিস্!

ভজা। তুমি ছাই বুঝেছ।

গোবর্দ্ধন। বুঝি নি ? একশোবার বুঝেছি। সব গেছে—যাক্, কিছু চাই না ; শুধু রুক্মিণীকে কোথায় রেখেছিস্ বল্ ? যা হয়েছে—হয়েছে।

ভজা। খবরদার ! ফের যদি ও সব কথা বল্‌বে, দেবো ঘা কতক বসিয়ে।

গোবর্দ্ধন। কি—আমায় মার্‌বি ?

ভজা। হাড়-গোড় ভেঙ্গে দেবো।

গোবর্দ্ধন। তবে রে শালা !—[প্রহারোদ্যত।]

ভজা। তার উপর শালা ? [যষ্টি কাড়িয়া লইয়া তাড়া করিল।]

গোবর্দ্ধন। এই—এই, খবরদার ! আরে, ও ভজহরি ! তুমি বাবা পাগল হয়েছ ?

ভজা। পাগল আমি না তুমি ? মাসী বোন-পো ব'লে কথা !

গোবর্দ্ধন। আরে আমি রহস্য কর্‌ছিলুম।

ভজা। তোমার পিণ্ডি কর্‌ছিলে।

দূতের প্রবেশ।

দূত। এই বুড়ো—এই বুড়ো !

গোবর্দ্ধন। কি হয়েছে ? পাঁচ জনের সাম্‌নে অমন বুড়ো-বুড়ো ক'চ্ছো কি জন্যে ?

দূত। তবে কি জোয়ান-জোয়ান বল্‌বো ?

গোবর্দ্ধন। কেন, আমার কি নাম নেই ?

দূত। বটে ! তা আগে বল্‌তে হয়। এই গোবরা—এই গোবরা !

গোবর্দ্ধন। বেরো বেটা এখান থেকে।

দূত। বেরুবো কি হে ? তোমায় যে তলব হয়েছে ; শীগ্‌গির এস। কোথায় লুকিয়ে ছিলে এ্যদ্দিন ? খুঁজে খুঁজে হাল্লাক।

ভজা। লুকোয় নি হে! এই বিয়ে-টিয়ের হাঙ্গামে—

দূত। বিয়ে? তুমি কি আবার—

গোবর্দ্ধন। আরে দেত্ত্রি! আচ্ছা, তুমি আসল কথাটা বল দেখি! [ভজার প্রতি] ব্যাটা গর্ভস্রাব।

ভজা। তার উপর মাসী আজ ক'দিন—

গোবর্দ্ধন। আরে ও সব কথা—আরে থাম্ না! [স্বগত] সাধে কি আর শালা বলেছি। যাক্—মরুক্ গে! এখন কথটা হ'চ্ছে এই যে—

দূত। তোমায় রাজবাড়ী যেতে হবে; এক্ষুণি।

গোবর্দ্ধন। কেন বল দেখি?

দূত। অনেক দিন পালিয়ে আছ কি না, তাই তোমায় শূলে দেবে!

ভজা। তা হ'লে মাসীর কি হবে?

গোবর্দ্ধন। যাও—যাও, আমি যাবো না।

দূত। না গেলে বেঁধে নিয়ে যাবো; শূল তৈরী।

ভজা। ওগো মাসি গো—

গোবর্দ্ধন। চোপ্‌রাও নচ্ছার! আমায় বেঁধে নিয়ে যায়, এমন লোক এ রাজ্যে নেই।

দূত। আরে মুরুব্বি! ঘাবড়াচ্ছ কেন? রামরাজত্বে শূল কি আছে? চল—চল, এখনি ঘোড়া ছাড়্‌তে হবে; রাজার অশ্বমেধ।

গোবর্দ্ধন। অশ্বমেধ হোক্ কি হস্তিমেধ হোক্, আমি যাবো না; আর আমি চাকরী কর্‌বো না। কার জন্য কর্‌বো? আমার সব গেছে, রাজার চাকরী ক'রে এই তো ফল! আমার বুড়ো বয়সের গিন্নী—

ভজা। মাসি গো,—

দূত। চাকরী কর না কর, রাজার কাছে ব'লে এস।

গোবর্দ্ধন। আমি যাবো না।

দূত। তোমার বাবা যাবে। [কর্ণ ধরিয়া আকর্ষণ।]

গোবর্দ্ধন। ভজা—

ভজা। এই—এই, মেসোমশাইকে এই—[গোবর্দ্ধনের হাত ধরিয়া আকর্ষণ।]

গোবর্দ্ধন। উ-হু-হু! ওরে, একজন ছাড়্! আঃ—আরে দুত্তোর গুষ্টির পিণ্ডি!

ভজা। [গোবর্দ্ধনের হাত ছাড়িয়া দিল।]

[গোবর্দ্ধনকে লইয়া দূতের প্রস্থান।

ভজা। ওগো মাসি গো!

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

বাল্মীকির তপোবন।

লব ও কুশ রামায়ণ গান করিতেছিল।

লব ও কুশ।—

গীত।

জয় জয় জয় হে।

নব জলধর শ্যাম, সর্ব্ব গুণধাম, সীতাপতি করুণানিলয় হে।

পাষাণ-উদ্ধারে, তাড়কানিধনে, হরধনু ভাঙ্গা, সাগরবন্ধনে,

কীর্ত্তি তোমার চির-বিঘোষিত অখিল ভুবনত্রয় হে।

জয় জয় জয় হে॥

বাল্মীকির প্রবেশ ।

বাল্মীকি। এই তো স্বর্গ; বাল্মীকির তপোবন আজ আনন্দের অমরাবতী। কে বেশী ভাগ্যবান? রাম না বাল্মীকি, না এই লব-কুশ? গাও ভাই—গাও, গীতের ঝঙ্কারে এই বিষাদময় তপোবনে বসন্তের হিল্লোল বইয়ে দাও।

লব ও কুশ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

পিতৃ-সত্য করিতে পালন, দীর্ঘ বনবাস করিলে বরণ,
পঞ্চবটী বনে সীতাহারা হ'য়ে ভ্রমিলে জগৎময় হে—
বানর সহায়ে সাগর বাঁধিয়া, সোনার লঙ্কায় উত্তরিলে গিয়া,
অশোককাননে নির্য্যাতনে সীতা দিনে দিনে পায় ক্ষয় হে!
জয় জয় জয় হে॥

বাল্মীকি। আবার—আবার; আসুক্ সন্ধ্যা, ব'য়ে যাক্ রাত্রি, ফিরে যাক কর্ম্মের সহস্র আবাহন। গাও ভাই! সুধাময় রামনামে বনস্থলী পরিপূর্ণ হোক্।

লব ও কুশ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

অজেয় রাবণে করিয়া সংহার, করিলে রাঘব জানকী উদ্ধার,
অনলে দহিয়া দেখাইল সীতা হিয়া তার রামময় হে—
রাজাসনে বসি অতীব যতনে, পালিছ হে রাম নিজ প্রজাগণে,
পরশে তোমার পলায়েছে দূরে দুঃখ শমনভয় হে।
জয় জয় জয় হে॥

বাল্মীকি। সুন্দর—সুন্দর!

লব। ঋষি! এ কি নাম শোনালে ঋষি! যত গাই, ততই প্রাণের মধ্যে আনন্দের লহর ব'য়ে যায়।

কুশ। দাদু! এই রামচন্দ্র আমাদের রাজা? আমাদের মত হাত-পা-ওয়ালা মানুষ?

লব। আর রাজভ্রাতা লক্ষ্মণ? কত বড় বীর বল দেখি! দাদু! আমরা একবার রাম-লক্ষ্মণকে দেখ্‌তে পাই না? দেখা হ'লে রামকে বল্‌বো, তুমি এত বড় বীর হ'য়ে বালী-বধের কলঙ্ক কেন নিলে রাজা? আর লক্ষ্মণকে বল্‌বো, আমায় শিখিয়ে দাও, কোন্ মন্ত্রে তুমি চৌদ্দ বৎসর অনাহারে অনিদ্রায় কাটিয়েছ?

কুশ। রাম তো রাজা হ'লেন, আরপর কি হ'লো দাদু?

বাল্মীকি। তারপর? সে আর শুনে কাজ নেই ভাই!

লব। কেন?

বাল্মীকি। ~~তেমন বিশেষ কিছু নয়~~; যা শুনেছ, এই পর্য্যন্তই থাক্, আর শুন্‌তে চেয়ো না লব-কুশ! শুনে সুখী হ'তে পার্‌বে না।

লব। [সবিস্ময়ে] সে কি?

কুশ। রামচরিত শুনে সুখী হবো না? যার নাম গান কর্‌তে ক্ষুধা-তৃষ্ণা মনে থাকে না, এ যে সেই রামের জীবনকথা; এর আগা গোড়াই মধুর। পড় দাদু, পড়; রামচন্দ্রের কি হ'লো তারপর?

লব। রাজভ্রাতা লক্ষ্মণ তারপর কি কর্‌লেন?

বাল্মীকি। কি হবে ভাই সে সব কথা শুনে? সে শুধু রাম-সীতার বিরহের অশ্রুময় কাহিনী।

কুশ। রাম-সীতার বিরহ? কেন—কেন ঋষি? বল—বল, শোন্‌বার জন্য আমার মন বড় ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে।

বাল্মীকি। [স্বগত] ভগবান্! ভগবান্! এ স্রোতের বেগ আমি কি দিয়ে রোধ কর্‌বো? এ যে রক্তের সম্বন্ধ—জন্মের বন্ধন! [প্রকাশ্যে] যা হয় হোক্; এস লব-কুশ! রাম-সীতার বিরহের কাহিনী শোন।

গীতকণ্ঠে সত্যশরণের প্রবেশ।

সত্যশরণ ;—

গীত।

নাই রে, সীতা নাই।
সীতাছাড়া শূন্য পুরে উড়্ছে শুধু ছাই॥
দশাননের অশোক বনে, ছিল সীতা সঙ্গোপনে,
সন্দ হ'লো প্রজার মনে তাই॥

কুশ। বল কি?

সত্যশরণ।— পূর্ব্ব গীতাংশ।

কলঙ্কিনী ব'লে সবে, রটিয়ে দিল তারা যবে,
রঘুমণি বল্‌লে সীতার নির্ব্বাসন চাই॥

লব। রাম বল্‌লেন? ওঃ, বুদ্ধি তো খুব! তারপর?

সত্যশরণ।— পূর্ব্ব গীতাংশ।

বল্‌লে সীতা ভেবো না কো, আমায় ছেড়ে সুখে থাকো,
সবার হিতে আমি একা নির্ব্বাসনে যাই॥

কুশ। আচ্ছা, তারপর?

সত্যশরণ।— পূর্ব্ব গীতাংশ।

লক্ষ্মণেরে সাথে ল'য়ে চ'লে গেল রামের প্রিয়ে,
বাল্মীকির তপোবনে খুঁজে নিল ঠাঁই॥

লব। সত্যি? সত্যি রাম সীতাকে বনবাস দিলে? থাক্—থাক্ আর বল্‌তে হবে না। উঃ, ঋষি! তোমার রাম এমন নিষ্ঠুর?

অলক্ষ্যে সীতার প্রবেশ।

সীতা। রাম নিষ্ঠুর?

লব। যে সীতা এতদিন ছায়ার মত তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছে, সেই সীতাকে বিনা দোষে বনবাস দিলে? ছিঃ-ছিঃ, এই রামচরিত জগৎকে শোনাবে তুমি? পুড়িয়ে ফেল—পুড়িয়ে ফেল; নয় তো আমাকে দাও, তমসার জলে ফেলে দিই।

বাল্মীকি। শোন লব, আর একটু শোন; তারপর ব'লো রাম নিষ্ঠুর।

লব। খবরদার! আর প'ড়ো না বল্‌ছি, ছিঁড়ে ফেল্‌বো। তোমার রামনাম নিয়ে তুমি থাক, আমি রামকে ঘৃণা করি।

সীতা। [অগ্রসর হইয়া] কি বল্‌লি? কাকে ঘৃণা করিস্‌?

লব। অযোধ্যার রাজা রামকে; তার প্রথম জীবনের ইতিহাস শুনে মনে মনে তার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছি, কিন্তু এখন ইচ্ছে হ'চ্ছে, ছুটে গিয়ে তার মুখে ছাই দিয়ে আসি।

সীতা। বাবা! আরও কি আপনি অপেক্ষা কর্‌তে চান? এই দারুণ বিতৃষ্ণা অন্তরে পুষে নিয়ে এরা পিতৃঋণ পরিশোধ কর্‌বে?

বাল্মীকি। কেন অধীর হ'চ্ছো মা? এখনও সময় আসে নি।

কুশ। মা! রামায়ণের সীতা অযোধ্যার রাণী, স্বামী তাঁকে ত্যাগ করেছেন, মহর্ষি বাল্মীকি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন। তোমারও নাম সীতা, তুমিও আছ মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে। তুমি তবে কোন্‌ সীতা মা?

সীতা। [বাল্মীকির প্রতি] বাবা!

বাল্মীকি। যে সীতা রামের সঙ্গে বনবাসে গিয়েছিল, সে সীতা রাজর্ষি জনকের কন্যা; আর এ আমার কন্যা।

লব। সে বাল্মীকিই বা কে আর তুমিই বা কে?

বাল্মীকি। আরে সে বাল্মীকি ছিল ঋষি, আর এ বাল্মীকি কবি।

লব। তবে আমাদের পিতা কে?

কুশ। মা!—

সীতা। যা—যা, আমার কাছে কোন উত্তর নাই, আমি বধির—আমি মূক। যা জিজ্ঞাসা করতে হয়, দাদুকে জিজ্ঞাসা কর্।

লব। দাদু! তোমার পায়ে পড়ি দাদু! বল, আমাদের পিতা কে? সবাই আমাদের এ কথা জিজ্ঞাসা করে, আমরা কিছু বল্‌তে না পেরে মাথা হেঁট ক'রে ফিরে আসি।

সীতা। ওরে অজ্ঞান! যদি জান্‌তিস, কত বড় পরিচয় তোদের, তা হ'লে বুকটা দশ হাত ফুলে উঠ্‌তো। একটা কথা ব'লে দিই, খুঁজেনে—চিনে নে—শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধর্, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ তোদের পিতা।

লব ও কুশ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ

সীতা। হাঁ্যা, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ। যা—সন্ধান কর।

লব ও কুশ।—

গীত।

মোরা খুঁজিব আপনহারা।
আকুল মোদের এই আবাহন যেথা গেলে পাব সাড়া॥
গৃহে মাঠে বাটে বন উপবনে খুঁজিব পরম নিধি,
যত দিনে হোক্, যত যুগে হোক্, মিলাবে সে ধন বিধি,
সকল থাকিতে নিঃস্ব রহিয়া, রবো না তো আর অনলে দহিয়া,
এত মোরা দীন পরিচয়হীন, এমনি জগত ছাড়া॥

[প্রস্থান।

রুক্মিণীর প্রবেশ।

রুক্মিণী। ঋষি ঠাকুর! কোথায় আমাদের মহারাণী সীতা?

বাল্মীকি। কেন মা! কি প্রয়োজন সীতাকে?

রুক্মিণী। গোটাকতক বিষাক্ত বাণ নিয়ে এসেছি, তার বুকে বিঁধিয়ে দেবো।

বাল্মীকি। কেন মা? তার কি অপরাধ?

রুক্মিণী। স্ত্রী-জাতিটার সর্ব্বনাশ করেছে সে। একবার গিয়ে দেখে এস, অযোধ্যায় স্ত্রী-জাতির কি দুর্দ্দশা!

সীতা। কেন? কেন?

রুক্মিণী। তুমি কে?

সীতা। আমিই সীতা।

রুক্মিণী। মা—মা! মহারাণি! কেন তুমি মিথ্যা অপবাদের বোঝা মাথায় ক'রে চ'লে এলে? একটা প্রতিবাদও কর্‌তে পার্‌লে না?

বাল্মীকি। বাল্মীকির সীতা স্বামীর বিধানে প্রতিবাদ,কর্‌তে জানে না।

সীতা। তাই নিঃশব্দে চ'লে এসেছি।

রুক্মিণী। বেশ করেছ; তাতে ফল কি হয়েছে জান? এত বড় মিথ্যা অপবাদ তুমি নিঃশব্দে স্বীকার ক'রে এসেছ, অযোধ্যায় আজ পুরুষ আর নারীকে বিশ্বাস করে না। বল, এখন আমরা কি কর্‌বো?

সীতা। মর্‌বে। স্বামীর অখণ্ড ভালবাসা যে পায় নি, মরাই তার একমাত্র গতি।

রুক্মিণী। তবে তুমি মর নি কেন?

সীতা। কেন মরি নি? জিজ্ঞাসা কর গিয়ে তোমাদের মহারাজকে।

রুক্মিণী। জিজ্ঞাসা আর কি কর্‌বো? চোখে দেখে এলুম, মহারাজ রামচন্দ্র অশ্বমেধ-যজ্ঞ কর্‌ছেন।

বাল্মীকি। অশ্বমেধ-যজ্ঞ?

রুক্মিণী। হ্যাঁ। যজ্ঞে সহধর্ম্মিণী চাই না ঠাকুর? [সীতার প্রতি] কই, তোমাকে একবার স্মরণ করেছেন?

বাল্মীকি। না করেছেন—নেই; স্মরণ কর্‌লেও সীতা অতিথির মত অযোধ্যায় প্রবেশ কর্‌বে না।

রুক্মিণী। সে তো পরের কথা ঠাকুর!

বাল্মীকি। যাও—যাও; বল গে তোমাদের রাজাকে, চাই না আমাদের নিমন্ত্রণ, আমরা একঘরে হ'য়েই থাক্‌বো।

রুক্মিণী। বুঝ্‌তে পেরেছ মহারাণি?

সীতা। [বিচলিতা হইয়া উঠিলেন।]

বাল্মীকি। যাও—যাও বল্‌ছি; কেন তুমি এ সব কথা—দেখ দেখি, এখন আমি কি করি? সীতা! সীতা! কি হয়েছে মা আমার?

সীতা। বাবা! বাবা! আমার বুকটা এমন ক'রে উঠ্‌লো কেন? উঃ—বাবা! বনবাস সহ্য করা যায়, কিন্তু এ যে দুঃসহ। [প্রস্থান।

বাল্মীকি। ওঃ—খুব খবরটা নিয়ে এসেছ! এত ক'রেও তোমাদের সাধ মিট্‌লো না? তোমাদের তৃপ্তির জন্য আমার অগ্নিশুদ্ধা সীতা মিথ্যা অপবাদের গ্লানি অঞ্চলে বেঁধে নিয়ে জন্মের মত চ'লে এসেছে, তবু তোমাদের বিরুদ্ধে একটা অঙ্গুলিহেলন করে নি; নারীর নারীত্বকে তোমাদের অযোধ্যা দু'পায়ে পিষে মেরেছে, তবু একটা অভিশাপের তপ্ত নিঃশ্বাস ওঠে নি। আরও চাই? শোন: তোমাদের অত্যাচারে সীতা যদি মরে, আমি তা হ'লে অযোধ্যাকে বাঁচ্‌তে দেবো না। মনে রেখো, আমি শুধু বাল্মীকি নই, আমি দস্যু রত্নাকর।

রুক্মিণী। তাই তো! একি পতিপ্রেম! এত অত্যাচার স'য়েও তাকে ভালবাস্‌তে হবে? দেখ্‌তে হ'লো—দেখ্‌তে হ'লো।

[প্রস্থান।

দ্রুত লবের প্রবেশ।

লব। দাদু! দাদু! দেখ্‌বে এস, ঘোড়া ধরেছি।

বাল্মীকি। ঘোড়া? কিসের ঘোড়া?

লব। তা কি জানি! মস্তবড় ঘোড়া ; কপালে একটা জয়পত্র লেখা।

বাল্মীকি। এঁ্যা! বলিস্ কি? সে যে রামের অশ্বমেধের ঘোড়া।

লব। তবে তো ভালই হয়েছে। রাম নিশ্চয় ঘোড়া নিতে আস্‌বে ; আমি দেখ্‌তে চাই কেমন সে রাম, যে সীতার মত স্ত্রীকে বনবাস দেয়।

বাল্মীকি। ছেড়ে দে, ঘোড়া ছেড়ে দে বল্‌ছি!

লব। না—ছাড়্‌বো না।

বাল্মীকি। আরে যুদ্ধ হবে যে!

লব। বেশ তো : আমি তাই চাই। রাম রাবণকে মেরেছিল, আমি রামকে মার্‌বো।

বাল্মীকি। এঁ্যা—এ শালা কে রে? খবরদার! ছেড়ে দে বল্‌ছি।

লব। খবরদার! তুমি কথা ক'য়ো না বল্‌ছি।

বাল্মীকি। নাও! আমি আর কি কর্‌বো? শালাদের জ্বালায় মাথা খুঁড়ে মর্‌বো না কি?

[প্রস্থান।

সীতার প্রবেশ।

~~সীতা।~~— লব!

লব। মা! ঘোড়া দেখ্‌বে?

সীতা। কিসের ঘোড়া লব?

লব। রামের ঘোড়া ধরেছি গো!

সীতা। কার? কার?

লব। মহারাজ রামচন্দ্রের—

সীতা। অশ্বমেধের ঘোড়া? ছেড়ে দে—ছেড়ে দে। এখনই ছেড়ে দে।

লব। কেন ছাড়্‌বো?

সীতা। ওরে কাঙ্গালের ছেলে! ওরে বনচারী ভিক্ষুক! এত বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষা কেন তোর অজ্ঞান? ফিরিয়ে দে বাবা! তোরাই আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে রেখেছিস্, আমি বুঝিয়ে বল্‌তে পার্‌ছি না। লব! লব! মহারাজের সঙ্গে বিরোধ করা তোদের সাজে না বাবা!

লব। কি, আমরা দুর্ব্বল?

সীতা। দুর্ব্বল—বড় দুর্ব্বল। তাঁর হাতে এমন অস্ত্র আছে, যার স্পর্শে তোদের মাথা তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়্‌বে। ছেড়ে দে—ছেড়ে দে।

লব। না—ছাড়্‌বো না। তুমি যখন দুর্ব্বলতার দোহাই দিয়েছ, তখন রামকে আমি একবার দেখ্‌তে চাই।

সীতা। দেখ্‌বি? দেখ্‌বি তাঁকে? এ ভাবে নয়। অঞ্জলি পূরে কুসুম-চন্দন নিয়ে যা; তাঁর পায়ে ঢেলে দিয়ে বল্‌বি, এই পুষ্পাঞ্জলির সঙ্গে আমাদের জীবনের শুভাশুভ তোমার পায়ে ঢেলে দিলুম, গ্রহণ কর।

লব। না মা! তা হয় না; জীবনে আজ প্রথম তোমার আদেশ অমান্য কর্‌বো। পত্নীত্যাগী রামকে আমি পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা কর্‌তে পার্‌বো না; তাকে সম্ভাষণ কর্‌বো অস্ত্র দিয়ে।

[প্রস্থান।

সীতা। নিয়তি! নিষ্ঠুর নিয়তি! পিতা-পুত্রে সংগ্রাম দেখ্‌বে? সীতার জীবনটাকে নিষ্ফল ক'রেও সাধ মেটে নি? কি কর্‌বে আর? পুত্রহীনা না পতিহীনা?

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অযোধ্যা-প্রাসাদ।

রামের প্রবেশ।

রাম। সীতা! সীতা! কোথা সীতা!
সাড়া দাও অন্তরের মাঝে।
~~ধেয়ানের মুরতি আমার,~~
~~ধরিতে পারি না বুঝি আর!~~
পত্নী সহ অশ্বমেধ সাধন করিতে হবে,
আগে যদি জানিতাম,
যজ্ঞের কল্পনা মনে মোর
নাহি পেতো স্থান।
ব'লে দাও বিশ্বদেব! কি করি উপায়?
সীতারে ভুলিতে হবে?
তুচ্ছ অশ্বমেধ-যজ্ঞ হেতু
হৃদিপট হ'তে
সীতা নাম ফেলিব মুছিয়া?
সীতা।—সীতা!
শির পাতি পুষ্পবৃষ্টি সম
সহিয়াছে শত অবিচার মোর,

সেই সীতা মনের মন্দির হ'তে
দিব বিসর্জ্জন? ক্ষমা কর যজ্ঞেশ্বর!
যজ্ঞফলে কাজ নাই মোর।
~~কে তুমি, শুধু বহি অন্তরগুহায়~~
~~আর্তস্বরে কহিছ ডাকিয়া—~~
~~রাজধর্ম প্রজানুরঞ্জন?~~
প্রজানুরঞ্জন? ভগবান্! ভগবান্!
প্রজার মঙ্গল তরে কত আর
দিতে হবে ডালি? অন্তরের মাঝে
সঙ্গোপনে রেখেছি লুকায়ে
আমার সে প্রিয় নামখানি,
তাও সহিবে না?
কেড়ে নেবে? কেড়ে নেবে?

সশস্ত্র দুর্জ্জয়ের প্রবেশ।

দুর্জ্জয়। রাঘব।

রাম। কে?

দুর্জ্জয়। যম।

রাম। এস—কাছে এস মোর!
ঘন ঘোর নিশীথিনী
ত্রিসংসার অন্ধকারে রেখেছে গোপন,
মাহেন্দ্র সুযোগ এই;
এস—এস লবণাত্মজ!
উন্মুক্ত করেছি বক্ষ, হান অসি তব।

দুর্জ্জয়। না রাঘব! অস্ত্র নাও,
দ্বৈরথ সমরে হয় তুমি নয় আমি,
একজন যাবো যমালয়ে।

রাম। দ্বৈরথ সমর, আত্মরক্ষা তরে?
হে যুবক! সীতা মোর হস্ত হ'তে
অস্ত্র-শস্ত্র নিয়াছে কাড়িয়া;
জীবনের দুর্ব্বহ এ ভার
আর আমি চাহি না বহিতে।
হান অসি,
পুষ্পবৃষ্টি সম আমি করিব গ্রহণ।

দুর্জ্জয়। হে রাঘব! নাহি জানি
কোন্ যাদুমন্ত্রে শিথিল করেছ করযুগ।
নব দুর্ব্বাদল সম শ্যামল মূরতি
যতবার হেরি দু'নয়নে,
মনে হয় সংসারের যত শান্তি
ওইখানে রয়েছে গোপন।
শুনিয়াছি করুণার প্রস্রবণ তুমি,
কেন তবে বজ্রাঘাত হানিলে
হৃদয়ে মম? কুসুম-কলিকা সম
সুকুমার শিশু দু'টী মোর,
নির্ম্মম আদেশ তব
লভিয়াছে অকালমরণ,
ভুবনবিজয়ী পিতা—
তারও আজ ওই দশা।

রাম। আমি মারি নাই;
হে যুবক! অন্তরের মাঝে
লাজে রাম লুকায়েছে মুখ;
বাহিরে এই যে রাজা নির্ম্মম নিষ্ঠুর,
তারি অস্ত্রে শূদ্ররাজ ছিন্নশির—
তুমি পিতৃহীন; আর সীতা মোর
চির জীবনের তরে গেছে বনবাসে।

দুর্জ্জয়। রাজা!—

রাম। রাজ্য নেবে?
এস, প্রাণ নাও—রাজ্য নাও,
প্রতিহিংসা চরিতার্থ হোক্;
মুক্তি দাও অভাগা রাঘবে!

দুর্জ্জয়। না রাঘব! বুঝিয়াছি সার,
দৈবের রক্ষিত তুমি;
তব অঙ্গে অস্ত্র হানিবারে
শক্তি নাই—শক্তি নাই মোর।
তার চেয়ে মিনতি চরণে,
হে রাজন্! মৃত্যু দাও মোরে।

[নতজানু হইল।]

রাম। নহে মৃত্যু; হে যুবক!
মিত্রতার নিবিড় বন্ধনে
আমি তোমা রাখিব বাঁধিয়া।
দাও আলিঙ্গন; দেবতার আশীর্ব্বাদে
সর্ব্বশান্তি কর লাভ। [আলিঙ্গন]

দুর্জ্জয়। এ কি! কোন্ মায়াবীর মোহমন্ত্রে
শ্লথ করযুগ? শিথিল ইন্দ্রিয় সব—
দু'নয়নে নেমে আসে জল!
পিতা! পিতা!
শত্রুর শোণিতে তর্পণ হ'লো না তব।
অক্ষম—দুর্ব্বল আমি,
ক্ষমা কর—ক্ষমা কর অভাগা সন্তানে।
কে তুমি? কে তুমি?
নহ তুমি দাশরথি রাম!
নয়নে তোমার আবর্ত্তনে ঘুরিছে জগৎ,
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
রবি শশী গ্রহ তারাদল
একাধারে মিলিত ও শ্যাম-মূর্ত্তিমাঝে।
ওই যে—ওই যে, পিতা, মাতা, শিশু
দু'টী মোর, আরো কত আত্মীয়-স্বজন
শান্তিভরে লভিছে বিশ্রাম!
আমি তবু করিব না ক্ষমা,
বন্দী করি রেখে দিব
হৃদয়ের কারাগারে মোর।
বন্দী রাম! তোমারে হৃদয়ে বাঁধি
দেশে দেশে করিব ভ্রমণ;
জনে জনে দেখাবো ডাকিয়া
প্রতিশোধ—এই প্রতিশোধ পিতৃনিধনের!

[প্রস্থান।

রাম। সীতা! সীতা! কেমনে ভুলিব হায়,
বিনাদোষে তোমারে দিয়াছি বিসর্জ্জন!

লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। দাদা! সম্পূর্ণ যজ্ঞের আয়োজন।
রাম। বন্ধ কর; যজ্ঞে মোর নাহি প্রয়োজন।
লক্ষ্মণ। নাহি প্রয়োজন? কেন?
রাম। রে লক্ষ্মণ! অশ্বমেধ-মহাযজ্ঞ করিতে পূরণ
পার্শ্বে চাই বিবাহিতা নারী।
বন্ধ কর—বন্ধ কর যজ্ঞ-আয়োজন,
দেবতার অভিশাপ শির পাতি লবো,
তবু সীতার আসনে রাঘবের পত্নীরূপে
অন্য নারী বসিবে না কভু।

সত্যশরণের প্রবেশ।

গীত।

সত্যশরণ।—

ওরে সোনার সীতা সাজা।
প্রাণ দিয়ে তার কঠিন বুকে প্রেমের ডঙ্কা বাজা।

লক্ষ্মণ। স্বর্ণ-সীতা?

সত্যশরণ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

তার মুখেও ছিল না রা সর্ব্বংসহার মেয়ে,
তেমনি এও রইবে রে তোর চোখের পানে চেয়ে,

হবে তোর অর্চ্চনা শেষ, রবে না দুঃখেরি লেশ,
পাবে তোর পূজার বেদী স্মৃতির কুসুম তাজা॥

[প্রস্থা

রাম। স্বর্ণ-সীতা! স্বর্ণ-সীতা!
তাই হোক্; রে লক্ষ্মণ!
নিয়ে এস গুরুর সম্মতি,
স্বর্ণ-সীতা বামে নিয়ে
অশ্বমেধ করিব পূরণ।

লক্ষ্মণ। না—না; হে অগ্রজ!
তোমার জীবন্ত সীতা
কাঁদে বসি বিজন বিপিনে,
আর তুমি তার মূর্ত্তি গড়ি,
নিযোগ করিতে চাহ আপনার কাজে?
যে সীতা জীবিতদেহে
অযোধ্যায় নাহি পায় স্থান,
মূর্ত্তি তার অযোধ্যার ধূলিকণা
স্পর্শিবে না কভু;
সীতার এ অপমান সহিব না আমি!

রাম। লক্ষ্মণ! প্রাণের দোসর ভাই!
সাধিও না বাদ!

লক্ষ্মণ। হে রাজন্!
ত্রিসংসারে কোন্ শিল্পী আছে,
মধুর সে মাতৃ-মূর্ত্তি
অবিকল করিবে নির্ম্মাণ?

রাম । আমি ; ভাই ! দীর্ঘকাল এই বুকে
সে আমার রয়েছে জাগিয়া ।
নিয়ে এস কষিত কাঞ্চন,
অন্তরের মূর্ত্তি আমি
বাহিরে আনিব টানি ;
দুই ভাই আমরণ সে মূর্ত্তি করিব পূজা ।
~~প্রিয়তম ! অশ্রুজল কর মে গোপন~~ ;
~~এ বড় মাহেন্দ্র যোগ~~ !
~~বিরহের সিন্ধুপার হ'তে~~
~~সীতা মোর আসিছে ফিরিয়া~~ ।

লক্ষ্মণ । তাই হোক্, হে অগ্রজ !
পূর্ণ হোক্ বাসনা তোমার ।

দুর্ম্মুখের প্রবেশ ।

দুর্ম্মুখ । মহারাজ ! দুঃসংবাদ—

রাম । আরও দুঃসংবাদ ? কত দুঃসংবাদ বহন ক'রে আন্‌বে তুমি ?

দুর্ম্মুখ । আমার দুর্ভাগ্য মহারাজ ! যত গ্লানি আমিই ব'য়ে নিয়ে আসি । মহারাজ ! যজ্ঞীয় অশ্ব ধরা পড়েছে ।

রাম । ধরা পড়েছে ? কোথায় ?

দুর্ম্মুখ । বাল্মীকি মুনির আশ্রমে ।

লক্ষ্মণ । বল কি দুর্ম্মুখ ! বাল্মীকি মুনির আশ্রমে ? রামচন্দ্রের যজ্ঞীয় অশ্ব ? রামায়ণ-রচয়িতা বাল্মীকি ? রামনামে যার ঋষিত্ব ? কে ধর্‌লে ?

দুর্ম্মুখ । দু'টী ঋষিবালক ।

লক্ষ্মণ । ঋষিবালক !

রাম। বিস্মিত কর্‌লে দুর্ম্মুখ! দু'টী বনচারী ঋষিবালক অশ্ব আবদ্ধ করেছে, এই সংবাদটা আমায় দিতে এসেছ! ছিনিয়ে আন্‌তে পার্‌লে না?

দুর্ম্মুখ। না মহারাজ! পার্‌লুম না! দু'জন নয়, একজনের অস্ত্রাঘাতেই আমি জর্জ্জরিত; আর একটু যুদ্ধ কর্‌লে আমি আর প্রাণ নিয়ে ফিরে আস্‌তে পার্‌তুম না।

লক্ষ্মণ। তাই পালিয়ে এসেছ?

দুর্ম্মুখ। পালিয়ে আস্‌বো! এত বড় কলঙ্কের বোঝা যার মাথায়, একমাত্র পুত্র যার অকালে মৃত্যুর কোলে ঢ'লে পড়েছে, প্রাণ সে চায় না সৌমিত্রি! আমি শুধু সংবাদ দিতে এসেছি।

রাম। তারপর—শত্রুঘ্ন?

দুর্ম্মুখ। তমসার তীরে অচেতন হ'য়ে প'ড়ে আছে।

রাম। লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! শীঘ্র যাও; যজ্ঞ থাক্‌, শত্রুঘ্নকে বাঁচাও। না—আমিই যাচ্ছি।

লক্ষ্মণ। না দাদা! আমি যাচ্ছি; যদি তার দেহে একটু মাত্র জীবন থাকে, শপথ ক'চ্ছি আমি তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আস্‌বো।

রাম। যাও—যাও, বিলম্ব ক'রো না; মনে রেখো ভাই! শত্রুঘ্নকে জীবিত না দেখে আমি জলগ্রহণ কর্‌বো না।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। দুর্ম্মুখ!

দুর্ম্মুখ। আর্য্য!

লক্ষ্মণ। ঋষিকুমার বল্‌লে না? কে তারা?

দুর্ম্মুখ। জিজ্ঞাসার অবসর দিলে না। মরি মরি, সে কি মূর্ত্তি! বিশ্বের যত মাধুর্য্য সব সেই নবনীত কোমল দেহে আশ্রয় নিয়েছে। কি সে তেজস্বী কণ্ঠ! আমি মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে রইলুম। কণ্ঠে ভাষা

নাই, নয়নে পলক পড়ে না, একটা কথা জিজ্ঞাসা করলুম—ওরে শিশু! এমন সুন্দর দেহে কে বল্কল পরিয়ে দিলে? বজ্রকণ্ঠে গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌লো; তারপর কি যে হ'লো, ঠিক বল্‌তে পার্‌বো না আর্য্য! শুধু দেখ্‌লুম, আমার সর্ব্বাঙ্গে রক্তের ধারা বইছে।

লক্ষ্মণ। দুর্ম্মুখ! একটা ঋষিবালকের এত শক্তি? আমার মনে হয়, সে ক্ষত্রিয়।

দুর্ম্মুখ। ক্ষত্রিয়? এঁ্যা—তাই তো! এ কথা তো আমার একবারও মনে হয় নি! প্রভু! আমি আর একবার যাবো। ওঃ, কি করেছি—কি ভুল করেছি! আমি তার মুখে মহারাজের মুখের ছাপ দেখেছিলুম।

লক্ষ্মণ। দুর্ম্মুখ!—দুর্ম্মুখ! ভগবান্! শুধু একদিনের জন্য আমায় দু'টো পাখা দিতে পার?

দুর্ম্মুখ। সুমন্ত্রকে বলি রথ প্রস্তুত কর্‌তে?

লক্ষ্মণ। না—না, রথ নয় দুর্ম্মুখ! রথ চল্‌তে পার্‌বে না, আমি ছুটে যাবো।

উর্ম্মিলার প্রবেশ।

উর্ম্মিলা। কোথা যাচ্ছ?

লক্ষ্মণ। এঁ্যা—

উর্ম্মিলা। আমার মুখের দিকে চেয়ে কি দেখ্‌ছো?

লক্ষ্মণ। দেখ্‌ছি একটা স্বর্গীয় সুষমা। কে বলে জানকী নির্ব্বাসনে? দুর্ম্মুখ! দেখ্‌ছো?

দুর্ম্মুখ। সত্য—সত্য, এই তো মা জানকী।

লক্ষ্মণ। উর্ম্মিলা! তোমার সেবায় অযোধ্যায় দুর্ভিক্ষের জ্বালা শীতল হয়েছে। এতখানি সেবার বিনিময়ে তুমি কি পেয়েছ?

উর্ম্মিলা। কি পেয়েছি শুন্‌বে? প্রজারা আজ উল্টো গাইছে।

লক্ষ্মণ। তার অর্থ?

উর্ম্মিলা। তারা সবাই বল্‌ছে, আমাদের সতীলক্ষ্মী মা জানকীকে আমরা ফিরিয়ে আন্‌তে চাই।

লক্ষ্মণ। ভগবান্! ভগবান্! এত দয়া তোমার! উর্ম্মিলা! ছুটে যাও—মহারাজকে এ কথা ব'লে এস: দুর্ম্মুখ! ভাই ভরতকে সংবাদ দাও। আমি চল্‌লুম বাল্মীকির তপোবনে।

[প্রস্থান।

দুর্ম্মুখ। মা! মা! দুর্ম্মুখের কলঙ্কমোচন কর্‌তে কে এলি তুই স্বর্গের দেবী? কোন্ ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর্‌বো মা?

উর্ম্মিলা। এস দুর্ম্মুখ! মহারাজের কাছে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রাসাদ।

অর্চ্চনার প্রবেশ।

অর্চ্চনা। ব'লে দাও হে দেবতা!
কোথা পথ, কোন্ দিকে যাই?
পিতৃহন্তা এখনো রয়েছে বসি
স্বর্ণ-সিংহাসনে, গুরুঋণ পর্ব্বতের বোঝা
এখনও রয়েছে চাপি শিরোপরি মোর।

মিথ্যা অভিযোগ নির্ব্বিবাদে করিয়া বহন
প্রণব গিয়াছে চলি। কি করিনু!
জাহ্নবীর জলধারা সম অফুরন্ত প্রেম
কোন্ মরুভূমি নিমেষে করিল শেষ?
প্রণব! প্রণব! না—না, কেবা কার?
স্নেহ প্রেম ভালবাসা কবির কল্পনা।
যাক্—সব যাক্; ভগবান্!
নিঃশেষ করেছ মোরে দুঃখ নাই তায়,
গুরুঋণ পরিশোধে শক্তি দাও শুধু।

চক্রধরের প্রবেশ।

চক্রধর। অর্চ্চনা!

অর্চ্চনা। গুরুদেব! এ কি দুর্ব্বলতা!
শ্লথহস্তে অস্ত্র বুঝি পারি না ধরিতে আর।
এ দেহের সব শক্তি
হরণ করিয়া নেছে কে যেন আমার!

চক্রধর। নির্ভয় বালিকা!
কোন বাধা নাহি আর।
অন্ধকার চতুর্দ্দশী নিশা,
এই তো মাহেন্দ্র যোগ।
স্বর্ণ-সীতা নির্ম্মাণের তরে
একাকী বিনিদ্র রাম;
প্রতিশোধ নাও বালা পিতৃ-নিধনের।

অর্চ্চনা। প্রতিশোধ? গুরুদেব!

অপরের 'পরে প্রতিশোধ নিতে
বিক্ষত করেছি হায় আপনার প্রাণ,
মিথ্যা অভিযোগে বজ্রাঘাত করিয়াছি
প্রণবের বুকে ; হে ব্রাহ্মণ!
মুক্তি দাও—মুক্তি দাও মোরে ;
ব'লে দাও—কোথায় বিক্ষত দেহে
কাঁদে মোর নয়নের তারা ?

চক্রধর। ওই পরলোকে।

অর্চ্চনা। গুরুদেব!—[চক্রধরের পদতলে আছড়াইয়া পড়িল।]

চক্রধর। চুপ্! সম্মুখেতে কর্ত্তব্যের বিশাল বারিধি,
এ সময় অশ্রুজল সাজে না তোমার ;
ওঠো—জাগো, ভুলে যাও প্রণবের স্মৃতি।

অর্চ্চনা। ভুলে যাবো ? কারে ভুলে যাবো ?
সে কি গুরু ভুলিবার ?

চক্রধর। অর্চ্চনা!

অর্চ্চনা। তুমি বুঝিবে না গুরু, অন্তরের মাঝে মোর
কি দুঃসহ অনলের জ্বালা! হায়—হায়!
কেমনে ভুলিব সেই মিথ্যা অভিযোগ ?
ফেলে নাই একটী নিঃশ্বাস,
নির্ব্বিরোধে রাজদণ্ড তুলে নেছে শিরে।

চক্রধর। তার কর্ম্মফল ; তোমার কি করিবার আছে ?

অর্চ্চনা। কিছু নাই—কিছু নাই,
উড়িয়া গিয়াছে পাখী, ফিরিবে না আর।
প্রণব! প্রণব!

চক্রধর। চুপ্। অস্ত্র নাও, হত্যা কর রাঘবেরে।

অর্চ্চনা। আমি পারিব না গুরু!

চক্রধর। পারিবে না?

অর্চ্চনা। জনমের তরে অস্ত্র আমি
করিলাম ত্যাগ। শোন গুরু!
বহুদিন ধরি যে শিক্ষা আমারে করেছ দান,
আমরণ করিব সাধনা ভুলিতে সে শিক্ষা তব।

চক্রধর। বালিকা! ফিরে এস—

অর্চ্চনা। ফিরিব না; যোগিনীর বেশে
কাননে কান্তারে শৈলে করিব ভ্রমণ,
দ্বারে দ্বারে করিব ঘোষণা—
দোষী আমি, দোষী তুমি,
নিষ্কলঙ্ক প্রণব কুমার।

চক্রধর। অর্চ্চনা!

অর্চ্চনা। হে ব্রাহ্মণ! বিদায় চরণে।

[প্রস্থান।

চক্রধর। অর্চ্চনাও চ'লে গেল।
অন্তর্য্যামি! উদ্দেশ্য কি হবে না সফল?
হবে—হবে, অন্তরের মাঝে মোর
কে যেন কহিছে ডাকি,
মাভৈঃ—মাভৈঃ যাত্রি!
তরণী এসেছে কূলে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

তমসাতীর

গোবর্দ্ধনের প্রবেশ।

গোবর্দ্ধন। অবাক কাণ্ড বাবা! বড় বড় হাতী গেল তল, কাণা ফড়িং উঠে বলে কতখানি জল। এত দেশ-দেশান্তর পার হ'য়ে এলুম, রামের ঘোড়া ব'লে সবাই পিছিয়ে গেল, আর এই পুটকে ছোড়া দু'টো কি না ফস্ ক'রে ঘোড়া ধ'রে বস্‌লো! শুট্‌কে হত্তুকি খেয়ে বেটাদের গায়ে জোরও তো কম হয় নি! একে একে সবাইকে শুইয়েছে, বাকী আছি আমি। ঘোড়া ফেলে যেতেও পাচ্ছি না, আর না গেলেও প্রাণের ভরসাও তো বড় দেখ্‌ছি না।

লব ও কুশের প্রবশে।

লব। কে হে তুমি?

গোবর্দ্ধন। [স্বগত] যা বাবা, এই সার্‌লে বুঝি! [প্রকাশ্যে] আমি হ'চ্ছি গিয়ে—

কুশ। অশ্বরক্ষক?

গোবর্দ্ধন। না বাবা, না; আমার সাত পুরুষেও কেউ অশ্বরক্ষক ছিল না।

লব। মিথ্যা কথা।

গোবর্দ্ধন। তবে তাই।

কুশ। [দৃঢ়স্বরে] বল, তুমি অশ্বরক্ষক?

গোবর্দ্ধন। হ্যাঁ বাবা! আমি অশ্বরক্ষক; আমার বাবা ছিল অশ্বরক্ষক, আমার চৌদ্দ পুরুষ—

লব। চোপ্‌রাও! কে তোমার চৌদ্দ পুরুষের খবর চাইছে? তুমি এখন কি করবে?

গোবর্দ্ধন। সেইটেই ভাব্‌ছি; মর্‌বো না বাঁচবো?

লব। আমি বলি, তুমি অযোধ্যায় ফিরে যাও।

গোবর্দ্ধন। আমিও তাই বলি। আচ্ছা, তা হ'লে নমস্কার।

কুশ। আরে না—না, তোমার গিয়ে কাজ নেই।

গোবর্দ্ধন। আমিও তো তাই বল্‌ছি। [ফিরিয়া দাঁড়াইল।]

লব। তুমি একটি গাধা।

গোবর্দ্ধন। যা বলেছ; এতক্ষণ এ কথাটা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারি নাই। তা সে যাই হোক্‌, এখন আমি একটা কথা বলি। দেখ, তোমরা হ'চ্ছো ঋষির ছানা, তোমাদের ঘোড়া নিয়ে কি হবে—এ্যাঁ? মাংসও খাও না, ঘোড়ায়ও চড় না; ওসব রাজ-রাজড়ার জিনিষ, তোমাদের কি লোভ করা সাজে? দাও তো বাবা, বাপের সুপুত্তুর হ'য়ে ঘোড়াটী ছেড়ে দাও তো: আমি খটাখট্‌ কর্‌তে কর্‌তে চ'লে যাই।

কুশ। তাই না কি?

লব। ভারি সখ যে!

কুশ। যাও—ঘোড়া পাবে না; তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি, এই ঢের।

লব। তোমাদের রামকে গিয়ে ব'লো, তার মত পত্নীত্যাগীর যজ্ঞ করা সাজে না।

গোবর্দ্ধন। দেখ্‌ ছোক্‌রা! বেশী চালাকি করিস্‌নে বল্‌ছি; সোজা কথায় বল্‌ছি, ঘোড়া ফিরিয়ে দে, নইলে এক চড়ে বাপের নাম ভুলিয়ে দেবো।

কুশ ও লব। তাই না কি? [গোবর্দ্ধনের কর্ণ ধরিয়া আকর্ষণ।]

গোবর্দ্ধন। উ-হু-হু! না বাবা—না, আমি ঘোড়া চাই না।

রুক্মিণীর প্রবেশ।

রুক্মিণী। ওরে ছেড়ে দে—ছেড়ে দে, বুড়ো মানুষ।

কুশ ও লব। যা—পালা। [গোবর্দ্ধনকে ছাড়িয়া দিল।]

গোবর্দ্ধন। এ্যাঁ, তুমি?

রুক্মিণী। তাই তো! তুমি?

গোবর্দ্ধন। তা হ'লে তুমি মর নি?

রুক্মিণী। তুমিও তা হ'লে মর নি?

গোবর্দ্ধন। যাক্, এখন বাড়ী চল।

রুক্মিণী। উঁহু; আমি এখানে বেশ আছি।

গোবর্দ্ধন। তুমি তো বেশ আছ; আমি শালা যে বেশ নেই।

রুক্মিণী। কেন, সে মাগী মরেছে না কি?

গোবর্দ্ধন। আরে সে কি মাগী? একটা বহুরূপী ছোঁড়া। সব ভজা বেটার কারসাজি। চল—চল, তোমা বিনা আমার সোনার গোকুল অন্ধকার।

রুক্মিণী। ইস্! তাই দিনরাত্তির সন্দেহ?

গোবর্দ্ধন। কোন্ শালা আর তোমায় সন্দেহ করে! এই নাকমলা, এই কানমলা।

রুক্মিণী। আচ্ছা, চল তবে; একবার রাণী-মার সঙ্গে দেখা ক'রে যাই।

গোবর্দ্ধন। আমার পুরানো হাঁড়িই ভাল। একবার হরি হরি বল।

[উভয়ের প্রস্থান।

লব। দাদা! এখন তা হ'লে কি করা যায়?

কুশ। তাই তো ভাই, রাজা রামচন্দ্র তো এলেন না!

লব। এলে কি করবি?

কুশ। কি যে করবো, তাই ভাবছি লব! তপোবনে এমন ফুল নাই, যা দিয়ে তাঁর পূজা করা যায়। আচ্ছা, তুই কি করবি?

লব। আমি তাকে বন্দী করবো।

বাল্মীকির প্রবেশ।

বাল্মীকি। ছেড়ে দে—ঘোড়া ছেড়ে দে বলছি!

লব। ছেড়ে দেবো, রাজা রামচন্দ্র আগে আসুক্।

বাল্মীকি। কি বললি? রাম আসবে তোদের হাত থেকে ঘোড়া ফিরিয়ে নিতে?

লব। শুধু আসবে? এসে হাঁটু গেড়ে হাতযোড় ক'রে বলবে—"সীতাকে বনবাস দিয়ে আমি যে অন্যায় করেছি, সে জন্য ক্ষমা কর।" তবে ঘোড়া ফিরিয়ে দেবো।

বাল্মীকি। ওঃ, কত বড় আশা দেখ! রাজা রামচন্দ্র ওর কাছে হাতযোড় ক'রে ক্ষমা চাইবে! রাজাধিরাজ আর কি! ও সব চালাকি রেখে ঘরে যা বলছি। হাঁ রে কুশ! ঘোড়া কোথায় রেখেছিস্?

কুশ। ওই যে একটা—

লব। খবরদার! বলিস্ নে বলছি।

বাল্মীকি। মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো। [যষ্টি উত্তোলন।]

লব। মামার বাড়ী দেখিয়ে দেবো। [ধনুর্ব্বাণ ধরিল।]

কুশ। ছিঃ লব!

বাল্মীকি। ডাক্—তোর মাকে ডাক্, দেখে যাক্ ছেলের কীর্ত্তি।

লব। দেখ্‌বে আবার কি? ঘোড়া ধরেছি, ছাড়্‌বো না—ব্যস!

বাল্মীকি। যা—তবে দূর হ'য়ে যা।

লব। তুমি দূর হ'য়ে যাও।

বাল্মীকি। কুশি! আমায় ঘোড়াটা দেখিয়ে দিবি আয় তো!

লব। এই, খবরদার! মেরো ফেল্‌বো—একদম মেরে ফেল্‌বো। অমন রামের ভাই শত্রুঘ্নকেই যখন শুইয়ে দিলুম, আর তুমি তো হত্তুকিখেকো বুড়ো।

বাল্মীকি। কি বল্‌লি? শত্রুঘ্নের কি হয়েছে?

লব। তমসার তীরে সটান শুয়ে আছে, দেখ না গিয়ে।

বাল্মীকি। এ্যা—কি বল্‌লি? শত্রুঘ্নকে বধ করেছিস্? করেছিস্ কি—করেছিস্ কি অভাগারা! হায় হায়! এখন কি করি আমি! যা—যা, যেমন ক'রে হোক্, তাকে বাঁচানো চাই। রাম যখন শুন্‌বে তার প্রাণের ভাই শত্রুঘ্ন তোদের হাতে নিহত, সে রক্তে ভাসিয়ে দেবে এই তপোবন।

[প্রস্থান।

কুশ। আয় লব!

লব। আমার ব'য়ে গেছে; তুমি যাও, আমি ঘোড়া আগ্‌লাই গে।

[প্রস্থান।

কুশ। গাধা কোথাকার!

[প্রস্থান।

শত্রুঘ্নের প্রবেশ।

শত্রুঘ্ন। একি অঘটন!
একি মর্ম্মান্তিক পরাজয়!

মহাবল লবণ দানব
যার করে সবংশে নিহত,
সেই আমি পরাজিত বালকের রণে!
রঘুনাথ ঘৃণায় ফিরাবে মুখ,
বীরভাগ দিবে টিট্‌কারী।
পরাজিত ম্লানমুখ নিয়ে
ফিরিব না অযোধ্যানগরে;
তমসার কাল গর্ভে
এই প্রাণ দিব বিসর্জ্জন।

বাল্মীকির প্রবেশ।

বাল্মীকি। কেন বৎস, কেন এত মরণের সাধ?

শত্রুঘ্ন। কে, মহর্ষি বাল্মীকি! ঋষি! আর কত শত্রুতা করবে তুমি? তোমার লেখনীর আঘাতে অযোধ্যার সুখ-শান্তি ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেল; তোমারই ঘরে অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী ভিখারিণী-বেশে আবদ্ধ। এত ক'রেও তোমার সাধ মিট্‌লো না? সর্ব্বহারা রামচন্দ্র একটা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন, তাতেও তুমি বাদ সাধবে? কেন? কেন? কি করেছি আমরা?—

বাল্মীকি। কি করেছ? তুমি নও, তোমাদের রাম আমার সর্ব্বনাশ করেছে! সে আমায় ঋষির আসনে বসিয়েছিল, আজ সে আসন থেকে সেই আমাকে টেনে নামিয়ে দিয়েছে। সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী সেজে ছিলুম, সে আমার মাথায় আবার সংসারের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে।

শত্রুঘ্ন। তাই তুমি এমন প্রতিশোধ নিয়েছ? দু'টো শিশুর হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে আমার মাথায় এই শোচনীয় পরাজয়ের কলঙ্ক মাখিয়ে দিলে!

বাল্মীকি। দুঃখিত হ'য়ো না বৎস! একদিন আস্‌বে, যখন এই পরাজয়ের স্মৃতি তোমাদের প্রাণে আনন্দের লহর তুল্‌বে। যাক্‌, শত্রুঘ্ন! এস—অশ্ব নেবে এস।

শত্রুঘ্ন। পরাজিত হ'য়ে অশ্ব ফিরিয়ে নেবো? না ঋষি, কাজ নেই অশ্বমেধে।

বাল্মীকি। অভিমান ক'রো না শত্রুঘ্ন! আমি আবার বল্‌ছি, এ তোমাদের জয়, পরাজয় নয়; এত বড় জয় আর তোমাদের কখনও হয় নি। এস—

শত্রুঘ্ন! ঋষি! একটা কথা: আমার—আমার মা জানকী ভাল আছেন তো? কেমন আছেন আমাদের রাজলক্ষ্মী?

বাল্মীকি। জিজ্ঞাসা কর্‌ছো কেমন আছে? তোমরা কি আশা কর, এত বড় অবিচারের বোঝা মাথায় নিয়ে সে বড় সুখে থাক্‌বে?

শত্রুঘ্ন। ঋষি!—[দুই চক্ষে জলধারা বহিল।]

বাল্মীকি। দেখ্‌বে এস, সে কুন্দকুসুম অযোধ্যার নিঃশ্বাসে কেমন শুকিয়ে গেছে।

শত্রুঘ্ন। চল—চল! না—যাবো না, যেতে পার্‌বো না; ঋষি! তুমি যাও। আমি অশ্ব চাই না; অশ্বমেধ বন্ধ হোক্‌, পরাজয়ের বার্ত্তা নিয়েই আমি অযোধ্যায় ফিরে যাবো। একটা কথা, মা জানকীকে ব'লো, শত্রুঘ্ন তোমার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে গেছে।

বাল্মীকি। আর তুমিও গিয়ে রামকে ব'লো, সীতা তার উদ্দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে অজস্র অশ্রুজল।

[প্রস্থান।

শত্রুঘ্ন। [উদ্দেশে] মা জানকি! ক্ষমা ক'রো—ক্ষমা ক'রো।

[প্রস্থানোদ্যত]

লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। শত্রুঘ্ন! শত্রুঘ্ন!

শত্রুঘ্ন। দাদা!

লক্ষ্মণ। বেঁচে আছ? জয় ভগবান্! [আলিঙ্গন]
ভাই! ভাই!
ছুটে যা রে অযোধ্যানগরে,
কেঁদে কেঁদে বুঝি বা পাগল হ'লো
রাম রঘুমণি।

শত্রুঘ্ন। না—না, পরাজয়-বার্ত্তা নিয়ে
ফিরিব না দেশে।

লক্ষ্মণ। অভিমান ত্যজ ধনুর্দ্ধর!
পরাজয় নহে এ তোমার।
অনলে অনিলে ব্যোমে
রাঘবের জয়নাদ উঠিছে ফুকারি।
ফিরে যা—ফিরে যা,
কাজ নাই অশ্বমেধে,
শত যজ্ঞফল আজি করায়ত্ত আমাদের।

শত্রুঘ্ন। দাদা!—

লক্ষ্মণ। আঃ—মরণ কি চাহ রাঘবের?
বায়ুবেগে ছুটে যাও অযোধ্যানগরে;
ওরে, তোর তরে রঘুনাথ
অন্ন জল করিয়াছে ত্যাগ।

শত্রুঘ্ন। এঁ্যা—এত স্নেহ রাঘবের?

দাদা! তব করে রহিল অশ্বের ভার,
দেখো যেন পূর্ণ হয় অশ্বমেধ-যাগ।
জয় রাম! জয় রাম!

[প্রস্থান।

লবের প্রবেশ।

লব। জয় রাম! কে কহিল জয় রাম?

লক্ষ্মণ। বাঃ—বাঃ, অবিকল শ্রীরামের ছবি!
এ কি হ'লো!
কণ্ঠে যেন ভাষা নাহি সরে।
গাহ গান আকাশের বিহঙ্গনিচয়!
কল্লোল ছুটিয়া আয় ওরে ও তমসা!
আলো—আলো, আরও আলো
দাও দিনকর! আয়—কাছে আয়,
বুকে আয় সুনীল কমল!
কে গো তুমি? কার যাদুমণি?
কোথা বাস? কিবা নাম?
কহ, কোন্ দুঃখে সাজিয়াছ যোগী?

লব। স'রে যাও!

লক্ষ্মণ। আহা, কি সুন্দর! সেই মূর্ত্তি—
তাড়কানিধনে ধনুর্দ্ধর রাম রঘুমণি!
ওরে, কে পরালো অঙ্গে তোর
যোগীর বসন? কেশপাশে
কে বাঁধিল জটা? আহা!

রবিকরে শুকায়েছে মুখ,
এস—কাছে এস,
মুছায়ে দি কমল-বয়ান ।

লব । কে তুমি পাগল ?

লক্ষ্মণ । পাগল ! সত্য আমি পাগল—
তোমারই তরে ! কত দীর্ঘ দিবানিশি
তোমার দর্শন লাগি করিয়াছি ধ্যান ;
আয়—আয়, কোলে আয় !

লব । কোথা হ'তে আসিয়াছ তুমি ?

লক্ষ্মণ । অযোধ্যানগর হ'তে ।

লব । কি নাম তোমার ?

লক্ষ্মণ । লক্ষ্মণ ; শুনেছ এ নাম ?

[লবের হাত হইতে ধনুঃশর পড়িয়া গেল ।]

লব । রাঘবের ভাই তুমি ?
মেঘনাদজয়ী ? দেখি—

[লক্ষ্মণের গা হাত টিপিয়া দেখিতে লাগিল, লক্ষ্মণ হাসিতেছিলেন ।]

শত্রু তুমি,
তবু লহ প্রণাম আমার । [প্রণাম]

লক্ষ্মণ । পিতৃসম হও গরীয়ান্ ।

লব । অশ্ব নেবে ?

লক্ষ্মণ । না—না, অশ্বে মোর কাজ নেই,
আমি চাই তোমারে বালক !

লব । [ধনুর্ব্বাণ কুড়াইয়া লইয়া]
জীবিত না মৃত ?

লক্ষ্মণ । জীবিত ; বন্দী করি তোরে আমি
নিয়ে যাবো অযোধ্যায় ।

লব । ইন্দ্রজিৎ নহি আমি,
আমি লব । ভাল কথা,
কোথা ভাই রামচন্দ্র তব ?

লক্ষ্মণ । রামেরে দেখিতে চাও ?
এস অযোধ্যায়,
রামচন্দ্রে দেখাবো তোমায় ।

লব । না—না, অভিশপ্ত অযোধ্যায়
যাইব না আমি ।

লক্ষ্মণ । যাবি—যাবি রে অবোধ !
আমাদের অশ্ব তুমি করেছ হরণ,
তোরে আমি চুরি ক'রে
নিয়ে যাবো দেশে ।

[ক্রোড়ে লইয়া চুম্বন ।]

লব । মা—মা—মা—

[লবকে লইয়া লক্ষ্মণের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ।

রামের প্রবেশ।

রাম। স্বর্ণ-সীতা! স্বর্ণ-সীতা!
নিষ্ফল এ আয়োজন।
ভুবনললামভূতা জানকীর প্রতিমূর্ত্তি
কোন শিল্পী পারে না গড়িতে।
সব আছে, অধরে নাহিক ভাষা,
পারি নাই আঁকিবারে
সেই নীল কাজল নয়ন।
ভগবান্! অসম্পূর্ণ রহিল মুরতি,
বারেক দেখিতে দাও
জানকীর নয়ন যুগল।

শত্রুঘ্নের প্রবেশ।

শত্রুঘ্ন। দাদা!
রাম। শত্রুঘ্ন! এস—এস ভাই,
বক্ষে এস মোর। জানি—
ভগবান্ এমন নিষ্ঠুর নয়,
ভ্রাতৃহীন করিবে আমায়।
শত্রুঘ্ন। হে রাজন্! একবার আসিয়াছি
বন্দিতে চরণ শুধু।

গুণমণি! আমারে করহ ত্যাগ।
নিতান্ত দুর্ব্বল আমি,
যজ্ঞ-অশ্ব দিয়াছি হে ডালি,
শিশুহস্তে মর্ম্মান্তিক পরাজয়
এনেছি বহিয়া। দেখ প্রভু!
সর্ব্বাঙ্গ বিক্ষত মোর,
অচেতন পড়েছিনু তমসার তীরে;
নাহি জানি কোন্ অপরাধে
যম মোরে করিয়াছে ত্যাগ।
পশিব সাগরজলে,
কিম্বা বিষপানে এ জীবন
দিব বিসর্জ্জন।

রাম। অভিমান ত্যজ রে অনুজ!
বীর তুমি বিদিত ভুবনে;
এ হেন বীরের অঙ্গে
যে শিশু করেছে অস্ত্রাঘাত,
সামান্য সে নয়। থাক্ যজ্ঞ—
কাজ নাই সাম্রাজ্যে আমার;
চল ভাই! আমি যাবো
বাল্মীকির পূত তপোবনে,
জানকীর পদরেণুপূত
বনের সোনার মাটি
সর্ব্বাঙ্গে মাখিব মোর;
আর সেই বীর শিশু দু'টি,

সমাদরে অযোধ্যায় অবাহন করি,
রাজার মুকুটখানি পরাইয়া শিরে
মোরা চারি ভাই প্রজা হ'য়ে
রবো চিরকাল।

লবকে ক্রোড়ে লইয়া লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। মহারাজ! শত্রু—শত্রু;
বাহুর বন্ধনে বাঁধিয়া এনেছি
এই মহাশত্রু তব।
দেখ্‌রে বালক!
এই রাম দশাননজয়ী।

শত্রুঘ্ন। দাদা! এই শিশু
যজ্ঞ-অশ্ব করেছে হরণ।

রাম। মরি! মরি! নীলোৎপল সম
কার ও নয়ন দু'টি?
পেয়েছি—পেয়েছি রে লক্ষ্মণ!
স্বর্ণ-সীতা করেছি নির্ম্মাণ,
অসম্পূর্ণ র'য়ে গেছে নয়ন যুগল।
এই চোখ—এই সেই চোখ!
ওরে শিশু! কে দিয়েছে
এ মূরতি তোর? কোথা হ'তে
এ নয়ন করেছ হরণ?
মনে হয়, যুগ-যুগান্তর হ'তে
তোমা সনে অচ্ছেদ্য বন্ধন মোর।

দিবসের কর্ম্ম-কোলাহলে
কত দিন করেছি তোমারে ধ্যান,
কত কাল বিনিদ্র নিশায়
স্বপন দেখেছি তোরে ওরে যাদুমণি!

শত্রুঘ্ন। রে বালক! যজ্ঞ-অশ্ব কোথা মোর?

লক্ষ্মণ। চুপ কর্, রে অজ্ঞান!
চেয়ে দেখ্ কি পবিত্র দৃশ্য এই।
চারি চক্ষু একদৃষ্টে রয়েছে চাহিয়া,
গণ্ড বহি ঝরে আঁখিজল;
ভাষা নাই, বিস্ময়ে থামিয়া গেছে বায়ু।
যজ্ঞ নয়, অশ্ব নয়, নহে রণ,
নহে পরাজয়; রে অনুজ!
এই তীর্থে তুলিও না বিরোধের কথা।

রাম। কথা কও—কথা কও!
কেন রে বালক! নির্নিমেষে
মোর পানে রয়েছ চাহিয়া?

লব। দেখিতেছি রঘুনাথ!
হেন রূপ আঁকিবারে
বাল্মীকির নাহিক শকতি।
এমন সুন্দর ছবি
এ জীবনে দেখি নাই কভু;
তবু আমি ঘৃণা করি তোমারে রাঘব!

শত্রুঘ্ন। বালক!—[অসি নিষ্কাশন]

লক্ষ্মণ। শত্রুঘ্ন! [বাধা দান]

রাম। আমি কিন্তু ভালবাসি তোরে;
কাছে আয়—বুকে আয়—

লব। স'রে যাও! শুনি তব বীরত্ব-কাহিনী
মনে মনে পুষ্পাঞ্জলি ঢেলেছিনু পায়;
কিন্তু যেই দিন শুনিলাম—
বিনাদোষে সীতারে দিয়াছ নির্ব্বাসন,
সেইদিন হ'তে ঘৃণায় ভরিয়া গেছে বুক।

রাম। লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! কেবা এই শিশু,
জানকীর তপ্ত শ্বাস এনেছে বহিয়া?
বালক! বালক!
জান কি সীতারে তুমি?

লব। জানি; জনকনন্দিনী সীতা বনিতা তোমার,
বাল্মীকিদুহিতা সীতা আমার জননী।

সকলে। তোমার জননী?

দ্রুতবেগে ঊর্ম্মিলার প্রবেশ।

ঊর্ম্মিলা। ওরে, তাই বুঝি তোরে হেরি
উদ্বেলিত হিয়া! [ক্রোড়ে লইয়া পুনঃপুনঃ চুম্বন।]

রাম। লক্ষ্মণ! শত্রুঘ্ন!

শত্রুঘ্ন। হে রাজন্! আনন্দে নাচিছে প্রাণ,
রোমে রোমে হ'লো মোর পুলকসঞ্চার;
যাক্ অশ্ব, যজ্ঞ পণ্ড হোক্,
জন্ম জন্ম বাঞ্ছিত এ পরাজয়
লবো শির পাতি।

রাম। লক্ষ্মণ! পদতলে পৃথিবী টলিছে মোর,
কহ মোরে কি করি উপায়?

লক্ষ্মণ। নির্ব্বাসিতা জানকীর আনন্দদুলালে
হে ধীমান্! বক্ষে তুলে নাও।

লব। ছেড়ে দাও; একি মায়াপুরী?

উর্ম্মিলা। সত্য মায়াপুরী,
মায়ার সমুদ্র তুমি যে এনেছ সাথে।

রাম। আয়—আয়, রাজ্য নিবি?

লব। না—না, বনবাসী আমি,
রাজ্যে মোর নাহি প্রয়োজন।

[প্রস্থানোদ্যত]

শত্রুঘ্ন। কোথা যাও স্নেহের দুলাল?

লব। বাল্মীকির তপোবনে।

রাম। তপোবনে কাজ নাই আর,
আজি হ'তে এই বুকে আশ্রয় তোমার।

লব। তুমি শত্রু।

রাম। না—না, আমি পিতা।

লব। পিতা? জনকনন্দিনী সীতা
আমার জননী?
রাজপুত্র আমি এই কাঙ্গালের সাজে?
অযোধ্যার মহারাণী ভিখারিণী আজ?
ধিক্! ধিক্! ধিক্ এ জীবনে। [প্রস্থানোদ্যত]

রাম। ফিরে এস, ব'সো এই
অযোধ্যার স্বর্ণ-সিংহাসনে।

লব। না—না, ভিখারিণী আমার জননী,
রাজভোগে নাহি মোর প্রয়োজন।

উর্ম্মিলা। থাক্ রাজভোগ, এস মোর সাথে ;
অযোধ্যার উপকণ্ঠে কুটীর বাঁধিয়া
তোরে নিয়ে রবো আমি সুখে।

লব। নিষ্ঠুর এ অযোধ্যানগর।
অযোধ্যার রাজপুরী হ'তে শতগুণে
ভাল মোর জননীর স্নেহের অঞ্চল।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। শত্রুঘ্ন!
ফিরাও—ফিরাও বালকে।

রাম। না—থাক্ ; যেতে দাও।
রে লক্ষ্মণ! জানকীরে দিছি ডালি,
পুত্রে মোর নাহি অধিকার।
দুঃখিনী জানকী মোর
পুত্র নিয়ে হয় তো বা সুখে আছে,
বঞ্চিত ক'রো না তায়!
নিষ্ঠুর নিয়তি সর্ব্বস্ব নিয়েছে মোর,
ক্ষণিকের এই সুখে নাহি প্রয়োজন।
অভিশপ্ত আমি, পরশে আমার
জ্ব'লে যাবে সুকুমার শিশু ; তার চেয়ে
সুখে থাক্ জননীর অঞ্চলছায়ায়।

উর্ম্মিলা। মহারাজ! প্রজাগণ বিপরীত গায়,
সবে কয় নিষ্কলঙ্ক জনকনন্দিনী।

শত্রুঘ্ন। তবে আর কেন মহারাজ!
দেহ আজ্ঞা, অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী
ফিরায়ে আনিব ঘরে।

লক্ষ্মণ। দাদা! বহু আশে এতকাল সহিয়াছি
বেদনার বোঝা; একান্ত বাসনা মনে,
ঘুচাইবে কলঙ্ক দাসের।

ঊর্ম্মিলা। মহারাজ! বক্ষের শোণিত ঢালি
দুর্ভিক্ষ করেছি নিবারণ;
প্রতিদানে এই শুধু চাই,
প্রতিষ্ঠিত হোক্ সীতা পুনঃ অযোধ্যায়।

রাম। অন্য বর চাহ মা জননী!
হেন বর দিতে অসমর্থ আমি।

সকলে। মহারাজ!—[পদতলে পতন]

রাম। ওঠ মাতা! ওঠ ভাই
স্নেহের অনুজ দু'টী!
বিপন্ন ক'রো না রামে।
শোন—শোন, পণ্যদ্রব্য নহে মোর সীতা;
জনমদুঃখিনী সে, প্রজাদের খেয়ালের বশে
তারে নিয়ে ক'রো না রে ছিনিমিনি খেলা।

[ঊর্ম্মিলার প্রস্থান।

দুর্ম্মুখের প্রবেশ।

দুর্ম্মুখ। মহারাজ!

রাম। কে—দুর্ম্মুখ! আজ বোধ হয় কোন দুঃসংবাদ নেই দুর্ম্মুখ?

দুর্ম্মুখ। না মহারাজ! আজ সুসংবাদ এনেছি, আজ আমি পুরস্কার চাই। মহারাজ! অযোধ্যার প্রজাগণ—

রাম। আঃ—আবার অযোধ্যার প্রজাগণ! না দুর্ম্মুখ! এ আমি শুন্‌তে চাই না; তুমি যাও।

রক্তাক্তকলেবরে চক্রধর মিশ্রের প্রবেশ।

চক্রধর। হ'লো না—হ'লো না, প্রতিশোধ নেওয়া হ'লো না। উঃ—রাম!—[পতন]

সকলে। [সবিস্ময়ে] চক্রধর মিশ্র!

রাম। সর্ব্বাঙ্গে রুধিরের ধারা বইছে; ব্রাহ্মণ! কে তোমার এ দশা কর্‌লে?

প্রণবের প্রবেশ।

প্রণব। আমি।

সকলে। প্রণব!

দুর্ম্মুখ। এ সত্য না স্বপ্ন!

প্রণব। সত্য পিতা, আমি মরি নি; আমার মৃত্যু-সংবাদ আমিই রটিয়েছি। এই নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণের হাতে মহারাজের সমূহ বিপদ জেনে আমি স্বেচ্ছায় রাজাদেশ অমান্য করেছি। মহারাজ! আজ আমি রাজদণ্ড নিতে প্রস্তুত।

রাম। প্রণব! প্রণব! আমি তোমায় কঠোর রাজদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলুম, আর তুমি আমাকে রক্ষা কর্‌তে গুরুহত্যার পাপ মাথায় ক'রে নিলে?

দুর্ম্মুখ। প্রণব! প্রণব! আমি জানি, যে অপরাধে তুমি দণ্ডিত, সে অপরাধ তোমার নয়।

অর্চ্চনার প্রবেশ।

অর্চ্চনা। অপরাধ আমার; আমিই ব্রাহ্মণকে মুক্ত কর্‌বার জন্য প্রহরীকে হত্যা করেছিলুম। মহারাজ! আমায় দণ্ড দিন।

প্রণব। না মহারাজ! অর্চ্চনার দোষ নেই; দোষ আমার।

রাম। দোষ তোমাদের উভয়ের; তোমাদের দণ্ড চিরকালের জন্য এই বন্ধন! [প্রণব ও অর্চ্চনার হস্ত মিলাইয়া দিলেন।]

দুর্ম্মুখ। তোমাদের এ মিলন অক্ষয় হোক্, আদর্শ হোক্। চক্রধর মিশ্র! আমি বলেছিলুম, অভিযোগ যদি মিথ্যা হয়, আমার হাতে তোমার মৃত্যু। কিন্তু যে অস্ত্র তুমি শিষ্যের হাতে তুলে দিয়েছিলে, সেই অস্ত্রই তোমার বক্ষ ভেদ করেছে। আর আমার কোন ক্ষোভ নেই; আমি তোমায় সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা কর্‌লুম। তোমার মৃত্যুপথ সুগম হোক্।

চক্রধর। আশা পূর্ণ হ'লো না, গুরুদক্ষিণা—

প্রণব। নির্ভয় গুরু! আমাদের দক্ষিণা না নিয়ে তোমায় মর্‌তে দেবো না; আমরা দু'জনে তোমায় যমের কাছে ভিক্ষা চেয়ে নেবো।

[চক্রধরকে লইয়া প্রণব ও অর্চ্চনার প্রস্থান।

দুর্ম্মুখ। মহারাজ! আজ ক্রমাগত সাত দিন অযোধ্যার গৃহে গৃহে ঘুরে দেখ্‌লুম, প্রজারা অন্তরের সহিত মা জানকীকে ফিরিয়ে আন্‌তে চায়; আরও গুরু বশিষ্ঠের আদেশ, স্বর্ণ-সীতায় যজ্ঞ সম্পাদন হবে না; মা জানকীকে ফিরিয়ে আনা চাই।

রাম। গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য। তবে তাই হোক্ লক্ষ্মণ! কাল প্রভাতে তুমি বাল্মীকির তপোবনে যাত্রা কর। দুর্ম্মুখ! তুমিও সঙ্গে যাও।

লক্ষ্মণ। দাদা! অসীম করুণা তোমার। সীতানির্ব্বাসনে আমি

আর দুর্ম্মুখ দু'নেই কলঙ্কিত ; এতদিনে আমাদের কলঙ্ক দূর হ'লো। এস দুর্ম্মুখ !

[দুর্ম্মুখ সহ প্রস্থান।

শত্রুঘ্ন। কিন্তু অশ্ব যে আবদ্ধ মহারাজ !

রাম। কার কাছে আবদ্ধ শত্রুঘ্ন ? এ পরাজয় জয়েরই নামান্তর। যাও, যজ্ঞের আয়োজন কর।

শত্রুঘ্ন। জয় মহারাজ রামচন্দ্রের জয় ! [প্রস্থান।

রাম। বহুদিন পরে সীতা আবার অন্ধকার পুরী আলোকিত করবে ; দুটী কুসুম-কোমল শিশুর কলহাসিতে অযোধ্যার নিরানন্দ রাজ-প্রাসাদ মুখরিত হবে। তবু কেন মনটা কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে ? এ কি উৎসবের বাঁশী না শ্মশানের হাহাকার ?

গীতকণ্ঠে বিজয়ার প্রবেশ।

বিজয়া।—

গীত।

ওগো জ্বালিয়ে রাখ চিতা।
মহাশয়নে কর্‌বে শয়ন তোমার প্রাণের সীতা॥
বিসর্জ্জনের উঠ্‌লো সাড়া নবমীর হ'লো ভোর,
মন্দিরে হায় ঢুক্‌লো এসে চোরের সেরা চোর,
আবাহনের নয় এ গীতি, বৃথাই সাজাও কুসুম-বীথি,
ডাক শুনেছে আপন ঘরে ধরণীর দুহিতা॥

[প্রস্থান।

রাম। নারি ! নারি !—

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

তপোবন—বাল্মীকি মুনির আশ্রম।

বাল্মীকি ও সীতা।

বাল্মীকি। লব। লব। যাঃ—নিশ্চয়ই তমসায় ডুবে মরেছে। তোমাকে হাজারবার আমি বলেছি, ছেলেকে কোন দিন তিরস্কার ক'রো না। তা নয়, গলা টিপে মার্‌বো—হেন কর্‌বো—তেন কর্‌বো! খুব হয়েছে। অভিমানে নিশ্চয় তমসায় ঝাঁপ দিয়েছে।

সীতা। না বাবা! তমসায় ঝাঁপ দেয় নি।

বাল্মীকি। নিশ্চয় দিয়েছে—একশোবার দিয়েছে। দেবে না? এমন দুঃখী ওরা, রাজার ছেলে হ'য়ে জটা-বল্কল সার করেছে, তার উপর আবার তিরস্কার! আমার ইচ্ছে হ'চ্ছে আমিও জলে ঝাঁপ দিই।

সীতা। বাবা! আপনি স্থির হোন। লব আমার ছেলে, আমি তাকে ভালভাবেই জানি; ভাবনার কোন কারণ নেই।

বাল্মীকি। ভাবনার কারণটা তবে কিসে হয় শুনি? আজ চার চারটে দিন ছেলেটার কোন খবর নেই; তুমি তো বেশ নিশ্চিন্ত আছ!

সীতা। কি কর্‌বো তবে বাবা?

বাল্মীকি। কি কর্‌বে? আর কিছু না পার, দু' ফোঁটা চোখের জলও তো ফেল্‌তে পার।

সীতা। চোখের জল যে আমার ফুরিয়ে গেছে বাবা!

বাল্মীকি। তবে নাচো; তুমি নাচো, আমি নাচি, কুশী নাচুক্। ভালই হয়েছে, আর কেউ জ্বালাতে আস্‌বে না, রামায়ণের পাতায় কেউ আর কালি ঢাল্‌বে না। হা রে বিশ্বাসঘাতক! একটা মুখের কথাও ব'লে গেলি না?

সীতা। বাবা! একটা তুচ্ছ শিশুর জন্য এমন হাহাকার করা আপনার সাজে না।

বাল্মীকি। আরে ম'লো, হাহাকার আবার কখন কর্‌তে গেলুম? ওঃ, কি আমার আদরের নাতজামাই, তার জন্য আমি হাহাকার কর্‌বো—হুঁ! আমি বরং বেঁচে গেছি, আর কেউ জ্বালাবে না—কেউ বিরক্ত কর্‌বে না। শালা একবার ব'লেও গেল না! [চোখে জল আসিল।] মরুক্ গে! ঐ কুশীটাকেও দূর ক'রে দেবো। সব পাজী। সব বিশ্বাসঘাতক!

কুশের প্রবেশ।

কুশ। দাদু! লব আস্‌ছে—লব আস্‌ছে।

বাল্মীকি। কৈ রে?

কুশ। ওই যে, ছুটে ছুটে আস্‌ছে।

বাল্মীকি। ঢুক্‌তে দিস্‌ নি, দরোজা বন্ধ ক'রে দে? দে—আমার লাঠিটা দে তো, মাথার খুলি ভাঙ্গবো।

ঊর্দ্ধশ্বাসে লবের প্রবেশ।

লব। দাদা! ঘোড়া ছেড়ে দে শীগ্‌গীর!

কুশ। কেন?

লব। ছেড়ে দে; রাজা রামচন্দ্র আমাদের পিতা।

সীতা। লব!

লব। মা!—দুঃখিনী মা আমার! [সীতার বক্ষে মুখ লুকাইল।]

সীতা। বাবা!—বাবা আমার!

লব। মা! পালিয়ে চল; যেখানে গেলে ওরা টের পাবে না, এমন জায়গায় পালিয়ে চল।

বাল্মীকি। বটে! বুড়োর ঘর আর পছন্দ হ'চ্ছে না বুঝি? যা; দূর হ'—এখনি দূর হ', আমি কাউকে চাই না; সব বিশ্বাসঘাতক।

কুশ। দাদু! এতদিন আমাদের বল নি কেন, দশাননজয়ী পুণ্যশ্লোক রাজা রামচন্দ্র আমাদের পিতা—মহাবীর লক্ষ্মণ আমাদের পিতৃব্য? কি আনন্দ!—কি আনন্দ! হাঁ রে লব! তুই অযোধ্যায় গিয়েছিলি?

লব। হাঁ।

সীতা। কেমন দেখ্‌লি মহারাজকে?

লব। মা! এমন রূপ আমি জীবনে দেখি নি; এত রূপ যার, সে এমন নিষ্ঠুর?

লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। কাকে নিষ্ঠুর বল্‌ছো প্রাণাধিক? তিনি যে করুণার মহাসিন্ধু।

সীতা। লক্ষ্মণ!

লক্ষ্মণ। দেবি! [বাল্মীকি ও সীতাকে প্রণাম করিলেন।]

কুশ। কে—মহাবীর সৌমিত্রি! [মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল।]

লব। [মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইল।]

সীতা। অযোধ্যার অধিবাসীরা কেমন আছে লক্ষ্মণ ?

লক্ষ্মণ। অযোধ্যার অধিবাসী ? তারাই না তোমায় নির্ব্বাসন দিয়েছে ? তাদেরও কুশল তুমি চাও মা ?

সীতা। অবোধ হ'লেও তারা যে আমার সন্তান। কেমন আছে তারা ? মহারাজ কেমন আছেন ? রাজপুরীর সকলের কুশল তো ?

লক্ষ্মণ। সবাই কুশলে আছে দেবি ! শুধু তোমার বিরহে সোনার অযোধ্যা শ্মশান।

দুর্ম্মুখের প্রবেশ।

দুর্ম্মুখ। কৈ—কৈ, আমাদের মা জানকী কৈ ?

সীতা। দুর্ম্মুখ ! কুশলে আছ তো বাবা ?

দুর্ম্মুখ। তোমাকে হারিয়ে অযোধ্যার কুশল ? মা ! আমাদের মুখে আহার নেই, চোখে ঘুম নেই। চল মা ! আমরা তোমায় নিতে এসেছি।

বাল্মীকি। তার অর্থ ? তোমরা আমার সীতাকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করতে এসেছ ? বিনা দোষে কুকুরের মত পায়ে ঠেলে দিয়ে আবার আত্মীয়তা ! রামের পার্শ্বে আর একটা সীতা যজ্ঞ সম্পাদন করবে, আর আমার সীতা ম্লানমুখে এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকবে, কেমন ?

লক্ষ্মণ। মহর্ষি !—

বাল্মীকি। যাও—যাও, নিমন্ত্রণ নেবো না আমরা ; আমরা একঘরে হ'য়ে থাকবো। রাম করবে যজ্ঞ, আর এই অভাগা ছেলে দু'টো জটা-বল্কল নিয়ে অতিথির মত যজ্ঞ দেখবে ! তোমাদের রাজা বুঝি এইরূপ আশা করে, না ? আমি দেবো না যেতে। ওরা চিরকাল এমনি ক'রে ফলমূল খেয়ে থাকবে—সেও ভাল, তবু অপমানের রাজভোগ ওদের চাই না।

দুর্মুখ। অপমানের রাজভোগ নয় ঋষি! অযোধ্যার প্রজারা অনুতপ্ত, তারা মাকে ফিরিয়ে আন্‌তে চায়!

বাল্মীকি। তাদের দয়া; কিন্তু এ দয়া আমাদের হজম হবে না, যাও।

লক্ষ্মণ। প্রজাদের দয়া নয় মহর্ষি! গুরুদেবের আদেশে রঘুনাথ স্বয়ং আমাদের পাঠিয়েছেন।

বাল্মীকি। ও একই কথা; আজ নিতে পাঠিয়েছেন, কাল আবার ফিরিয়ে দেবেন। যাও—আমি দেবো না। তোমাদের মহারাণী যে ছিল, সে ম'রে গেছে। এ আমার কন্যা; সহস্র রামচন্দ্রও আমার হাত থেকে একে ছিনিয়ে নিতে পার্‌বে না।

লক্ষ্মণ। তা সত্য মহর্ষি! কিন্তু—

বাল্মীকি। আরে, এর ভিতর কিন্তু নেই, আমি দেবো না—ব্যস্‌!

সীতা। বাবা! কেন আপনি উত্তেজিত হ'চ্ছেন? মহারাজ আমায় নিতে পাঠিয়েছেন, এর উপর আর কোন কথা নেই—কোন বিচার নেই, আমি যাবো—

বাল্মীকি। যাবে?

কুশ। নিশ্চয়ই। চল মা!

লক্ষ্মণ। এস দেবি! রথ প্রস্তুত। মহর্ষি বাল্মীকি! আপনার ঋণ আমরা এক জীবনে পরিশোধ করতে পার্‌বো না। আপনি আমাদের কুলবধূকে আশ্রয় দিয়ে আমাদের মর্য্যাদা রক্ষা করেছেন, আর আমাদের বংশধর দু'টীকে বাঁচিয়ে রেখে অযোধ্যার মহাকল্যাণ সাধন করেছেন।

সীতা। বাবা!—

বাল্মীকি। ওঃ—মেয়ে এমনি বটে! যতই যত্ন কর, এরা স্বামীর আহ্বানে সব ভাসিয়ে দিয়ে চ'লে যায়। যাও, আমার কোন দুঃখ নেই।

সীতা। না বাবা! আপনি অনুমতি না দিলে স্বর্গে যেতেও আমি চাই না।

বাল্মীকি। আরে গেল যা! আমি চিরকাল তোমায় আটকে রাখবো না কি? তুমি রাজরাণী—তু'দিনের জন্য আমার আশ্রমে অতিথি হয়েছিলে, আজ ঘরের ডাক এসেছে, যাবে বৈ কি মা! যাও, সুখে স্বামীর ঘর কর গে।

লব। আমি কিন্তু তোমায় ছেড়ে যাবো না দাতু!

তুর্ম্মুখ। টেনে নিয়ে যাবো।

লব। এক ঘুঁসিতে মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো।

লক্ষ্মণ। আমি যদি বুকে ক'রে নিয়ে যাই?

লব। এতদিন এ আত্মীয়তা কোথায় ছিল?

লক্ষ্মণ। অপরাধ করেছি বাবা! ক্ষমা কর।

লব। মা! এ পাগল না কি?

সীতা। পাগলই বটে লব! আশীর্ব্বাদ করি, তোমরাও এমনি পাগল হও। বাবা! আসি তবে। [বাল্মীকিকে প্রণাম করিলেন।]

বাল্মীকি। যাচ্ছ? আচ্ছা, এস মা! আর একবার এস, তোমার ছেলে যখন রাজা হবে; আর যদি তার আগে মরি, শেষ সময় যেন একবার দেখ্‌তে পাই।

সীতা। বাবা! অনেক তু:খ আপনাকে দিয়ে গেলুম, অভাগিনী কন্যা ব'লে মার্জ্জনা কর্‌বেন। আয় লব! কার উপর অভিমান বাবা? তোদের পিতা বড় তুঃখী রে।

বাল্মিকী। দাতু!—[লব ও কুশ বাল্মীকিকে প্রণাম করিল, বাল্মীকি রুদ্ধকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিলেন।] পিতার যোগ্য পুত্র হও। [লব ও কুশকে চুম্বন করিলেন।]

[সকলে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন ; বাল্মীকি অশ্রুসজলনেত্রে একদৃষ্টে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন ।]

বাল্মীকি। [দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া] সব অন্ধকার ! কি ক'রে যে থাক্‌বো, তাই ভাব্‌ছি। ভালই হয়েছে ; আর কেউ ধ্যান ভাঙ্গাবে না—কেউ বিরক্ত কর্‌বে না। কিন্তু ভারি ফাঁকা-ফাঁকা লাগ্‌ছে। পরের ছেলে, পরের স্ত্রী, আমার কেউ নয়, তবু তাদের জন্য মনটা এমন হাহাকার করে কেন ? লব !—লব !

লব। [নেপথ্যে] দাদু !

বাল্মীকি। দাদুর আমার পা চল্‌ছে না, ফিরিয়ে আনি, দু'টো দিন আমার কাছে থাক্। লব ! দাদু ! না—চ'লে যাক ; কি হবে পরের ভাবনা ভেবে।

১ম দেবদাসীর প্রবেশ।

১ম দেবদাসী। পিতা ! সন্ধ্যা হয়েছে !

বাল্মীকি। এ্যাঁ—আজ অত শীগ্‌গির সন্ধ্যা হ'লো ? তাই তো, সব আলো নিভে গেল।

২য় দেবদাসীর প্রবেশ।

২য় দেবদাসী। পিতা ! পূজার আয়োজন করেছি।

বাল্মীকি। দাঁড়া—একটু পরে ; আজ আর সীতা নেই, লব কুশ আর ধ্যান ভাঙ্গাতে আস্‌বে না।

৩য় দেবদাসীর প্রবেশ।

৩য় দেবদাসী। পিতা ! পা ধোয়ার জল দেবো ?

বাল্মীকি। না—না, একটু থাম্।

৪র্থ দেবদাসীর প্রবেশ।

৪র্থ দেবদাসী। পিতা! রথ চ'লে গেল।

বাল্মীকি। গেল?—হুঁ।

৫ম দেবদাসীর প্রবেশ।

৫ম দেবদাসী। লব কিছুতেই যেতে চাচ্ছে না পিতা! বড় কাঁদছে।

বাল্মীকি। কাঁদুক্, আমার কানে কেউ কোন কথা তুল্‌তে পাবি নে! সব বিশ্বাসঘাতক—সব নিষ্ঠুর; আমি কারও জন্য কাঁদ্‌বো না—[কাঁদিয়া ফেলিলেন।]

দেবদাসীগণ। পিতা!—

বাল্মীকি। বেরো—বেরো, সব বেরিয়ে যা! আমি একা থাক্‌বো আমার কাউকে চাইনে। লব!—লব! দাদু!

দেবদাসীগণ।—

গীত।

আলোক নিয়ে চ'লে গেছে আলোর দেশের মেয়ে।
বন উপবন কেঁদে মরে পথের পানে চেয়ে॥

বাল্মীকি। কুশি! কুশি!

দেবদাসীগণ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ছিল দুটী বনের হরিণ, চরণঘায়ে বাজতো রে বীণ,
ভিন্ গাঁয়ের কোন্ মায়ার ডাকে চ'লে গেছে ধেয়ে।

বাল্মীকি। সীতা!—সীতা!

দেবদাসীগণ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

কেমন ক'রে থাক্‌বো ঘরে, আঁখিতে জল অঝোর ঝরে,
পরাণখানি দিয়ে গেছে মায়ার আলোয় ছেয়ে।

বাল্মীকি। নিয়ে গেছে—সব নিয়ে গেছে!

দেবদাসীগণ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

বনের হরিণ আয় ফিরে আয়, রাঙা নূপুর বাঁধবো রে পায়,
পাগল হ'লো বনের পাখী তোদেরি গান গেয়ে॥

বাল্মীকি। আয়—আয়, ফিরে আয় দাদু—ফিরে আয়!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ—যজ্ঞস্থল।

রাম, শত্রুঘ্ন, ঊর্ম্মিলা, চক্রধর, প্রজাগণ ও
পুরবাসিগণ আসীন।

রাম। শত্রুঘ্ন! সব প্রস্তুত?

শত্রুঘ্ন। হাঁ মহারাজ! সব প্রস্তুত।

রাম। ভরত এলো না শত্রুঘ্ন?

শত্রুঘ্ন। মা জানকী অযোধ্যায় ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করবেন না।

রাম । দীর্ঘ বনবাস পরে
ফিরে আসে জানকী আমার।
শত্রুঘ্ন ! শত্রুঘ্ন !
স্বর্ণ-সীতা রাখ্ রে লুকায়ে ;
উর্ম্মিলা ! মুহুর্মুহুঃ কর শঙ্খনাদ,
আনন্দের কোলাহলে
রাজপুরী মুখরিত হোক্।
যার মুখে যত আছে বিষাদের রেখা,
মুছায়ে দেবো রে আমি ;
শুধু এই একদিন
অযোধ্যার অধিবাসী
হাসি-গানে অভ্যর্থনা করুক্ সীতারে।

শত্রুঘ্ন । নির্ভয় রাজন্ !
জানকীর তরে পুষ্পাঞ্জলি নিয়ে
প্রতীক্ষায় আছে পুরবাসী।

রাম । সীতা !—সীতা !
বিরহের অশ্রুময় সিন্ধুপার হ'তে
ফিরে এস অন্তরে আমার।
শ্মশান অযোধ্যাপুরী,
লক্ষ্মীহীন এ রাজপ্রাসাদ ;
তোমার কোমল স্পর্শে
ভস্মমাঝে ফুটাও কমল,
আবার অযোধ্যাপুরী
চিরানন্দ স্বর্গপুরে হোক্ পরিণত।

লক্ষ্মণ, সীতা, দুর্ম্মুখ, লব ও কুশের প্রবেশ।

[ঘন ঘন শঙ্খনাদ ও তূর্য্যধ্বনি হইতে লাগিল।]

প্রজাগণ। জয় মা জানকী! জয় মা জানকী!

রাম। সীতা!—

সীতা। আর্য্যপুত্র!—[রামকে প্রণাম করিলেন।]

[পুরবাসিগণ ও শত্রুঘ্ন সীতাকে প্রণাম করিল, পুরবাসিনীগণ নীরব সঙ্গীতে সীতাকে বরণ করিয়া লক্ষ্মণের তূণ হইতে তাঁহার সমস্ত আভরণ লইয়া পরাইয়া দিলেন। ঊর্ম্মিলা লব-কুশকে লইয়া ব্যস্ত; রাম ও সীতা পরস্পরের পানে নির্নিমেষনয়নে চাহিয়া রহিলেন।]

রাম। সীতা! চরণে তোমার
চির-অপরাধী রাম করযোড়ে ক্ষমাপ্রার্থী।
এস দেবি! দীর্ঘ নিশিদিন ধরি
যে দুঃসহ বিরহের জ্বালা
তোমারে দিয়েছি প্রিয়ে!
আমি তার চতুর্গুণ করিয়াছি ভোগ।
ভুলে যাও অযোধ্যার শত অপরাধ,
ভুলে যাও রাঘবের নিষ্ঠুর আঘাত।

সীতা। আর্য্যপুত্র! আমারে ক'রো না অপরাধী;
তুমি স্বামী, দাসী আমি চরণে তোমার।
কোন দুঃখ ছিল না আমার;
শুধু এক সাধ ছিল মনে,
লব কুশে তব করে করিয়া অর্পণ

মুদিব নয়ন দুটি । ফিরে নাও
তোমার এ গচ্ছিত রতন ।

[লব ও কুশকে রামের দিকে আগাইয়া দিলেন ।

লব ও কুশ । পিতা ! [প্রণাম করিলেন ।]

রাম । প্রাণাধিক !

লক্ষ্মণ । অযোধ্যার অধিবাসিগণ !
তোমাদের নিদারুণ ভ্রমে
অগ্নিশুদ্ধা মহারাণী সীতা
দীর্ঘকাল কাটায়েছে বনে,
সেই পাপে অনাবৃষ্টি, মহামারী,
দুর্ভিক্ষের জ্বালা
অযোধ্যায় করেছে শ্মশান ।
অনুতপ্ত হৃদয়ের আকুল আহ্বানে
সীতা আজ এসেছেন ফিরে ।
হে অযোধ্যাবাসি !
মনে প্রাণে দেহ অনুমতি,
মহারাজ জানকীরে করুন গ্রহণ ।

চক্রধর । জানকীরে শপথ করিতে হবে ।

রাম, শত্রুঘ্ন । শপথ ?

সীতা । [অর্দ্ধস্বগত] শপথ !

লক্ষ্মণ । কেন ?

চক্রধর । অগ্নিশুদ্ধা সীতা শুনিয়াছি বার বার,
অযোধ্যার অধিবাসী দেখে নাই কেহ
অগ্নিশুদ্ধি তার । সত্য বটে

জানকীর পবিত্রতা সন্দেহ-অতীত,
তবু লোকশিক্ষা তরে
শপথ করুন সীতা—
রাম বিনা অন্তরে তাঁহার
কোন দিন পশে নাই কেহ।

দুর্ম্মুখ। চক্রধর! আবার?

চক্রধর। হাঁ—আবার;
আমিও যে অযোধ্যার প্রজা।

ঊর্ম্মিলা। কহ রে অযোধ্যাবাসি!
আমা হ'তে কোন দিন অযোধ্যার
হ'য়ে থাকে যদি কোন উপকার,
প্রতিদানে তার সমস্বরে কহ সবে,
মহারাজ জানকীরে করুন গ্রহণ।

জনৈক প্রজা। মা জানকীর পবিত্রতা সন্দেহ-অতীত; তবু একটা কথা যখন উঠেছে, লোকশিক্ষার জন্য একটা শপথ কর্‌লেই বা ক্ষতি কি? [জনান্তিকে] কি বল হে?

প্রজাগণ। হাঁ—হাঁ, শপথ—
জানকীরে শপথ করিতে হবে।

বাল্মীকির প্রবেশ।

বাল্মীকি। কি! জানকীরে শপথ করিতে হবে?
এই অবমাননার তরে
আমার সীতারে তুমি করেছ আহ্বান?
আয় লব-কুশ! এস সীতা!

কাজ নাই রাজভোগে ;
বনের কদর্য্য ফল
এর চেয়ে শতগুণে ভাল।

লক্ষ্মণ। প্রজাগণ! এই শেষ কথা তোমাদের ?

প্রজাগণ। হাঁ।

লক্ষ্মণ। হীন পশু জল্লাদের দল!
রামরাজ্যে এত অনাচার ?
নারীর জীবন ল'য়ে ছিনিমিনি খেলা ?
আজি জনহীন করিব অযোধ্যাপুরী।

[লক্ষ্মণ ও তৎসঙ্গে শত্রুঘ্ন ও দুর্ম্মুখের অসি নিষ্কাশন ; প্রজাগণ সভয়ে পলায়নোদ্যত হইল।]

সীতা। [বাধা দিয়া] শান্ত হও দেবর লক্ষ্মণ!
ফিরে এস রে অযোধ্যাবাসি!
ভয় নাই, অনাদৃত অতিথির মত
রাজপুরে রহিবে না সীতা।
রঘুনাথ! দেহ অনুমতি,
ফিরে যাই বনবাসে।
নাহি মোর কোন অভিযোগ ;
স্বচক্ষে হেরিনু কত নিরুপায় তুমি!
প্রণাম চরণে ; অধিনীর অপরাধ
করিও মার্জ্জনা। [প্রণাম]

রাম। সীতা! অযোধ্যার অধিবাসিগণ
অগ্নিশুদ্ধি দেখে নাই তব।
যদিও অজ্ঞান, তবু সন্তানের সম তারা।

সন্তানের সন্তো'ষর তরে
একবার গিয়েছিলে বনে,
আজি পুনরায়
শুধু সন্তানের সন্তোষবিধানে
তুমি করহ শপথ।

সীতা। কত আর করিবে পরীক্ষা প্রভু?
তুমি যদি অগ্নিশুদ্ধি দেখে থাক মোর,
ত্রিসংসার দেখিয়াছে তোমার নয়নে।
তুমি স্বামী, জীবনে সহস্রবার
তোমার তৃপ্তির তরে শপথ করিতে পারি,
কিন্তু সন্তানের কাছে
সতীত্বের শপথ করিবে মাতা,
এ বিধান তোমার সাজে না প্রভু!
এই একবার লঙ্ঘন করিব স্বামি
আদেশ তোমার,
সন্তানের কাছে সতীত্বের শপথ করিতে
অসমর্থ জানকী তোমার।

বাল্মীকি। চ'লে এস—চ'লে এস সীতা!

সীতা। না পিতা! কোথাও যাবো না আমি,
অভিশপ্ত সীতার জীবন;
বিধাতার ইচ্ছা নয়
ধরায় রাখিতে মোরে।
রঘুনাথ! বেদবাণী সম
চিরদিন পালিয়াছি তোমার আদেশ;

তব আজ্ঞালঙ্ঘনের পাপ
প্রাণ দিয়ে করিব ক্ষালন।

গীতকণ্ঠে বিজয়ার আবির্ভাব।

বিজয়া।—

গীত।

ধরার দুলালী মেয়ে!
আয় চ'লে আয়, আয় চ'লে আয়, মায়ের কোলে ধেয়ে।

রাম। একি! একি! সহসা বিদীর্ণ ধরা,
আঁধারে পূরিল চারিদিক!
রে লক্ষ্মণ!
বসুন্ধরা বুঝি গ্রাসিল সীতারে!

লব ও কুশ। মা!—মা!

বিজয়া।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ধরার দুলালী মেয়ে!
আয় চ'লে আয়, আয় চ'লে আয়, মায়ের কোলে ধেয়ে।
[সীতাকে লইয়া অগ্রসর হইলেন।]

রাম। সীতা!—সীতা!

সীতা। বিদায়!—বিদায়!

[বিজয়া সহ অন্তর্দ্ধান।

রাম। রে লক্ষ্মণ! রে লক্ষ্মণ!
অতলে পশিল সীতা;

ধনুর্ব্বাণ দে রে ভাই!
শরাঘাতে ছিন্নভিন্ন করিব ধরণী।
সীতা!—সীতা!

লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন। দাদা!

রাম। ভাই—ভাই!
হেলায় মঙ্গল ঘট ঠেলিনু চরণে!
নিষ্ঠুরা নিয়তি!
এখনও কি হয় নাই বাসনাপূরণ
দে—দে, ফিরাইয়া দে রাক্ষসি!
রাজলক্ষ্মী মোর।

